পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 142 Wednesday, 23 April, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১৪২ সংখ্যা ✱ ৯ বৈশাখ ১৪৩২, বুধবার, ২৩ এপ্রিল ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

‘আমি কলকাতায় থাকলে এক সেকেন্ডে মিটিয়ে নিতাম’

চাকরিহারাদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বললেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, গোয়ালতোড়, ২২ এপ্রিলঃ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা বার করতে পারল না এসএসসি কমিশন। আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে স্পষ্ট করে দিল, তালিকা বার করা যাবে না। আর তাতেই রাজপথে চাকরিহারাদের ক্ষোভের অগ্নুৎপাত। রাজপথে রাতভর দফতরের বাইরে অবস্থানে বসে রয়েছেন চাকরিহারা। এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী গোয়ালতোড়ে, সরকারি প্রকল্প সোলার পার্কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। সেখানে দাঁড়িয়েই মুখ্যমন্ত্রী বললেন, ''আমি কলকাতায় থাকলে এক সেকেন্ডেই বিষয়টা মিটিয়ে দিতাম।'' গোয়ালতোড়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি কাল সন্ধ্যা থেকে কমপক্ষে ১০ বার ফোনে কথা বলেছি। আমি কলকাতায় থাকলে হয়তো এক সেকেন্ডে বিষয়টা মিটিয়ে দিতাম। আমি রাত বারোটা পর্যন্তও কথা বলে দেখেছি, কেউ কেউ জেদি হয়ে রয়েছেন। যে যোগ্য-তালিকা বার করতে হবে।'' আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ, ''শিক্ষক শিক্ষিকারা যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁরা কেন কষ্ট করে বসে রয়েছেন এই গরমের মধ্যে? আপনারা স্কুলে যান।'' চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা বেতন পাবেন, সেটা আরও একবার সুনিশ্চিত করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট আপনাদের চাকরি বাতিল করেছিল, টাকা বন্ধ করে দিয়েছিল, আমরা তো রিভিউ পিটিশন করেছিলাম, তাতে তো আমরা বলেছিলাম, আপনারা মাইনে পাবেন। সিস্টেম অনুযায়ী বেতন চলে যাবে। কারোর প্ররোচনা দেওয়ার দরকার নেই।'' শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাশাপাশি এই আন্দোলনে সামিল হয়েছেন শিক্ষাকর্মীরাও। তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''গ্রুপ সি-ডি যেটা বাতিল হয়েছে, আমাদের আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে দিন। দরকার হলে আবার রিভিউয়ে যাব। যারা চাকরি খেয়েছে, তাদের ওপর ভরসা করবেন না। যারা চাকরি দিয়েছে, যারা আগামী দিনে চাকরি দিতে পারে, তাদের ভরসা করুন।''

মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেন, ''আমি তো চাইব না, আমার রাজ্যে বেকার বাড়ুক। আবার দেখছি হাইকোর্টে একটা কেস করে বসে আছে, ৩৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষককে ছাঁটাই করতে হবে!'' মঙ্গলবার মেদিনীপুর কলেজ মাঠে প্রশাসনিক সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের কর্মস্থলে ফেরার আর্জি জানান। বলেন, কেন গরমে বসে আছেন? আন্দোলনকারী চাকরিহারাদের উদ্দেশেই মুখ্যমন্ত্রীর আরও প্রশ্ন, কে যোগ্য, আর কে অযোগ্য, সেই তালিকা দিয়ে আপনাদের হবেটা কী? আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে মমতার পরামর্শ, ''শিক্ষক শিক্ষিকারা যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁরা কেন বসে রয়েছেন, কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে? আপনারা স্কুলে যান।'' চাকরিহারাদের বেতনও সুনিশ্চিত করে মমতা বলেন, ''আপনাদের বেতন নিয়ে ভাবতে হবে না। আইনের মধ্যে থেকেই রাজ্য আপনাদের কাজ করে দেবে। আপনি এ না বি, সেটা আদালত ঠিক করবে, আমরা নই। কিন্তু মনে রাখতে চাকরিতে ফিরে যান। বেতন কিন্তু রাজ্য সরকারই দেবে।'' এই সূত্রেই বিরোধীদের নিশানা করেছেন মমতা। তিনি বলেন, ''বাংলায় কয়েকটা লোক বসে আছে, চাকরি খাওয়ার জন্য। জনগণের কাজ করে না। কেবল কোর্টে গিয়ে পিল (পিআইএল বা জনস্বার্থ মামলা) করে। এর জন্য কোর্ট দায়ী নয়। আমরা চাকরি দেব আর ওরা চাকরি খাবে। রাজনীতি করতে গেলে শুধু দানবিক মুখ? মানবিক মুখটা কোথায় যাবে?'' মে মাসের প্রথম সপ্তাহেই হিংসা বিধ্বস্ত মুর্শিদাবাদে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোয়ালতোড়ের সরকারি প্রকল্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। হিংসা বিধ্বস্ত এলাকায় অশান্তির নেপথ্যেও বহিরাগত তত্ত্ব খাড়া করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বহিরাগতরা স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে হামলা চালিয়েছে। চক্রান্ত হয়েছে, সবটা ফাঁস করব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''মুর্শিদাবাদে যে দাঙ্গা হয়েছে, সেটা দুঃখজনক। আমরা কেউ দাঙ্গা চাই না। ধূলিয়ানের দুটো ওয়ার্ডে হয়েছে। সেটাও বহিরাগতরা স্থানীয় কিছু লোককে সঙ্গে নিয়ে করেছে। কীভাবে করেছেন, সবটা ফাঁস করে দেব আমরা। কিন্তু মারা গিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের পরিবারকে কথা দিয়েছি ১০ লক্ষ টাকা করে দেব। তাঁদের বাচ্চাদের পড়াশোনার দায়িত্ব এমপি-রা নিয়েছেন। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারও নিতে পারে। যাঁদের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, তাঁদের বাংলার বাড়ি হবে। দোকানদারদের যা ক্ষতি হয়েছে, আমরা সার্ভে করছি। আমি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যাচ্ছি, তখন গিয়ে দেখে বাদবাকিটা করে দিয়ে আসব।''

‘এসএসসি বেতন নিশ্চিত করবে, আর তাদেরই কাজ করতে দেবেন না!’

আন্দোলনকারীদের বললেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ এমন কিছু করবেন না, যাতে পুনর্বিবেচনার আর্জি জানাতে কোনও অসুবিধা হয়। চাকরিহারাদের মঙ্গলবার একথাই বললেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এসএসসি দফতরে কেন আধিকারিকদের আটকে রাখা হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন ব্রাত্য। তাঁর দাবি, চাকরি বহাল রাখা বা বেতন দেওয়ার জন্য সবরকমভাবে চেষ্টা করছে শিক্ষা দফতর। তাই আন্দোলন থেকে বিরত হওয়ার বার্তা দেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের চাকরি পর্ষদ নিশ্চিত করবে, এসএসসি বেতন নিশ্চিত করবে, আর তাদেরই আপনারা কাজ করতে দেবেন না।'' তিনি আরও বলেন, ''কারা স্কুলে যেতে পারবে, সুপ্রিম কোর্ট বলেই দিয়েছে।

যাদের বলা হচ্ছে 'নন-টেন্টেড'। সেই অনুযায়ীই আমরা এগোচ্ছি। এটাকে নিয়ে জলঘোলা করে রিভিউ পিটিশনে বিপদ টেনে আনছে।'' মন্ত্রীর দাবি, এসএসসি-র চেয়ারম্যানকে খেতে দেওয়া হচ্ছে না, কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে পরে আন্দোলনকারীদের সুর নরম হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, ১৭,২০৬ জন যে যোগ্য তা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে। মন্ত্রী বলেন, ''আমাদের সেই ক্ল্যারিফিকেশন অনুযায়ী, যোগ্য শিক্ষকরা কাজে ফিরুন।'' সুপ্রিম নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী চাকরি হারানোর পর রাজ্য জুড়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ হয়েছে। ডিআই অফিসে তালা মেরে দিয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছিলেন চাকরিহারারা। আর সেই কর্মসূচি চলাকালীন পুলিশের লাথি মারার ছবি সামনে এসেছিল। এবার আন্দোলনের আকার বৃহত্তর। গোটা করুণাময়ী চত্বর ঘিরে ফেলেছেন চাকরিহারারা। চলছে অনশন। এবার কী পদক্ষেপ? আগেরবার পুলিশ ও প্রশাসন বলেছিল, বাধ্য হয়ে পুলিশকে ওই কাজ করতে হয়েছে। তবে এবার খোদ শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, কোনও বলপ্রয়োগ করা হবে না। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনে পড়েছে বিক্ষোভ। এদিন সাংবাদিকদের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু আরও বলেন, ''আমরা কোনও কড়া পদক্ষেপ করব না। এখনও পর্যন্ত কোনও বলপ্রয়োগও করিনি।'' তবে পুলিশ ইতিমধ্যেই বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের কাজে বাধা দেওয়া আইনসম্মত হচ্ছে না। ব্রাত্য বসুর আর্জি, ''অআপনারা আন্দোলন করুন। তাতে যেন কারও জীবন বিপন্ন না হয়।'' 'গোটা শিক্ষা দফতর আপনাদের জন্য কাজ করবে' বলেও আশ্বস্ত করেছেন তিনি। চাকরিহারাদের উদ্দেশে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ''আপনাদের জন্যই এসএসসি লড়ছে। সরকার আপনাদের পাশে আছে। আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। আমাদের কাজ আমাদের করতে দিন। আপনাদের কাজ আপনারা করুন।''

কারা কারা স্কুলে যাবেন, ডিআইদের তালিকা পাঠাল স্কুল শিক্ষা দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা চাই। সেই দাবি তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরিহারারা। এর মধ্যেই জানা যাচ্ছে 'যোগ্যদের' তালিকা দিয়ে ডিআই-দের চিঠি পাঠাল স্কুল শিক্ষা-দফতর। 'যোগ্যদের' আপাতত কাজ চালানোর নির্দেশ দিয়েছে কোর্ট। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ শিক্ষা-দফতরের। সূত্রের খবর, শিক্ষা-দফতরের তরফে ডিআই-দের চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্টের ভাষায় যাঁরা অযোগ্য নন এটা তাঁদের তালিকা। ফলত, এই সকল শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে যাবেন। আর সেই সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডিআই-দের। রাজ্য স্কুল শিক্ষাদফতর চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, 'এদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার কোনও চিহ্ন নেই। তাই তাঁরা যাতে স্কুল যেতে সেই ব্যবস্থা করুন।' অর্থাৎ যে তালিকা সাইটে আপলোড করার কথা ছিল তা ডিআইদের কাছে পৌঁছে দিল স্কুল শিক্ষাদফতর। যদিও, সেই তালিকা প্রকাশ করতে চাইছে না স্কুল শিক্ষাদফতর। কিন্তু তালিকা চলে গিয়েছে ডিআই-দের অফিসে। বস্তুত, সোমবার রাত থেকে করুণাময়ী চত্বরে বসে রয়েছেন চাকরিহারারা। এর আগে শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসি জানিয়েছিল তাঁদের কাছে 'যোগ্য-অযোগ্য'দের লিস্ট তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু গতকাল তা প্রকাশিত না হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন চাকরিহারারা। তাঁদের সাফ কথা, কোনওভাবেই অযোগ্যদের সঙ্গে তাঁরা স্কুলে গিয়ে চাকরি করতে পারবেন না। এই আবহে লাগাতার আন্দোলন বিক্ষোভ চালিয়ে যান চাকরিহারারা। যখন তাঁরা আন্দোলন করছেন, সেই সময়ই ডিআই-অফিসে তথাকথিত যোগ্যদের লিস্ট পাঠাল শিক্ষা-দফতর।

রত্না-শোভনের ডিভোর্স মামলা চার মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিলঃ নিম্ন আদালত থেকে ডিভোর্স মামলা সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছেছে আগেই। বিচারপতি আসানুদ্দিন আমানুল্লা এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চে চলছে শোভন চট্টোপাধ্যায় ও রত্নার বিচ্ছেদ মামলার শুনানি। এবার মামলা শেষ করার সময় বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী আগস্ট মাসের মধ্যে শোভন এবং রত্নার ডিভোর্সের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। প্রাক্তন বিধায়ক শোভন ও বর্তমান তৃণমূল বিধায়ক রত্নার ডিভোর্স মামলা বারবার দীর্ঘায়িত হয়েছে। সাক্ষীদের বয়ান গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও অনেক সময় লেগেছে। এবার সুপ্রিম কোর্টের

নির্দেশ, রত্না চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষের সাক্ষীদের বয়ান আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে রেকর্ড করতে হবে। গত ২০১৭ সাল থেকে এই ডিভোর্সের মামলা চলছে। এখনও সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড কেন সম্পূর্ণ হল না, তা নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। আগেই সুপ্রিম কোর্টে বক্তব্য জমা দিয়েছেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। ওই মামলায় নিম্ন আদালতের শুনানির উপর ইতিমধ্যেই স্থগিতাদেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। নিম্ন আদালতে রত্নার আর্জি ছিল, আরও কিছু লোকের সাক্ষ্য নিতে হবে। সেই আর্জিই খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। হাইকোর্ট জানায়, যত দ্রুত সম্ভব শোভনের বিবাহবিচ্ছেদ মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যান রত্না। আপাতত সেই মামলার শুনানি চলছে। অভিযোগ ছিল, রত্না বারবার মামলা পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

মহাসমাবেশে উত্তাল করুণাময়ী প্রশ্নের মুখে প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) অফিসের সামনে উত্তাল বিক্ষোভে মুখর করুণাময়ী চত্বর। সোমবার রাতভর আন্দোলন চালিয়ে গেলেন চাকরিহারা প্রার্থীরা। তাঁদের দাবি একটাই-যোগ্য ও অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থেকে, প্রতিশ্রুতি শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে এবার তাঁরা রাস্তায় বসে পড়েছেন। ভোরের আলো ফুটলেও কমেনি তাঁদের প্রতিবাদের তেজ। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস, হোক কলরব'-এই ধরনের স্লোগানে গর্জে উঠেছে গোটা এলাকা। মহিলারা, তরুণ-তরুণীরা, এমনকি বয়স্করাও যোগ দিয়েছেন এই বিক্ষোভে। একটি চাকরি পাওয়ার আশায় যে লড়াই তাঁরা শুরু করেছেন, তা আজ শুধুই চাকরি নয়, তাঁদের অস্তিত্বের লড়াই হয়ে উঠেছে। সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ এক অদ্ভুত দৃশ্য নজরে আসে। এক ব্যক্তি হাতে চায়ের ফ্লাস্ক ও মাটির ভাঁড় নিয়ে এগিয়ে যান এসএসসি ভবনের দিকে। আন্দোলনরতদের চোখে পড়তেই প্রশ্ন উঠেছে-চেয়ারম্যান কি তবে ভিতরে আরামে চা খাচ্ছেন, যখন বাইরে রাস্তায় শতাধিক চাকরিপ্রার্থী সারারাত ঠান্ডা, ক্লান্তি আর ক্ষোভ নিয়ে অপেক্ষা করছেন? এক আন্দোলনকারী প্রার্থী বলেন, ''আমরা সারা রাত জেগে রাস্তায় বসে আছি, আর ভিতরে চেয়ারম্যান ঘুমোচ্ছেন, চা খাচ্ছেন। কেউ আমাদের কষ্ট বুঝতেই চাইছে না।'' আন্দোলনের মধ্যে একাধিকবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ঘটনাও ঘটেছে। এক মহিলা প্রার্থী জানান, ''পুলিশ আমাদের গুঁতো মারছে। আমরা মারামারি করতে শিখিনি, আমরা পড়াশোনা করে এখানে এসেছি। আমরা চাই ন্যায়বিচার।'' পাল্টা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ''আমাদের মহিলা পুলিশ এখানে রয়েছে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালান, আমরা সহযোগিতা করব।'' তবে পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, এখন আর এই আন্দোলন শুধুমাত্র নিয়োগের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নেই। এটা হয়ে উঠেছে এক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এক প্রার্থী বলেন, ''আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা চলছে। আমাদের জীবন থেমে গিয়েছে। এইভাবে দিনের পর দিন রাস্তায় বসে থাকতে হবে, তা কখনও ভাবিনি।'' রাতভর বিভিন্ন সময় স্লোগানের ধরণ বদলেছে, কখনও প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে সরকার ও প্রশাসনের দিকে, কখনও গান ও কবিতায় প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যেই কেউ কেউ চা বিলি করছেন, কেউ ব্যানার আঁকছেন, কেউ চোখে চোখ রেখে বলছেন-''এই লড়াই শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা সরব না।'' এই প্রতিবাদ কবে অবসান ঘটবে, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট-এই চাকরিহারা তাঁদের আত্মসম্মান রক্ষার লড়াই চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তাঁদের চোখে ঘুম নেই, কিন্তু সাহস আর দৃঢ়তা ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর একবার সেই পুরনো প্রশ্ন উঠে আসে-এই প্রতিভা, এই পরিশ্রম, এই লড়াই কি শুধু ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে থেমে যাবে? না কি সত্যিই জবাব দেবে প্রশাসন?

দোকানে দোকানে ‘চাঁদা’ চাইছিলেন, সুকান্তকে টেনে ভ্যানে তুলল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ হাজরা মোড়ে বিজেপির কর্মসূচি ঘিরে উত্তেজনা। পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি

সুকান্ত মজুমদার। অনুমতি নেই জানিয়ে সুকান্তদের আটকাল পুলিশ। সুকান্ত ও বিজেপির নেতা-কর্মীদের আটক করা হল। সুকান্তকে টেনে ভ্যানে তোলা হল। মঙ্গলবার বিকেলে মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য হাজরা মোড়ে দোকানে দোকানে 'চাঁদা' চাইছিলেন সুকান্ত ও বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তাঁদের হাতে ছিল 'ঘরছাড়াদের জন্য ভিক্ষাপাত্র'। রাস্তায় বিজেপির রাজ্য সভাপতিকে আটকায় পুলিশ। কেন তাঁদের আটকানো হল, তা জানতে চান কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত। পুলিশকে তিনি বলেন, ''এটা কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়। রাস্তা ব্লক করছি না। দোকানে দোকানে গিয়ে টাকা চাইছি। কোনও মিছিল করছি না।'' তবে সুকান্তর যুক্তি মানতে চায়নি পুলিশ। তারা জানিয়ে দেয়, বিনা অনুমতিতে এভাবে রাস্তা আটকাতে পারেন না তাঁরা। এটা বেআইনি জমায়েত। সুকান্তের যুক্তি না মেনে তাঁদের ভ্যানে তোলা হয়। সুকান্ত বলেন, ''পুলিশ বেআইনি কাজ করছে।'' বিজেপির মহিলা কর্মী-সমর্থকদেরও ভ্যানে তোলা হয়। মহিলা বিজেপি কর্মীরা বলেন, ''মুর্শিদাবাদের ঘরছাড়াদের জন্য আমরা শুধু চাঁদা চাইতে এসেছিলাম। পুলিশ সেটাও করতে দিল না।'' প্রসঙ্গত, ওয়াকফ আইনের বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায় গোলমাল হয়েছিল। গাড়ি-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ভাঙচুর চালানো হয়। গঙ্গা পেরিয়ে অনেকে মালদহের বৈষ্ণবনগরের একটি স্কুলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যদিও এখন সবাই বাড়ি ফিরেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, হিংসাকবলিত এলাকায় পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঘরছাড়াদের সাহায্য করার জন্য এদিন 'ভিক্ষাপাত্র' হাতে নিয়ে হাজরা মোড়ের দোকানো দোকানে 'চাঁদা' চাইতে গিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদাররা।

এখনই বৃষ্টি নয়, চার জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতা, জানাল আবহাওয়া দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ দু'দিন ধরে চলছে ভ্যাপসা গরমের দাপট। এবার দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে দিনে তাপপ্রবাহের সঙ্গে রাতেও গরম বজায় থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে তাপপ্রবাহ চলবে। কাল উত্তর বঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পচিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত তাপপ্রবাহের সতর্কতা রয়েছে। তিন জেলাতে গরমের জন্য কমলা সতর্কতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া গরম এর হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুরে। ২৫ ও ২৬ তারিখেও এই জেলাগুলোতে তাপপ্রবাহের চরম সতর্কতা জারি রয়েছে। মঙ্গল ও বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস নেই। মঙ্গলবার ২৯ ডিগ্রিতে পৌঁছে যায় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। বুধবার থেকে ৩ দিন ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে। ৪১-৪২ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে পশ্চিমাঞ্চলের পারদ। রবিবার থেকে ঝড়-বৃষ্টি হলে কমবে তাপমাত্রা, বলছেন আবহাওয়াবিদরা।

ডেরেক, দোলা সহ ১০ তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে সমন জারি, দিতে হবে হাজিরা

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিলঃ ২০২৪-এর এপ্রিলে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে তৃণমূল সাংসদ এবং দলীয় নেতৃত্ব যে অবস্থান-বিক্ষোভ করেছিল, তার জন্য ১০ সাংসদ এবং নেতার বিরুদ্ধে সমন জারি করল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। দিল্লি পুলিশের আগাম অনুমতি ছাড়া ওই বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, যে জায়গায় তৃণমূল অবস্থানে বসেছিল, সেখানে আগে থেকে নিষেধাজ্ঞা ছিল বলেও জানা গিয়েছে। ফলে, অবরোধ এবং আইন অমান্য করার অভিযোগ উঠেছে সাংসদদের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ডেরেক ও ব্রায়েন, দোলা সেন, নাদিমুল হক, সাকেত, সাগরিকা ঘোষ, সুদীপ রাহা সহ মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা পড়েছে। দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টে মামলা দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। আগামী ৩০ এপ্রিল এই সমন জারির প্রেক্ষিতে শুনানি রয়েছে। ওই দিন দলীয় সাংসদ ও নেতাদের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কাশ্মীরের পহেলগামে পর্যটকদের বেছে বেছে গুলি, জঙ্গি হানায় নিহত ২৬ জন, জখম অনেকে

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিলঃ জম্মু-কাশ্মীরের জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র পহেলগামে মঙ্গলবার ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারালেন ২৬ জন পর্যটক। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও অনেকে। সেনা হেলিকপ্টারে আহতদের উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, পহেলগামের বাইসারান উপত্যকায় হঠাৎই গুলির শব্দ শোনা যায়। পাহাড়ি এই অঞ্চলে শুধু হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছনো যায়। হামলার সময়ে জঙ্গিরা ক্যামোফ্লেজ পোশাকে ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। এটি পরিকল্পিত হামলা বলেই মনে করছেন গোয়েন্দারা। পাহেলগামের শান্তিপূর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে এমন ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। নিরাপত্তা বাহিনীর তরফে অভিযান শুরু হয়েছে জঙ্গিদের খোঁজে। উপত্যকায় আরও জোরদার করা হয়েছে নজরদারি। ঘটনার পরেই জরুরি নিরাপত্তা বৈঠক ডাকেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দিল্লিতে তাঁর বাসভবনে ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান তপন ডেকা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন, সিআরপিএফ প্রধান জ্ঞানেন্দ্র প্রতাপ সিং, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিজি নলিন প্রভাত সহ সেনার শীর্ষ আধিকারিকরা। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠকে অংশ নেন অনেকেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই হামলার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই আরও কঠোর হবে।' তিনি অমিত শাহকে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অমিত শাহ সেইমতো শ্রীনগরে পৌঁছে একটি উচ্চপর্যায়ের

নিরাপত্তা বৈঠক করবেন। জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা জানিয়েছেন, ''এই নৃশংস হামলার জবাব দিতেই হবে। দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দেওয়া হবে।'' আহতদের দ্রুত চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। এক আহত পর্যটককে পাঠানো হয়েছে জিএমসি অনন্তনাগে। হামলায় নিহতদের মধ্যে কর্ণাটকের শিবমোগা জেলার এক ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের সামনে গুলি করে হত্যা করা হয় বলে খবর। কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা একে 'অমানবিক ও ঘৃণ্য' কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''এই হামলাকারীরা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কোনও শব্দেই এদের নিন্দা যথেষ্ট নয়।'' ঘটনাটি এমন এক সময়ে ঘটেছে, যখন উপত্যকায় পর্যটন মরশুম তুঙ্গে এবং দেশজুড়ে চলছে অমরনাথ যাত্রার জন্য নাম নথিভুক্তির কাজ। এবারের যাত্রা শুরু হবে ৩ জুলাই থেকে। পাহেলগাম ও বালতাল, এই দুটি পথেই তীর্থযাত্রা হবে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই হামলাকে কাপুরুষোচিত এবং নিন্দনীয় বলে মন্তব্য করেছেন। পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন, ''কাশ্মীর ঐতিহ্যগতভাবে পর্যটকদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং এর পূর্ণাঙ্গ তদন্ত প্রয়োজন।'' এহেন পরিস্থিতিতে পর্যটকদের ওপর হামলার খবরে স্বাভাবিকভাবে চিন্তা বেড়েছে। ঘটনার পরেই চারপাশে আতঙ্ক, রক্তপাত ও হাহাকার যেন ছড়িয়ে পড়ে। এই হামলার দায় নিয়েছে 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট', যারা লস্কর-ই-তইবা-র একটি সহযোগী সংগঠন বলে পরিচিত। এটি স্পষ্টতই একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সন্ত্রাসী হামলা, যার লক্ষ্য ছিল নিরীহ পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো। জানা যাচ্ছে যে জায়গায় হামলা চালানো হয়েছিল সেখানে কোনও গাড়ি পৌঁছয় না। রাস্তা ভাল না। পহেলগাঁও থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার উঁচুতে অবস্থিত বৈসরণ ভ্যালি। মিনি সুইজারল্যান্ড নামেও পরিচিত। একপাশে রয়েছে ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলেই লুকিয়ে ছিল জঙ্গিরা। হামলাকারীদের হাতে একে-৪৭-এর মতো কোনও অস্ত্র ছিল। প্রায় ৫০-৬০ রাউন্ড গুলি চালায় তাঁরা। প্রায় ৫-১০ মিনিট গুলি চলে থাকতে পারে। স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, অনেকেই পর্যটকদের নিয়ে গিয়ে বৈসরণ ভ্যালির নিচে অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎই কিছু পর্যটকদের আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ছুটে আসতে দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন তাঁরা গুলির শব্দ শুনেছেন। এরপরেই নিচে গাড়ি ঘুরিয়ে ওই স্থান ছাড়তে শুরু করেন অনেকেই।

সৌদির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী, যোগ দেবেন একগুচ্ছ কর্মসূচিতে

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দু'দিনের সফরে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে সৌদি আরবের জেদ্দাহর উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স এবং প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সলমনের আমন্ত্রণে দু'দিনের সফরে সৌদি আরব যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।এদিন সকালে এক্স মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সৌদি আরবের জেদ্দাহর উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি, যেখানে আমি বিভিন্ন সভা এবং কর্মসূচিতে যোগ দেব। সৌদি আরবের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দেয় ভারত। গত দশকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করেছে। আমি কৌশলগত অংশীদারিত্ব কাউন্সিলের দ্বিতীয় সভায় অংশগ্রহণের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমি সেখানে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গেও মতবিনিময় করব।

দুর্গাপুরে উল্টে গেল অ্যাসিড ভর্তি ট্যাঙ্কার, পরস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনল দমকল

দুর্গাপুর, ২২ এপ্রিল ঃদুর্গাপুরে জাতীয় সড়কের ওপর উল্টে গেল অ্যাসিড ভর্তি একটি ট্যাঙ্কার। যদিও, দ্রুততার সঙ্গে পরস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী। মঙ্গলবার ভোররাতে দুর্গাপুরে জাতীয় সড়ক-১৯-এর।ওপর মুচিপাড়া ফ্লাইওভারের কাছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভর্তি একটি ট্যাঙ্কার উল্টে যায়, যার ফলে আতঙ্ক ছড়ায় এবং গ্যাসের ধোঁয়া চারিদিক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার ফলে আসানসোল এবং বর্ধমানগামী উভয় লেনে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ট্যাঙ্কারটি বিহার থেকে কলকাতা যাচ্ছিল।খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে দমকল। দ্রুততার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন দমকল কর্মীরা। দমকল অফিসার সুদীপ্ত চক্রবর্তী বলেছেন, আমরা ভোররাত তিনটে নাগাদ খবর পাই, মুচিপাড়া ফ্লাইওভারে একটি ট্যাঙ্কার উল্টে গেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমরা দেখতে পাই, ট্যাঙ্কারটিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ভর্তি ছিল এবং এলাকা ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। আমরা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছি।

ছন্দে ফিরল না রামবান, ২৪ ও ২৫ এপ্রিল ফের ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস

জম্মু, ২২ এপ্রিল ঃ আবহাওয়ার খানিকটা উন্নতি হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। আগামী ২৪ ঘণ্টা মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এরইমধ্যে এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরল না রামবান। গত ২০ এপ্রিল প্রবল বৃষ্টির জেরে বেশ কয়েকটি স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে, ভুস্থূলনে যানবাহন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। নানা স্থানে মাটির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে গাড়ি। আকস্মিক বন্যায় ৩৭টি বাড়ি ও একটি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশাল সম্পত্তির ক্ষতি হযেছে, তবে কোনও প্রাণহানি হয়নি। বেশ কিছু গবাদি পশুও নিখোঁজ রয়েছে।

এমতাবস্থায় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত সাধারণত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। এরপর ২৪ থেকে ২৫ এপ্রিল বিকেলে বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাত, ঝড়ো হাওয়া এবং শিলাবৃষ্টি-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে প্রধানত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। ২৪ ও ২৫ এপ্রিল বিকেলে হালকা বৃষ্টি ছাড়া এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। কৃষকরা আপাতত কৃষিকাজ পুনরায় শুরু করতে পারবেন।

এক দেশ-এক নির্বাচন বিলটি রূপান্তরকামী, দূরদর্শী ও ঐতিহাসিকঃঅনুরাগ ঠাকুর

শ্রীনগর, ২২ এপ্রিল ঃ এক দেশ-এক নির্বাচনের পক্ষে সওয়াল করলেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর কথায়, এক দেশ-এক নির্বাচন বিলটি রূপান্তরকামী, দূরদর্শী ও ঐতিহাসিক। মঙ্গলবার শ্রীনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, এক দেশ, এক নির্বাচন বিলটি রূপান্তরকামী, দূরদর্শী ও ঐতিহাসিক। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সরকার সংস্কার, কর্মক্ষমতা এবং পরিবর্তনে বিশ্বাস করে। এখন যদি দেশ এত দ্রুত গতিতে উন্নয়নশীল হয়, তবে তা কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগ এবং তাঁর সরকারের কাজের কারণেই সম্ভব হয়েছে। অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, এক দেশ-এক নির্বাচনও এই দিকেই পদক্ষেপ। দেশে যদি বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে সময় সাশ্রয় হবে, অর্থ সাশ্রয় হবে এবং নির্বাচনী আচরণবিধি কম সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে। দেশের লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। যদি 'এক দেশ, এক নির্বাচন' হয়, তাহলে তা জাতীয় স্বার্থে হবে এবং এটি দেশের জন্য উপকারী হবে।

দেশের সমস্ত ন্যায়বিচারপ্রেমী মানুষ ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধেঃইয়াসিন আলী উসমানী

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ শুধুমাত্র মুসলিমরা নন, দেশের সমস্ত ন্যায়বিচারপ্রেমী মানুষ ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে। এমনটাই দাবি করলেন অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আলী উসমানী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কিছু মুসলিম সংগঠনের বৈঠক সম্পর্কে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আলী উসমানী বলেছেন, বৈঠক করা এক বিষয়, আর সংশোধনী বিলকে সমর্থন করা আরেক বিষয়। আমি জানি না কোন সংগঠনগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে দেখা করেছে এবং এই বিলকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছে। যে কেউ গিয়ে কারও সঙ্গে দেখা করতে পারে। এই মুহূর্তে, কেবল মুসলিমরা নয়, দেশের সমস্ত সংখ্যালঘু ও ন্যায়বিচারপ্রেমী মানুষ, এই বিলের (ওয়াকফ সংশোধনী) বিরুদ্ধে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে।অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড-এর উদ্যোগে আয়োজিত এদিনের 'ওয়াকফ বাঁচাও সংবিধান বাঁচাও' অনুষ্ঠানে যোগ দেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। এদিন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সভাপতি মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি বলেছেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিরুদ্ধে কথা বলা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। একজন শিক্ষিত রাজনৈতিক ব্যক্তির এই ধরনের মন্তব্য হতাশাজনক।

বিশ্বের মধ্যে ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি জমি রয়েছেঃকিরেন রিজিজু

মুম্বই, ২২ এপ্রিল ঃবিশ্বের মধ্যে ভারতে ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে সবচেয়ে বেশি জমি রয়েছে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। মঙ্গলবার মুম্বইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেছেন, ভারত একটি বৃহৎ দেশ এবং এই দেশের প্রতিটি ইঞ্চি জমি সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত। এতে কোনও বিরোধ থাকা উচিত নয়। ওয়াকফ সম্পত্তি হিসেবে ভারতেই বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জমি রয়েছে।কিরেন রিজিজু আরও বলেছেন, রতে ৯ লক্ষ ৭২ হাজারেরও বেশি ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, কিন্তু দরিদ্র মুসলমানদের জন্য তা ব্যবহার করা হচ্ছে না। এর অপব্যবহার, সম্পত্তি দখল করে লুটপাট, উদ্বেগের বিষয়। তাই যখন আমরা ভূমি বিল সংশোধন করেছি, তখন আমাদের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মুসলমানদের উপকার করা এবং সম্পত্তির লুটপাট ও অপব্যবহার বন্ধ করা উচিত বলে মনে করেন তিনি। কারন আমরা ভূমি বিল সংশোধন করেছি, তখন আমাদের দু'টি প্রধান উদ্দেশ্য হল দরিদ্র মুসলমানদের উপকার করা ঠিক নয় বলে তিনি জানান।

সপ্তদশ সিভিল সার্ভিসেস দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃমন্ত্রিসভায় আমার সহযোগী ডঃ জিতেঃদ্র সিং জি, শক্তিঃকান্ত দাস জি, ডঃ সোমনাথন জি, অন্য পদস্থ আধিকারিকগণ, সমগ্র দেশ থেকে যুক্ত হওয়া সিভিল সার্ভিসেস-এর সকল বন্ধুগণ, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহোদয়াগণ !বন্ধুগণ,আপনাদের সকলকে সিভিল সার্ভিসেস দিবস উপলক্ষ্যে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ! এ বছরের সিভিল সার্ভিস দিবস নানা কারণে বিশেষ গুরুত্বপুণ। এ বছর আমরা আমাদের সংবিধানের ৭৫-তম বর্ষ পালন করছি এবং এটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল জির ১৫০-তম জন্মবর্ষও। ১৯৪৭ সালের ২১ এপ্রিল সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আপনাদের সকলকে স্টিল ফ্রেম অফ ইন্ডিয়া বা ভারতের ইস্পাত কাঠামো বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি স্বাধীন ভারতে আমলাতন্ত্রকে নতুন মর্যাদা দিয়েছিলেন। একজন সিভিল সার্ভেন্ট দেশের সেবাকে তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করেন। গণতান্ত্রিকভাবে প্রশাসন চালনা করেন তিনি। সততার সঙ্গে, অনুশাসনের সঙ্গে এবং সমপর্ণে পূর্ণ হয়ে কাজে নিয়োজিত থাকেন তিনি। দেশের লক্ষ্য পূরণের জন্য দিন-রাত কাজ করেন একজন সিভিল সার্ভেন্ট। বর্তমানে আমরা বিকশিত ভারত গড়ে তোলার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছি। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের বক্তব্য আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি আজ সর্দার সাহেবের চিন্তা-ভাবনাকে প্রণাম জানাই ও তাঁর স্মৃতিকে সশ্রদ্ধ সম্মান জানাই।বন্ধুগণ,কিছুদিন আগে আমি লালকেল্লা থেকে বলেছিলাম যে, বর্তমান ভারত আগামী এক হাজার বছরের ভিত মজবুত করছে। একভাবে দেখতে গেলে এক হাজার বছরের সময়সীমার মধ্যে ২৫ বছর পেরিয়ে গেছে। নতুন শতাব্দীর ২৫-তম বছর এটি। আমরা আজ যে নীতির সঙ্গে কাজ করছি, যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি, সেগুলি এক হাজার বছরের ভবিষ্য স্থির করবে। আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যথার্থ হিকেন চক্রেন ন রথস্য গতির্ভবেত্। এবং পুরষকারেন বিনা দেবম ন সিদ্ধতে। অর্থাৎ, একটি চাকার সঙ্গে যেমন রথ চলতে পারে না, তেমনই কোনো পরিশ্রম ছাড়া কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে সফলতা পাওয়াও সম্ভব নয়। বিকশিত ভারত গড়তে আমাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য সকল চাকাকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে প্রতিদিন আমরা এই লক্ষ্য পূরণের জন্যই কাজ করবো। লক্ষ্য অর্জনের জন্যই আমাদের জীবন ধারণ করতে হবে। জীবন অতিবাহিত করতে হবে।বন্ধুগণ,সমগ্র বিশ্ব দ্রুত গতির সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। নিজেদের পরিবারেও আপনারা দেখে থাকবেন যে যদি পরিবারে ১০-১৫ বছরের কোনো ছেলে বা মেয়ে থাকে তার সঙ্গে কথা বলে দেখা যায় যে আপনারা পিছিয়ে রয়েছেন। এটি এইজন্য হয় যে সময় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বদলে যাচ্ছে। প্রতি ২-৩ বছরে দেখতে পাবেন বিভিন্ন গ্যাজেট কীভাবে বদলে যাচ্ছে। কিছু বুঝবেন, শিখবেন, তার আগেই নতুন জিনিস চলে আসছে। আমাদের ছোট ছোট বাচ্চারা এই দ্রুত গতির পরিবর্তনের সঙ্গে বড় হচ্ছে। আমাদের আমলাতন্ত্র, আমাদের কাজকর্ম, আমাদের নীতি নির্ধারণও পুরনো ধাঁচে চলতে পারে না। এজন্য ২০১৪ সালের পর থেকে দেশে সামগ্রিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। আমরা এই দ্রুত গতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি। বর্তমান ভারত, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সমাজ, ভারতে যুবা, ভারতের কৃষক, ভারতের মহিলা এবং তাঁদের স্বপ্নের উড়ানকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছে তা সত্যই অভূতপূর্ব। এই অভূতপূর্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিশেষ গতির প্রয়োজন। আগামী কয়েক বছরে ভারত নানা বড় বড় পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে। শক্তি নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত লক্ষ্য, স্বচ্ছ শক্তির সঙ্গে যুক্ত লক্ষ্য, ক্রীড়া জগৎ, মহাকাশ জগৎ সবকিছু নিয়েই আমাদের অনেক লক্ষ্য রয়েছে। সব ক্ষেত্রেই দেশকে নতুন নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিতে হবে। আমি যখন এসব কথা বলি তখন এবং দেশ যখন এ বিষয়ে চিন্তা করে সেই সময় সকলের নজর আপনাদের ওপর থাকে। আপনারা সকলেই আমাদের ভরসা। আপনাদের ওপরেই রয়েছে বড় দায়িত্ব। আপনাদের দ্রুত ভারতকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশে পরিণত করতে হবে। এ কাজে যেন দেরি না হয়, তা আপনাদেরই নিশ্চিত করতে হবে।বন্ধুগণ,আমার অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে যে এবারের সিভিল সার্ভিস দিবসের মূল ভাবনা ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন স্থির করা হয়েছে। এ কেবল ভাবনা নয়, আমাদের প্রতিশ্রুতি। দেশের জনগণের প্রতি আমাদের এই প্রতিশ্রুতি রইল যে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটানো হবে। অর্থা কোনো গ্রাম পিছিয়ে থাকবে না, কোনো পরিবার পিছিয়ে থাকবে না, কোনো নাগরিকও পিছিয়ে থাকবেন না। সত্যিকারের উন্নয়নের অর্থ ছোট ছোট পরিবর্তন নয়, বরং বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিবর্তনকেই বোঝায়। প্রতি বাড়িতে স্বচ্ছ পানীয় জল, প্রতি শিশুর গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষা, সব উদ্যোগপতির আর্থিক সুবিধা এবং সব গ্রামে ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধা পৌঁছে দিতে পারলেই সামগ্রিক উন্নয়ন হবে বলে আমি মনে করি। সুশাসনের অর্থ কেবল প্রকল্প তৈরি করা ও চালু করা নয়। সরকারের গুণগত মান নির্ধারণ হয় প্রকল্প কতটা গভীরে পৌঁছে দেওয়া গেছে তার ওপর নির্ভর করে। যেকোন প্রকল্পের বাস্তব অর্থ কতটা প্রভাব ফেলতে পারল, তার ওপরই নির্ভর করে যথার্থ উন্নয়ন। বর্তমানে রাজকোট হোক বা গোমতি কিংবা তিনশুকিয়া বা কোরাপুট সব ধরনের জেলাতেই আমরা সরকারের বিভিন্ন নীতির সদর্থক প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা থেকে শুরু করে সৌর বিদ্যুৎ পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে উন্নয়ন হচ্ছে। অনেক জেলা এইসব লক্ষ্য পূরণে ভালো কাজ করেছে এবং এর মধ্যে কয়েকটি জেলাকে পুরস্কৃতও করা হয়েছে। আমি পুরস্কারপ্রাপ্ত সব জেলা এবং প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত সকলকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই।বন্ধুগণ,বিগত ১০ বছরে ভারতে এক সামগ্রিক পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে ভারতে শাসন ব্যবস্থা মডেল হিসেবে মনে করা হয়। পরবর্তী প্রজন্ম সংস্কারের দিকে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছে। আমরা প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সরকার ও দেশের জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনছি। এর প্রভাব গ্রামীণ এবং শহর এলাকার পাশাপাশি দূরদূরান্তের এলাকাতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আপনাদের সঙ্গে আমি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জেলা নিয়ে অনেকবার আলোচনা করেছি। কিন্তু জানেন, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্লকগুলির সাফল্যও কিন্তু ততটাই উজ্জ্বল। আপনারা জানেন হয়তো এই কর্মসূচি ২ বছর আগে ২০২৩-এর জানুয়ারি মাসে চালু করা হয়েছিল। মাত্র ২ বছরেই ব্লকগুলিতে যে পরিবর্তন এসেছে তা অভূতপূর্ব। এই ব্লকগুলির স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন এবং মূল পরিকাঠামো সহ বিভিন্ন মান অত্যন্ত বেড়েছে। কিছু কিছু এলাকায় রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের থেকেও বেশি অগ্রগতি হয়েছে। রাজস্থানে টোক জেলার পিপলু ব্লকে ২ বছর আগে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে বাচ্চাদের উপস্থিতি কেবলমাত্র ২০ শতাংশ ছিল। বর্তমানে তা ৯৯ শতাংশেরও বেশি। বিহারের ভাগলপুরের জগদীশপুর ব্লকে প্রথম ত্রৈমাসিকে গর্ভবতী মহিলাদের নাম নথিভুক্ত করানোর হার কেবলমাত্র ২৫ শতাংশ ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে ৯০ শতাংশের বেশি হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে মারবা ব্লকে বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে উপস্থিতির সংখ্যা ১০০ শতাংশ হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের গুরডি ব্লকে নল বাহিত জলের সংযোগের হার ছিল ১৮ শতাংশ। বর্তমানে তা বেড়ে ১০০ শতাংশ হয়েছে। আমি যা বললাম তা কেবল সংখ্যাভিত্তিক তথ্য নয়। এ হল একেবারে শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের সংকল্পের পরিচয়। এ থেকে লক্ষ্য করা যায় যে যথাযথ পরিকল্পনা ও রূপায়ণ হলে দূর দূরান্তের কোনো স্থানই উন্নয়ন থেকে পিছিয়ে থাকবে না।বন্ধুগণ,বিগত ১০ বছরে ভারত বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে দেখিয়েছে। ৬০টির বেশি শহরে ২০০-র বেশি বৈঠক জি২০-র ইতিহাসে প্রথমবার হয়েছে। জন অংশীদারিত্বের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ভারত অন্যান্য দেশ থেকে ১০-১১ বছর এগিয়ে রয়েছে। বিগত ১১ বছরে আমরা ধীরে ধীরে কাজ করে এই ব্যবস্থাকে শেষ করার চেষ্টা করেছি। আমরা নতুন প্রক্রিয়া তৈরি করছি যেখানে প্রযুক্তির মাধ্যমে কাজ করার সময় কমানো হচ্ছে। বাণিজ্যের সরলীকরণের মাধ্যমে আমরা ৪০ হাজারের বেশি অভিযোগকে দূর করেছি। আমার মনে আছে, আমরা যখন অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কাজ করছিলাম, তখন বাণিজ্যের সময় কিছু ভুল-ভ্রান্তির জন্য নানা অভিযোগ আসছিল। কিন্তু আমরা তারও নিষ্পত্তি করেছি। অনেকেই বলেন, এখনও পর্যন্ত হয়নি, আপনারা কী করে করছেন? যা চলছে তাই চলতে দিন। আপনাদের কী আসে যায়। অভিযোগ করতে দিন। আপনারা কেন নিজেদের কাজ বাড়াচ্ছেন? চারদিক থেকে এ ধরণের নানা কথা শোনা গেলেও আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে স্থির ছিলাম। আমরা যখন নতুন কিছু করবো, তখনই আলাদা ফলাফল পাবো। একথা মাথায় রেখেই কাজ চলেছে। আর এই চিন্তা-ভাবনার জন্যই বর্তমানে আমাদের বাণিজ্যে ব্যাঙ্কিং-এ অনেকটা উন্নতি হয়েছে। আমরা রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে লাল ফিতের ফাঁস মুক্ত করেছি। আপনারা রাজ্য, জেলা ও ব্লক স্তরে নিজেদের লক্ষ্য পূরণ করতে পারছেন।বন্ধুগণ,বিগত ১০-১১ বছরে দেশের যে সাফল্য, তা বিকশিত ভারতের ভিতকে মজবুত করেছে। বর্তমানে দেশ এই মজবুত ভিতের ওপর নির্ভর করেই বিকশিত ভারত নির্মাণ করবে। নির্মাণকাজের এই প্রক্রিয়ায় আমাদের সামনে নানা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার দেশ হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় প্রাথমিক সুবিধাগুলি সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের প্রথম লক্ষ্য। একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত উন্নয়ন পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনগণের প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা দুই-ই দ্রুত গতিতে বদলে যাচ্ছে। এখন সিভিল সার্ভিসকে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। তাহলেই যথাযথ কাজ করা সম্ভব হবে। আমাদের নিজেদের জন্য নতুন নতুন লক্ষ্য তৈরি করতে হবে এবং তা পূরণ করতে হবে। সফলতার জন্য সবচেয়ে বড় কথা হল নিজেকে চ্যালেঞ্জ করা। কাল যা পেয়েছি তাতে সন্তুষ্ট না থেকে কালকের কাজ আমাদের আজকের চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠুক। বর্তমানে পূর্বপর্তী সরকারের সঙ্গে তুলনা করে আমরা নিজেদের কাজ, নিজেদের ফলাফল স্থির করতে পারবো না। আমার আগে এই জেলায় অমুক ভাই ছিল। তিনি এতটা করেছিলেন। আমি এতটা করে দিয়েছি। না, এখন আমরা নিজেরা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করবো। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্য থেকে আমরা কতটা দূরে রয়েছি বলুন তো? আমরা কত দূরেই বা পৌঁছেছি? এই হিসেব নিকেশের সময় শেষ হয়েছে। এখন সময় হল আমরা যেখানে রয়েছি, সেখান থেকে যেখানে পৌঁছতে চাই, তার মধ্যে দূরত্ব কতটা তা নির্ণয় করা। এবং সেই দূরত্ব অতিক্রমের জন্য পথদিশা তৈরি করা। ২০৪৭ সালের মধ্যে কীভাবে আমরা আমাদের অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছবো, সেটাই আমাদের স্বপ্ন, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।আমাদের সব ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে আমরা যে লক্ষ্য স্থির করেছি, তা পূরণের জন্য আমাদের বর্তমান গতি যথাযথ কি না। যদি তা না হয়, তবে আমাদের কাজের গতি বাড়াতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমানে যে প্রযুক্তি আমাদের কাছে রয়েছে তা আগে ছিল না। আমাদের প্রযুক্তির সাহায্যে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। ১০ বছরে আমরা ৪ কোটির বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করেছি। কিন্তু এখনও ৩ কোটি নতুন বাড়ি তৈরি করার লক্ষ্য আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা ৫-৬ বছরে ১২ কোটির বেশি গ্রামীণ বাড়িতে নল বাহিত জল পৌঁছে দিয়েছি। এখন আমাদের দ্রুত থেকে দ্রুততার সঙ্গে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নল বাহিত জল পৌঁছে দিতে হবে। ১০ বছরে আমরা দরিদ্রদের জন্য ১১ কোটির বেশি শৌচালয় তৈরি করেছি। বর্তমানে আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত লক্ষ্যে দ্রুত পৌঁছতে হবে। কেউ ভাবতেও পারেনি যে কোটি কোটি দরিদ্র মানুষকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিসা প্রদান করা হবে। বর্তমানে আমাদের দেশের জনগণের পুষ্টি নিয়ে নতুন সংকল্প স্থির করা হয়েছে। দ্রুত কাজের মাধ্যমে তা পূরণ করতে হবে। ১০০ শতাংশ প্রভাব এই লক্ষ্যে কাজ করেই

যে কোনও গণতন্ত্রের জন্য, প্রতিটি নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছেঃউপ-রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিলঃ যে কোনও গণতন্ত্রের জন্য, প্রতিটি নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, এই অভিমত পোষণ করলেন উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। উপরাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমার কাছে এটা অকল্পনীয়ভাবে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হচ্ছে যে, সম্প্রতি কেউ কেউ মনে করছেন যে সাংবিধানিক পদগুলি আনুষ্ঠানিক অথবা অলংকারিক হতে পারে। এই দেশের প্রত্যেকের ভূমিকা, সাংবিধানিক কর্মচারী অথবা নাগরিকের ভূমিকা সম্পর্কে ভুল ধারণা থেকে দূরে থাকা যায় না।উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় মঙ্গলবার দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে 'কর্তব্যম'-এ প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন। উপ-রাষ্ট্রপতি আরও বলেছেন, আমার মতে, একজন নাগরিক সর্বোচ্চ কারণ একটি দেশ এবং গণতন্ত্র নাগরিকদের দ্বারা নির্মিত। তাদের প্রত্যেকেরই একটি ভূমিকা রয়েছে। গণতন্ত্রের আত্মা প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে বাস করে এবং স্পন্দিত হয়। গণতন্ত্র প্রস্ফুটিত হবে, এর মূল্যবোধ আরও বৃদ্ধি পাবে যখন নাগরিক সতর্ক থাকবে, নাগরিক অবদান রাখবে এবং নাগরিক যা অবদান রাখবে তার কোনও বিকল্প নেই।

দিল্লিতে ''দেবী'' প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা পিছিয়ে গেল, শীঘ্রই ঘোষণা নতুন তারিখ

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ রাজধানী দিল্লিতে দেবী প্রকল্পের আওতায় বৈদ্যুতিক বাসের সূচনা পিছিয়ে গেল, মঙ্গলবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শীঘ্রই ঘোষণা হবে নতুন তারিখ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা টুইট করেছেন, প্রিয় দিল্লিবাসী, পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে ভারত সরকার ঘোষিত রাষ্ট্রীয় শোকের কারণে, দেবী প্রকল্পের অধীনে বৈদ্যুতিক বাস পরিষেবার সূচনা স্থগিত করা হয়েছে। শীঘ্রই নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে।উল্লেখ্য, পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে ভারতে ৩ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। ২২ এপ্রিল ও ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

রামবানে ভূমিধসে ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে ওমর আবদুল্লাহ

জম্মু, ২২ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার টানা তৃতীয় দিনের মতো জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে। গত ২০ এপ্রিল প্রবল বৃষ্টির জেরে রামবানের বেশ কয়েকটি স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। যানবাহন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। নানা স্থানে মাটির নীচে চাপা পড়ে রয়েছে গাড়ি। আকস্মিক বন্যায় ৩৭টি বাড়ি ও একটি মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিশাল সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে, তবে কোনও প্রাণহানি হয়নি।ভূমিধসে ক্ষয়ক্ষতি এবং উদ্ধারের কাজ পরিদর্শন করতে মঙ্গলবার রামবানে পৌঁছন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি বলেন, আমাদের ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করতে হবে। আমাদের আপাতত দায়িত্ব হল জাতীয় সড়কটি মেরামত করা। প্রয়োজন মতো যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বংসাবশেষ সরানো হচ্ছে, কোথাও তা শ্রমিকরা করছেন। আমি ডিসিকে অনুরোধ করেছি আশেপাশের এলাকা থেকে শ্রমিকদের নিয়ে এসে দ্রুত জাতীয় সড়কটি মেরামতের ব্যবস্থা করা।

পোপের প্রয়াণে দুদিনের রাষ্ট্রীয় শোক মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ২২ এপ্রিলঃ পোপ ফ্রান্সিসের প্রয়াণে রাজ্যে রাষ্ট্রীয় শোকের কথা ঘোষণা করল মধ্যপ্রদেশ সরকার। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশ সরকারের তরফে এই কথা জানানো হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দুদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২২ এপ্রিল (মঙ্গলবার) এবং ২৩ এপ্রিল (বুধবার) দুই দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। এছাড়াও, শেষকৃত্যের দিন একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হবে। রাষ্ট্রীয় শোক চলাকালীন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে রাজ্যে।উল্লেখ্য, সোমবার প্রয়াত হয়েছেন পোপ ফ্রান্সিস। সোমবার ভ্যাটিকানের তরফে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুর কথা জানানো হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রধান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। পোপ ফ্রান্সিস ইস্টার সোমবার (২১ এপ্রিল) ৮৮ বছর বয়সে ভ্যাটিকানের কাসা সান্তা মার্টায় তাঁর বাসভবনে মারা গিয়েছেন। ভ্যাটিক্যানের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সোমবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে (স্থানীয় সময় অনুসারে) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি।

ঘেরাও এসএসসি ভবন, ভিতরে আটকে চেয়ারম্যান-সহ অন্যান্য কর্মীরা

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ এসএসসি ভবনের বাইরে রাতভর অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন বিক্ষোভকারী চাকরিহারা শিক্ষকেরা। এসএসসি ভবন ঘেরাও করে রেখেছেন তাঁরা। কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার-সহ অন্য আধিকারিকেরা এখনও এসএসসি ভবনের (আচার্য সদন) ভিতরেই রয়েছেন। আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণ না-করলে কমিশনের চেয়ারম্যানকে দফতর থেকে বেরোতে দেবেন না তাঁরা।সোমবার গভীর রাতে আন্দোলনকারীরা জানান, যোগ্য-অযোগ্যের তালিকা না পেলে তাঁদের আন্দোলন চলবে। এই আন্দোলনে চাকরিহারা শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে এসেছেন অনিকেত মাহাতো-সহ ' ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর্স ফ্রন্ট '-এর প্রতিনিধিরাও। মঙ্গলবার সকালে আচার্য সদনের ভিতরে আটকে থাকা এসএসসি চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, বর্তমানে বাইরে থেকে আসা বহু আন্দোলনকারীরাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন।

দিল্লির শাহাদারায় যুবককে কুপিয়ে খুন

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ রাজধানী দিল্লিতে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হল এক যুবককে। নিহত যুবকের নাম, সজন (২২)। সোমবার রাতে জগপুরীর নিউ রশিদ মার্কেটের গণেশ পার্কের ভিতরে ২২ বছর বয়সী ওই যুবককে কুপিয়ে খুন করা হয়। রাত ১০.৩৯ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে পুলিশ, পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে রক্তাক্ত অবস্থা ওই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু, যুবককে প্রাণে বাঁচানো হয়নি। দুস্কৃতীদের চিহ্নিত করতে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।শাহদারার ডিসিপি প্রশান্ত গৌতম বলেছেন, জগপুরীতে একটি ঘটনার বিষয়ে আমরা রাত ১০ঃ৩৯ মিনিটে একটি ফোন পাই। যে ফোন করেছিল সে জানায়, ২০-২২ বছর বয়সী এক যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আমাদের দল তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। আরও তদন্ত চলছে।

জাসপ্রিত বুমরাহ, স্মৃতি মান্ধানা শীর্ষ উইজডেন পুরস্কার জিতলেন

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ উইজডেন ক্রিকেটার্স অ্যালম্যানাকের সর্বশেষ সংস্করণে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিকেটারদের মুকুট জিতলেন ভারতের জসপ্রিত বুমরাহ এবং স্মৃতি মান্ধানা। ২০২৪ সালে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পর পুরুষ বিভাগে বুমরাহ এই সম্মান জিতলেন। আর ২০২৪ সালে ৫ টি সেঞ্চুরির পর একটি অসাধারণ সাফল্যের বছর গেছে ভারতীয় মহিলা দলের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানার।উল্লেখ্য, গত বছর মান্ধানা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে তাদের প্রথম মহিলা প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা এনে দিয়েছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যান নিকোলাস পুরানকে 'বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় টি-২০ খেলোয়াড়' হিসেবে মনোনীত করেছে উইজডেন। আর ইংল্যান্ডের গাস অ্যাটকিনসন, জেমি স্মিথ এবং সোফি একলেস্টোনকে উইজডেনের ৫ 'বর্ষসেরা ক্রিকেটার'-এর তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে, লিয়াম ডসন এবং ড্যান ওরালের সঙ্গে। ক্রিকেটের বাইবেল নামে পরিচিত দ্য অ্যালম্যানাক, ১৮৬৪ সাল থেকে প্রতি বছর এই পুরস্কার দিয়ে আসছে।

সুখবর, ৩০ জুন থেকে উত্তরাখণ্ড রুটে শুরু হবে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা

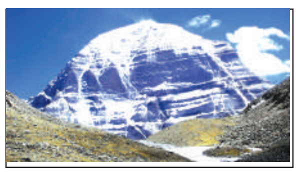

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে গত চার বছর স্থগিত থাকার পর আগামী ৩০ জুন কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা পুনরায় শুরু হতে চলেছে। এই তীর্থযাত্রা উত্তরাখণ্ড রুট দিয়ে শুরু হবে। উত্তরাখণ্ড সরকার ও বিদেশ মন্ত্রকের যৌথ তত্ত্বাবধানে এই যাত্রা আয়োজন করা হবে। কুমায়ুন মণ্ডল বিকাশ নিগম-কে তীর্থযাত্রা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।এই যাত্রা দিল্লি থেকে শুরু হয়ে পিথোরাগড় জেলার লিপুলেখ পাস দিয়ে চিনে প্রবেশ করবে। মোট ২৫০ জন তীর্থযাত্রী এই আধ্যাত্মিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং শারীরিকভাবে কঠোর ২২ দিনের যাত্রায় অংশগ্রহণ করবেন। তীর্থযাত্রীদের পাঁচটি দলে ভাগ করা হয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে ৫০ জন তীর্থযাত্রী থাকবেন। প্রথম দলটি ১০ জুলাই চিনে প্রবেশ করবে এবং শেষ দলটি ২২ আগস্ট ফিরে আসবে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৯বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ,বুধবার, ইংরেজীঃ২৩এপ্রিল ২০২৫, ৫৩৯ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৮ বৈশাখ, চান্দ্র ৩০ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৭ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৬বৈশাখ ১৯৪৭, মৈতৈঃ৩০ লমতা, আসামঃ ১৫ চ'ত, মুসলিমঃ২৯-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৩৪ঃ২৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৪৮ঃ১১।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৩ঃ৪১(৩০) এবং অস্ত বিকাল ০৬ঃ৫৫ঃ১৮(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅমাবশ্যা (পূর্ণা) বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং ২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃউত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ ০৮ঃ২১ঃ৪৩ দং ৩৬৫৮২.৫ পর্যন্ত পরে রেবতী করণঃনাগ বিকাল ঘ ০৫ঃ০৫ঃ০৯ দং২৮৪৬৩৭.৫ পর্যন্ত পরে কিস্তুগ্ন যোগঃব্রহ্ম রাত্রিঃ১১ঃ ১২ঃ৪৩ দং ৪৪৫৩২.৫ পর্যন্ত পরে ইন্দ্র অমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩৯ঃ০৫ থেকে - ১২ঃ৫৪ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ০৯ঃ৩১ থেকে - ১০ঃ ৩০ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ ৫৬ থেকে - ০১ঃ৩৯ঃ০৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ২৬ঃ১০ থেকে - ০৪ঃ ০০ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ২৩ঃ২৫ থেকে - ০৭ঃ১২ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৬ঃ৩৫ঃ২১ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ০৬ থেকে - ০২ঃ৪৪ঃ৫০ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ থেকে - ০৭ঃ ০৬ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১৬ঃ ৩৩ থেকে - ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ৪৮ঃ১৭ থেকে - ০৭ঃ১৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ০৬ঃ১৩ থেকে - ০৫ঃ৩৪ঃ৩০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ১১১৫৯১৩ (২৬) ৪ পদচন্দ্রঃ ১১২০৫৬২৩ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ২২৬৫৭৪৭ (৭) ৩ পদবুধঃ ১১৩২৪৪৮ (২৬) ১ পদ বৃহস্পতিঃ১২১৪১৫২ (৪) ৪ পদ শুক্রঃ১০২৭৩৯১৫ (২৫) ৩ পদ শনিঃ১০২৭২১১১ (২৫) ৩ পদ রাহুঃ১১৪৫৫১৯ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৪৫৫১৯ (১২) ৩ পদবুধ বক্রি শুক্র বক্রি।লগ্নঃমীন রাশি সকাল

আবহাওয়া

ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে নাস্তানাবুদ বঙ্গের দক্ষিণ প্রান্ত, উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪-৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৩ দিন তাপমাত্রায় বিশেষ কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ধাপে ধাপে ৩-৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।ঝড়-বৃষ্টির আবহ কেটে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই বা।তে শুরু করেছে তাপমাত্রা, উত্তরবঙ্গের সমতলের জেলাগুলিতেও বাড়ছে গরম। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৯ ডিগ্রি বেশি। আগামী কয়েকদিন আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বজায় থাকবে বলে মনে করছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা।জোয়ার-সকাল ১২ টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল১০ টা৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৪মনিট। সূর্যঃউদয় হবেঃ সকাল ৫টা ১৫মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৫৬মিনিটে।

রেল বিকাশ নিগমের মালবাহী ট্রাক ধাক্কা মেরে পৌরসভার প্রাচীর সহ শহীদবেদী ক্ষতিগ্রস্থ করলো

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২২ এপ্রিল ঃ সোমবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার অফিসের প্রাচীরে রেল বিকাশ নিগমের একটা বড় ট্রলার গানি কুলতলি থেকে মথুরাপুর যাবার পথে জয়নগর থানার মোড়ে এই দূর্ঘটনাটি ঘটে। তবে হতাহতের কোনো খবর নেই। প্রত্যক্ষদর্শী দের মতে গাড়িটি ঘোরানোর সময় রাস্তার উপরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসের সামনে পানীয় জলের কলের পাইপ রাস্তার ওপরেতে স্তুপাকারে জমা করা ছিল আর রেলওয়ে বিকাশ নিগমের খালাসি বিহীন ছিল এই গাড়িটি ঘোরানোর সময় অসাবধানবশত পৌরসভার প্রাচিরের দুটি পিলারসহ শহীদ বেদী ক্ষতিগ্রস্ত করে। সঙ্গে সঙ্গে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে থাকা জয়নগর থানার পুলিশ ও পৌরসভার পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষদের সহায়তায় গাড়িটিকে আটক করা হয়।হেলপার বিহীন গাড়ি শুধুমাত্র চালক দিয়ে এই ভাবে রোডে চলাচল করলে বড়সড় দুর্ঘটনা যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে।আর জয়নগর থানার মোড়ে এই ঘটনা, পূর্বেও ঘটেছে তাই এদিকে একটু প্রশাসনিক নজর পড়লে ভালো হয় বলে মনে করছে স্থানীয় মানুষজন। দুর্ঘটনা গ্রস্থ গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে এই ভাবে রাস্তার ওপরে পানীয় জলের পাইপ স্তুপাকার করে রাখা হলো কেন তার দায়ভার কে নেবে। এ ব্যাপারে পৌরসভা থেকে জানানো হয়, উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিলে গাড়িটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।আর পৌরসভার পাঁচির আগে যেরকম ছিল সেরকম অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ির মালিককে ।

নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে মার্শাল আর্টসের দিকে আগ্রহ বাড়ছে মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২২ এপ্রিল ঃ বর্তমানে নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেদের করতে হবে।আর রাস্তাঘাটে মহিলারা নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে নিজেরাই মার্শাল আর্টসের প্রশিক্ষন নিচ্ছেন এখন।আত্মরক্ষার স্বার্থে উসু খেলায় উৎসাহ মহিলাদের । ছোট থেকে বড় বিভিন্ন বয়সের মহিলারাই ক্রমশ আগ্রহ দেখাচ্ছেন মার্সাল আর্টসের এই পদ্ধতি করায়ত্ত করার জন্য।আর গড়িয়াতে শুরু হয়েছে গড়িয়া উসু কুং-ফু অ্যাকাডেমি। যেখানে কর্মরতা মহিলা থেকে আরম্ভ করে প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী অনেকেই ভর্তি হয়েছেন ।এই অ্যাকাডেমির এক প্রশিক্ষক জানান,এটি একটি চাইনিজ মার্সাল আর্ট । এই অ্যাকোডেমিতে মুলত খেলা শেখানো হয়। এশিয়ান গেমস, ন্যাশনাল গেমস এবং ওলিম্পিকে ও এই খেলা রয়েছে বলে জানান তিনি । বাংলাতে এই খেলা ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে । অনেকেই নানান প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে পুরস্কার ও জিতেছেন । প্রথমে দু-একজন উসাহ দেখালে ও

কয়েকমাসেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৫ । বিভিন্ন স্কুলে গিয়েও ট্রেনিং দেওয়া হয় বলে জানিয়েছেন তিনি।এ প্রসঙ্গে বেসরকারি হাসপাতালের এক নার্স বলেন, মাঝেমধ্যেই রাস্তাঘাটে তাদের একাই যাতায়াত করতে হয় । এমনকি রাতে ও ডিউটি করতে হয় । এক্ষেত্রে আত্মরক্ষার স্বার্থে এই ধরণের খেলা শেখাটা খুবই জরুরী । আরেক শিক্ষার্থী জানান আত্মরক্ষার পাশাপাশি যেহেতু শারীরিক কসর করতে হয় তাতে শরীরের ফেক্সিবিলিটি থাকে । রাজ্যের পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আত্মরক্ষার স্বার্থে এই ধরনের সেল্ফ ডিফেন্স শিখে রাখা খুবই দরকার বলে জানান তিনি । মহিলাদের পাশাপাশি ছেলেরাও এই খেলা শিখছেন ।তাঁরা বলেন, এখানে ভর্তি হয়ে অনেক কিছুই শিখতে পারছি আমরা । তাছাড়া শারীরিকভাবে নিজেকে ফিট লাগছে এখানে এসে।

বৈধ নথি ছাড়াই ভারতে অনুপ্রবেশ, ধৃত দুই বাংলাদেশী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ এপ্রিল ঃ কোনও বৈধ নথি এবং পাসপোর্ট ছাড়াই ভারতে অনুপ্রবেশের অভিযোগে ধৃত দুই বাংলাদেশীকে মঙ্গলবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। সোমবার হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের সাবওয়ে থেকে এক মহিলা সহ ওই দুই বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হাওড়া স্টেশনের সাবওয়ের ৭নং গেট থেকে এদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে একজন আবদুল (৩৫) এবং অন্যজন ফরিদা (৪৫)। ধৃতেরা বাংলাদেশের যশোরের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে বৈধ কোনও নথি পাওয়া যায়নি। পুলিশের জেরায় ধৃতেরা স্বীকার করে কোনও বৈধ নথি এবং পাসপোর্ট ছাড়াই তাঁরা ভারতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফরেনার্স আইনের ১৪নং ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

এখন বিহারের মানুষ বলবে - অমৃত ভারত হ্যায় না! প্রধানমন্ত্রী

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ ২৪শে এপ্রিল সহস্রা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস সংস্করণ ২.০ অমৃত ভারত ট্রেন উদ্বোধন করবেন। ভারতীয় রেলপথ সাধারণ মানুষের রেল নেটওয়ার্ক-এবং এটিই এর সবচেয়ে বড় শক্তি। সকল যাত্রীদের জন্য আরও উন্নত, নিরাপদ এবং আরও আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখে, ভারতীয় রেলপথ এখন অতি-আধুনিক অথচ সাশ্রয়ী মূল্যের ট্রেনের একটি নতুন যুগ চালু করছে। অমৃত ভারত ট্রেন উদ্যোগ এই দৃষ্টিভঙ্গির একটি সম্প্রসারণ, যা একটি অতুলনীয় অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। যদিও এটি একটি নন-এসি ট্রেন, এটি এসি বা সুপারফাস্ট ট্রেনের সাথে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে। আধুনিক নকশা, উচ্চ-গতির ভ্রমণ এবং ন্যূনতম ভাড়া সহ, এই ট্রেনগুলি রেল ভ্রমণকে সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়।ভারতীয় রেলপথ আগামী তিন বছরে ১০০টি অমৃত ভারত ট্রেন চালু করার পরিকল্পনা করছে, যা রেল ভ্রমণকে আধুনিকীকরণের দিকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এই ট্রেনগুলি প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ০.৪৫ টাকা ভাড়ায় একটি সুপার-ক্লাস অভিজ্ঞতা প্রদান করে।২৪শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মুম্বাইয়ের সহরসা থেকে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস পর্যন্ত তৃতীয় অমৃত ভারত ট্রেনের সূচনা করবেন। এর ফলে বিহারে এখন দুটি অমৃত ভারত ট্রেন চালু থাকবে।বর্তমানে, অমৃত ভারত ট্রেনগুলি দারভাঙ্গা-আনন্দ বিহার এবং মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরুর মধ্যে সফলভাবে চলাচল করছে। সহরসাকে মুম্বাইয়ের সাথে সংযুক্তকারী নতুন ট্রেনটি একটি আপগ্রেডেড সংস্করণ ২.০, এবং এটি বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের যাত্রীদের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে। সংস্করণ ২.০ - বিশেষ কী? অমৃত ভারত ট্রেনের দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রথম দুটি সেটের তুলনায় আরও উন্নত। এতে বেশ কয়েকটি নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে, বিশেষ করে যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সুবিধার জন্য

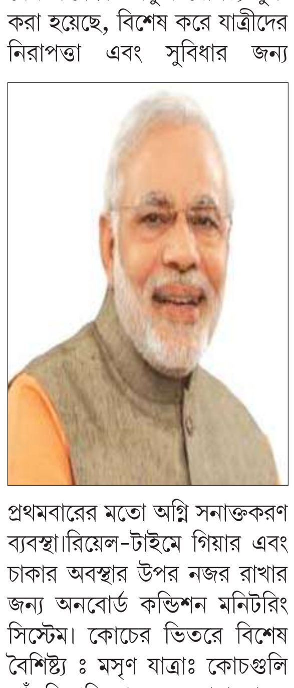

প্রথমবারের মতো অগ্নি সনাক্তকরণ ব্যবস্থা।রিয়েল-টাইমে গিয়ার এবং চাকার অবস্থার উপর নজর রাখার জন্য অনবোর্ড কন্ডিশন মনিটরিং সিস্টেম। কোচের ভিতরে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ মসৃণ যাত্রাঃ কোচগুলি ঝাঁকুনি প্রতিরোধ এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।আলো অভ্যন্তরে চমকার আলো রয়েছে, যা একটি দৃশ্যমান মনোরম পরিবেশ তৈরি করে।সিসিটিভি নজরদারিঃ গার্ড রুমটি মনিটর দিয়ে সজ্জিত, এবং অতিরিক্ত সুরক্ষার জন্য লাগেজ জায়গাগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।ভাঁজযোগ্য স্ন্যাক টেবিলঃ যাত্রীদের আরামে খাবার উপভোগ করার জন্য সুবিধাজনক টেবিল।আধুনিক টয়লেটঃ অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ সজ্জিত।মোবাইল হোল্ডারঃ প্রতিটি কোচে যাত্রীদের জন্য মোবাইল হোল্ডার রয়েছে।সুগম টয়লেটঃ প্রতিবন্ধী যাত্রীদের জন্য বিশেষ টয়লেট যাতে তারা অসুবিধা ছাড়াই ভ্রমণ করতে পারে।সমতা এবং সম্প্রীতির প্রতীকভারত একটি বৈচিত্র্যময় দেশ, যেখানে বিভিন্ন অর্থনৈতিক পটভূমির মানুষ বাস করে। কেউ বিলাসিতা বহন করতে পারে, আবার কেউ মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু ভারতীয় রেল, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সবকা সাথ, সবকা বিকাশ (সকলের সাথে একসাথে, সকলের জন্য উন্নয়ন) দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, মধ্যবিত্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীর জন্য এই ট্রেন পরিষেবা চালু করেছে।এই নন-এসি ট্রেনে, যাত্রীরা এসি ট্রেনের মতো সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন, যার গতি ১৩০ কিমিঘন্টা। এই ট্রেনটি ভারতের উন্নযনের গল্প নিয়ে এগিয়ে যায়, নিশ্চিত করে যে কেউ পিছিয়ে না পড়ে।আবেগকে সংযুক্ত করে এমন একটি ট্রেনমুম্বাইকে প্রায়শই মিনি ইন্ডিয়া বলা হয় কারণ এটি দেশের প্রতিটি কোণের মানুষের আবাসস্থল। বিহারের লক্ষ লক্ষ পরিবারের জীবিকা মুম্বাইয়ের সাথে যুক্ত। বছরের পর বছর ধরে, তারা কর্মসংস্থান, শিক্ষা এবং ব্যবসার জন্য মুম্বাই ভ্রমণ করে আসছে। অতএব, সহরসা-এলটিটি অমৃত ভারত ট্রেন কেবল দূরত্ব কমানোর জন্য নয়, বরং হৃদয়কে সংযুক্ত করার জন্য।উৎসবের সময় বাড়ি ফিরে যাওয়ার, বিয়েতে যোগ দেওয়ার বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের স্বপ্ন আর অপেক্ষার তালিকা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে না। যারা সহজ এবং আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য আকাঙ্ক্ষা করেছেন তাদের জন্য এই ট্রেনটি আশার নতুন আলো হবে এবং তারা এখন হাসিমুখে বলবে এখন, কোনও চিন্তা নেই, অমৃত ভারত হ্যায়!এই ট্রেনটি কেবল ভ্রমণের জন্য নয় এটি মানুষকে সংযুক্ত করার, দূরত্ব কমানোর এবং অনেকের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার বিষয়ে।

কাজের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ ও বিক্রি করবার অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২২ এপ্রিল ঃ কাজের লোভ দেখিয়ে ধর্ষণ ও বিক্রি করবার অভিযোগে গ্রেপ্তার কাকদ্বীপের এক যুবক। কাজের লোভ দেখিয়ে এক গৃহবধূকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের এক যুবকের বিরুদ্ধে। সুযোগ বুঝে কোনওরকমে দিল্লি থেকে পালিয়ে এসেছেন ওই গৃহবধু। আর তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ওই অভিযুক্তকে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে। ধৃত যুবক নারীপাচারের সঙ্গে জড়িত কিনা তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, পাথরপ্রতিমার বাসিন্দা ধৃত ঐ যুবকের নাম টোটন দাস। কাকদ্বীপ এলাকাতে ওই তার বাড়ি। ওই গৃহবধূর কাজের প্রয়োজন ছিল। সেই কথা জানতে পেরেই ওই বধূকে দিল্লিতে কাজ আছে বলে সে জানায়। আর কাজের প্রয়োজনে ওই গৃহবধূ টোটনের সঙ্গে দিল্লিতে যান। আর সেখানে গিয়েই টোটনের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে বলে অভিযোগ। ওই তাকে কাজ তো দেওয়াই হয়নি। অভিযোগ,একটি বাড়িতে আটকে রেখে তাঁকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হয়। শুধু তাইই নয়,অত্যাচারের সময়ের ভিডিও, ছবি মোবাইল বন্দি করে রাখা হয়। ওই বাড়ি থেকে পালানোর চেষ্টা করলে সেই ভিডিও ভাইরাল করে দেওয়া হবে বলেও ভয় দেখানো হয় বলে অভিযোগ।এই অবস্থায় অত্যাচার চলতে থাকে ওই গৃহবধূর উপরে। এর মধ্যেই একদিন সুযোগ বুঝে দিল্লির ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ওই নির্যাতিতা। দিন কয়েক আগে কোনওরকমে কাকদ্বীপে নিজের বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। এদিকে অভিযুক্ত টোটন ওই বধূকে ভয় দেখাতে থাকে।

মোবাইলে তুলে রাখা ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর সেই কথা জানতে পেরেই পাথরপ্রতিমা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই নির্যাতিতা বধূ।আর তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ টোটনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে মঙ্গলবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

পঞ্চম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানি

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২২ এপ্রিল ঃ পঞ্চম শ্রেণীর এক স্কুল ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো সোনারপুর থানার রাইপুর এলাকায়।মঙ্গলবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রকাশ্য রাস্তায় এক যুবকের দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হয় ওই ছাত্রী। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা গেল, মঙ্গলবার সকালে স্কুল ছুটির পর কয়েকজন সহপাঠীর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল রাইপুরের স্থানীয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। সেই সময় রাস্তা দিয়ে সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। হঠাই সাইকেল থামিয়ে মেয়েটির শরীরে হাত দেয় অভিযুক্ত ঐ যুবক। অভিযোগ, সে সময় ওই ছাত্রীকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করে সে। ঐ ছাত্রী ও তাঁর সহপাঠীরা ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করলে অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আর এই ঘটনার কথা জানতে পেরে ছাত্রীটির পরিবারের সদস্যরা প্রতিবেশীদের নিয়ে ধাওয়া করে। কিছুদূর গিয়ে অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন তাঁরা। স্থানীয়দের সাহায্যে তাকে রাস্তাতেই একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় এবং উত্তেজিত জনতা ঐ যুবককে মারধর করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনারপুর থানার পুলিশ।

SWASTIK PLYWOOD LIMITED

CIN:L20291WB1985PLC038657

Regd. Office: Shyam Tower,03-319, DH 6/11, Street No.-319, Action Area-ID, New Town, North 24 Parganas, Kolkata - 700 156

Tel: +91 33 4007 4007

Email ID: compliance@swastikplywood.net

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that an Extra-Ordinary General Meeting **(EGM)** of **M/S SWASTIK PLYWOOD LIMITED** will be held on **Thursday, 15th Day of May, 2025 at 05:30 P.M.** at its Registered Office at Shyam Tower, 03-319, DH 6/11, Street No.-319, Action Area-ID, New Town, North 24 Parganas,Kolkata-700 156, to transact the business as set out in the Notice of EGM dated 26th March, 2025.

The Notice of the EGM has been sent to in electronic mode via e-mail to all the members whose e-mail IDs are registered with the Company / Maheshwari Datamatics Private Limited (RTA) / Depository Participants (DP), the Members at their postal address, registered with the Company/ Depository Participant (DP), as the case may be, as on 8th May, 2025. The Notice of EGM is also available on the website of the Company at www.swastikplywood.net and on CDSL website viz. www.evotingindia.com.

In case the Members have not registered their email address with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register your email ID for obtaining login details for e-voting.

a) For Members holding shares in Physical mode: Please provide necessary details with the company's Registrar and Share Transfer Agent of the Company. Relevant forms prescribed by the SEBI in this regard are available on the website of the RTA.

b) For Members holding shares in Demat mode: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Pursuant to provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules made thereunder and Regulation 44 of (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015, the Company is providing the facility to its members to exercise their right to vote by electronic means on all resolutions set forth in the Notice of EGM, through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL). The details pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 thereof are as under :-

1. The remote e-voting period commences on Monday, 12th May, 2025 (9:00 A.M. IST) and ends on Wednesday, 14th May, 2025 (5:00 P.M. IST).
2. The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-Voting at the EGM is 8th May, 2025.
3. Any person who acquire share and became the member after dispatch of Notice and hold shares as of the cut-off date may obtain the sequence number for remote e-voting by sending a request to the Company's RTA at mdpldc@yahoo.com.
4. a. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 05:00 p.m. on Wednesday, 14th May, 2025.
   b. Members who have not casted their votes through remote e-voting may cast their votes at the EGM through ballot papers.
   c. Members who have cast their votes by remote e-voting, may attend the EGM, but shall not be entitled to cast their votes again thereat.
   d. Members whose name is recorded in the Register of Members as on the cut-off date i.e., 8th May, 2025 shall only be entitled to vote through remote e-voting as well as voting at the EGM through ballot.

In case of any query or grievance in relation to e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Members available on the website www.evotingindia.com under the help section or you email to helpdesk.evoting@cdslindia.comor send a request to Maheshwari Datamatics Private Limited (RTA) at 033-22482248 or write them at mdpldc@yahoo.com.

By the Order of the Board of Directors
Sd/-
(Priyanka Jha)
Company Secretary

Place: Kolkata
Date : 22.04.2025

IIFL FINANCE

CIN: L67100MH1995PLC093797

Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604

• Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654 • E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **26.04.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **07.05.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, জেএম অ্যাভিনিউ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, 8বি, বেডন স্ট্রিট, এসবিআইয়ের বিপরীতে, কলকাতা-700006, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: গড়িয়া-স্টেশন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32647630, GL32663525, GL32910518, GL32921663.
শাখার নাম: কলকাতা-আকরা ফাটাক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31973221, GL31991511, GL32838007, GL33133900, GL33446337, GL33455401, GL33534768, GL33541849, GL33553441, GL33718007, GL33729719.
শাখার নাম: কলকাতা-বাঘাযতীন, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23513517, GL28007301, GL34061881.
শাখার নাম: কলকাতা-বালিগঞ্জ ফাড়ি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24773810, GL31861014, GL31951469, GL32576826, GL32587929, GL33142390, GL33147747, GL33379268, GL33392768, GL33423091, GL33433067, GL33849048, GL34016180.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা ডি.এইচ. রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24868357, GL30887901, GL30900876, GL32066695, GL32215209, GL32604099, GL32611408, GL32678940, GL32692676, GL33032610, GL33054200, GL33407462, GL33433139, GL34226218, GL34246136, GL34268835.
শাখার নাম: কলকাতা-বেহালা শকুন্তলা পার্ক জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30791272, GL30798416, GL33876831.
শাখার নাম: কলকাতা-বেলেঘাটা জিএল, তালুকা - বেলেঘাটা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23618147, GL25025894, GL25254573, GL28191679, GL29515766, GL30982177, GL32106869, GL32724710, GL32742674, GL32825432, GL32961431, GL32984998, GL33194619, GL33271887, GL33292264, GL33412755, GL33415435, GL33429807, GL33430731, GL33495870, GL33516070, GL33705053, GL34003217, GL34022482, GL34066390, GL34134430, GL34206423, GL34323121.
শাখার নাম: কলকাতা-বিধান সরণি, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23666825, GL25257884, GL26480368, GL28014804, GL28905379, GL29092139, GL31881764, GL32889712, GL33491173, GL33515496, GL34184061, GL34297990.
শাখার নাম: কলকাতা-ঢাকুরিয়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24443899, GL25246180, GL25672566, GL32265392, GL32286597, GL32674670, GL32692787, GL32980406, GL32984631, GL33073262, GL33086894, GL33204186, GL33209325, GL33313250, GL33322380, GL33345657, GL33351457, GL34149949, GL34162661, GL34186778, GL34298964.
শাখার নাম: কলকাতা-ডানলপ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31952231, GL32786819, GL32801446, GL33186608, GL33312886, GL33321836, GL33364007, GL33372897, GL33409871, GL33426839, GL33528432, GL33539812, GL33559941, GL34093023, GL34130777, GL34141602, GL34202894.
শাখার নাম: কলকাতা-গার্ডেনরিচ পাহাড়পুর রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24819306, GL25082633, GL25326580, GL25375749, GL25421138, GL25446168, GL26101391, GL32028269, GL32711276, GL32812446, GL32935338, GL33112097, GL33135125, GL33140881, GL33362625, GL33453400, GL33506293, GL33636937, GL34016109, GL34178794.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়া রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25216629, GL26406930, GL32279932, GL32591036, GL32610818, GL32757271, GL32792538, GL32800875, GL32808942, GL32833011, GL33336410, GL33352259, GL33822255, GL33952810, GL34231433, GL34284208.
শাখার নাম: কলকাতা-গড়িয়াহাট মেইন রোড জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25398899, GL31665858, GL31925792, GL32009997, GL32780065, GL32801426, GL33394689, GL33480942, GL33499974, GL33514038, GL33534372, GL33541132, GL34851617.
শাখার নাম: কলকাতা-হরিদেবপুর এমজি রোড জিএল, তালুকা - কলকাত
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32032578, GL32806777, GL32830887, GL33079221, GL33086876, GL33185778, GL34310006.
শাখার নাম: কলকাতা-হাজরা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31827807, GL32007846, GL32644197, GL32664181, GL32820490, GL32822643, GL32828191, GL32831369, GL32972430, GL32984692, GL33189109, GL33198699, GL33219506, GL33236114, GL34015883, GL34081667, GL34351660.
শাখার নাম: কলকাতা-জেএম এভিনিউ জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25484145, GL32542789, GL32709588, GL32975946, GL32984452, GL33498300, GL33499287, GL33513913, GL33514547, GL34037138, GL34042176.
শাখার নাম: কলকাতা-কসবা মেইন রোড, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL28370543, GL29790603, GL30968877, GL30988134, GL31882481, GL31904025, GL33304325, GL33530615, GL33659050, GL34016977, GL34050612, GL34128762, GL34141213, GL34149979, GL34225736.
শাখার নাম: কলকাতা-কেষ্টপুর জিএল, তালুকা - উত্তর 24 পরগনা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32464111, GL32472367, GL33104992, GL33119296.
শাখার নাম: কলকাতা-কলকাতা জি 8 এইচ, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25301421, GL25368795, GL25484641, GL27178974, GL27179079, GL27270206, GL27529412, GL28749678, GL28966697, GL29510314, GL29536074, GL29993163, GL30983846, GL32155283, GL32789975, GL33031317, GL33107664, GL33276985, GL33284330, GL33536095, GL33578602, GL33585165, GL34075034, GL34177478, GL34248501, GL34298716.
শাখার নাম: কলকাতা-মানিকতলা রামমোহন রায় রোড জিএল, তালুকা - আমহার্স্ট স্ট্রিট
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24753949, GL25037505, GL25186371, GL25242039, GL26243885, GL27695666, GL28025598, GL28594736, GL29369012, GL29436292, GL29513724, GL30788130, GL30798307, GL32898812, GL32912203, GL32912719, GL32922804, GL32923560, GL32923852, GL33072312, GL33086030, GL33102390, GL33107924, GL33122634, GL33163743, GL34029472, GL34031278, GL34049115, GL34049678, GL34070204, GL34096957, GL34115197, GL34180030, GL34286458, GL34715899.
শাখার নাম:কলকাতা-নাগেরবাজার যশোর রোড জিএল, তালুকা-কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25060835, GL26671732, GL26855893, GL27168127, GL27538980, GL28228651, GL29413706, GL29601149, GL32482485, GL32935287, GL33367287.
শাখার নাম:কলকাতা-পাইকপাড়া, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23654461, GL27035218, GL28989205, GL29267337, GL33367954, GL33534408, GL33949509, GL33966153.
শাখার নাম: কলকাতা-ফুলবাগান, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25039822, GL25197504, GL25456219, GL25996880, GL28108588, GL29584632, GL30982722, GL31364280, GL32758997, GL32773301, GL32942794, GL32954818, GL33007657, GL33013865, GL33016473, GL33043318, GL33056045, GL33073558, GL33163525, GL33180323, GL33251615, GL33267559, GL33278275, GL33293308, GL33368781, GL33372860, GL33413405, GL33433843, GL33451970, GL33459182, GL33471858, GL33553389, GL34073735, GL34225235, GL34632987.
শাখার নাম: কলকাতা-প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড , তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30765766, GL34017903, GL34105443.
শাখার নাম: কলকাতা-সন্তোষপুর, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25137244, GL25218881, GL25487038, GL25556526, GL25704670, GL26564478, GL27115794, GL27652885, GL28319192, GL29258131, GL29389336, GL29969608, GL32569887, GL32585731, GL32781182, GL32787611, GL32796896, GL32804002, GL32805833, GL32873317, GL32893343, GL33011300, GL33011524, GL33019639, GL33019660, GL33186827, GL33684219, GL33709850, GL34096072, GL34109143, GL34120311, GL34140426, GL34303359, GL34459427.
শাখার নাম: কলকাতা-শ্যামবাজার, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL22283773, GL25556383, GL28774250, GL31889925, GL32463709, GL32614789, GL32637958, GL32704901, GL32732161, GL32745278, GL33143036, GL33150060, GL33337058, GL33350660, GL33382970, GL34234038, GL34277341.
শাখার নাম: কলকাতা-ঠাকুরপুকুর বাজার জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32456506, GL32472179, GL32727365, GL32747261, GL33078551, GL33081849, GL33086296.
শাখার নাম: কলকাতা-টালিগঞ্জ অশোক নগর জিএল, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24891611, GL26989068, GL28714655, GL30933483, GL32735922, GL32741922, GL32817812, GL32835087, GL32912802, GL32922836, GL32976398, GL32976966, GL32989092, GL32989890, GL33001630, GL33023866, GL33335207, GL33352088, GL33368627, GL33371906, GL34003524, GL34021683, GL34229197, GL34232709.
শাখার নাম: কলকাতা-উল্টাডাঙা, তালুকা - কলকাতা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25533461, GL29400137, GL30877282, GL30897669, GL33202166, GL33207858, GL33316499, GL34300033.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।

বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 23.04.2025
স্থান: কলকাতা

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১৪১ সংখ্যা, বুধবার, ৮ বৈশাখ , ১৪৩২

জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মানসিক

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, বর্তমানে যুদ্ধ যে সর্বাত্মক চেহারা নিচ্ছে তা থেকে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় সেনাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সক্ষমতাও গ৷ে তুলতে হবে। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে ২১ এপ্রিল, ২০২৫ ব্রহ্মকুমারী সদর কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রী সিং বলেন, বর্তমানে যুদ্ধ সাইবার, মহাকাশ, তথ্য, মানসিক সীমা - সমস্ত কিছুকে যুক্ত করছে। ফলে, সৈনিকদের মানসিকভাবে অনেক বেশি সক্ষম হয়ে উঠতে হবে। রাষ্ট্র কেবলমাত্র অস্ত্রে সুরক্ষিত হয় না, তার জন্য দরকার সমর্থ ব্যক্তিত্ব, আলোকিত চেতনা ও সচেতনতার।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, একজন সেনার শারীরিক শক্তি মূলগত ভিত্তি হলেও মানসিক সক্ষমতাও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ। কঠিন অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেনাদের দেশরক্ষায় লড়াই করতে হয়। এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করা একমাত্র সম্ভব দৃঢ় মানসিকতার মধ্য দিয়ে। দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে কাজ মানসিক স্বাস্থ্যকে বিঘ্নিত করতে পারে। তা থেকে মুক্তির জন্য দরকার অন্তর্গত চেতনা শক্তিকে জাগ্রত করা। ব্রহ্মকুমারীদের এই প্রচারাভিযান সেনাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটাতে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে তিনি বর্ণনা করেন। বর্তমান বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই জাতীয় মানসিকতাকে আরও শক্তিশালী করতে ' মধ্য দিয়ে আত্মক্ষমতায়ন' - প্রচারাভিযানের বিষয়টি বর্তমান সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয়। ধ্যান, যোগ, সদর্থক চিন্তা, আত্মকথনের মধ্য দিয়ে আত্মরূপান্তর আমাদের বীর সৈনিকদের মানসিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তি যোগাবে। আত্মরূপান্তর হল বীজ, জাতীয় রূপান্তর হল তার ফল। বিশ্বব্যাপী অনিশ্চয়তার পরিবেশে ভারত একযোগে অন্তর্গত চেতনা এবং সীমা সুরক্ষার বার্তা পৌঁছে দিতে পারে। শ্রী রাজনাথ সিং বলেন, আধ্যাত্মিকতা এবং যোগ ভারতীয় সাংস্কৃতিক ভাবধারায় গভীরভাবে প্রোথিত, মানসিক টানাপোড়েন, উদ্বেগ এবং চাপের হাত থেকে মুক্তি পেতে ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটাতে তা পরিপূরক ভূমিকা নিতে পারে। তিনি বলেন, একজন সজাগ এবং শক্তিশালী সুরক্ষাকর্মী দেশের বাতিস্তম্ভস্বরূপ। যে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিকেই কঠোর মানসিক সঙ্কল্পের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সে সক্ষম। তিনি বলেন, ব্রহ্মকুমারী সংগঠনের সুরক্ষা পরিষেবা শাখা সুরক্ষাকর্মীদের মধ্যে এই প্রচারাভিযানের প্রসার ঘটাচ্ছে। এক্ষেত্রে অনলাইন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষ প্রচারাভিযানও চালানো হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী কল্যাণ দপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, এসএসডব্লিউ সদর কার্যালয় এবং ব্রহ্মকুমারীদের রাজযোগ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদেরকে ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটানো।

আঞ্চলিক ক্ষেত্র থেকে জাতীয় স্তরে পাদপ্রদীপের আলোয়

কয়েক মাস ধরে আঞ্চলিক স্তরে প্রতিযোগিতা এবং হাজার হাজার যোগদানকারীর পর ভারতের ১১টি শহরের চূড়ান্ত প্রতিযোগীদের ওয়েভস অ্যানিম অ্যান্ড মানগা প্রতিযোগিতা (ডাব্লুএএম)- এর জাতীয় স্তরের ফাইনালে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। মুম্বইয়ের জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে ১-৪ মে,২০২৫ ভারতের প্রথম মিডিয়া ও বিনোদন শীর্ষ সম্মেলন ওয়েভস ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মিডিয়া ও বিনোদন অ্যাসোসিয়েশন এই ডব্লুএএম-এর আয়োজন করেছে। সহযোগিতায় রয়েছে ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। ওয়েভস বল এভিজিসি-এক্সআর সেক্টর অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিক্স এবং এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটির জন্য ভারতের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম। ওয়েভস-এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ (সিআইসি)। সিআইসি-র প্রথম পর্বে ১ লক্ষ নাম নথিভুক্ত করার ইতিহাস গড়েছে। এর মধ্যে ১,১০০ জন আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারীও রয়েছে। বিস্তারিত নির্বাচন প্রক্রিয়ার পর ৩২টি চ্যালেঞ্জ থেকে ৭৫০ জন চূড়ান্ত প্রতিযোগীকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সিআইসি-র অধীন উল্লেখযোগ্য বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে ডব্লুএএম ! ভারতে গত দশকে অ্যানিমে এবং মাঙ্গা বিশেষ আকর্ষণ লাভ করেছে। ভারতের ১৮০ মিলিয়ন অ্যানিমে প্রেমী রয়েছেন। চীনের পর যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার। ২০২৩ সালে ভারতীয় অ্যানিমে বাজারের মূল্য ছিল ১৬৪২.৫ মিলিয়ন ডলার। ২০৩২ সালের মধ্যে এটি ৫০৩৬ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।ডব্লুএএম এই ক্রমবর্ধমান সৃজনশীল শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ভারতীয় নির্মাতাদের জন্য মূল আইপি তৈরি ও প্রকাশের জন্য পরিকাঠামোগত সুযোগ তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপি অ্যানিমের উত্থান ও ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল সাক্ষরতার সঙ্গে ডব্লুএএম ছাত্র ও পেশাদারদের ধারনাগুলি প্রদর্শনের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম দেয়। ১১টি শহরে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ডব্লুএএম নির্বাচন করা হয়েছিল। শহরগুলি হল কলকাতা, গুয়াহাটি, ভুবনেশ্বর, বারাণসী, দিল্লি, মুম্বই, নাগপুর, আহমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, চেন্নাই ও ব্যাঙ্গালোর।

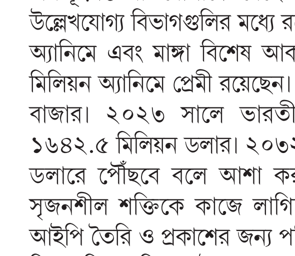

অনুকূলচন্দ্রের বাণী

সৎসঙ্গী হওয়া মানে সবার বাঁচা-বাড়ার সেবক হওয়া। অন্যের বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়াকে অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখিয়া জীবন ও বৃদ্ধিকে লাভ করিবার জন্য যাহারা যত্নশীল তাহারাই সৎসঙ্গী। আত্মনঃ সর্বেষাং হি জীবনবর্দ্ধনাধীগম পরো যঃ স এব সৎসঙ্গী অর্থাৎ আমি সৎসঙ্গী তার মানে আমি প্রতিপ্রত্যেকের জীবন বৃদ্ধির সঙ্গী তোমার ভাষা যদি কুৎসা কলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসা নরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও । এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে ঝেঁটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল 'অকার উকার মকার'। মহিমাচরণ- অকার, উকার, মকার-কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয় স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্র, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজল, যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস প৷ল আর ঢেউ আরম্ভ হলো। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হলো, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল-সেই তুরীয় থেকেই জাগ্র, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়ল। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হলো। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে নিত্য।। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এইসব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এইসব লীলা উঠল, আর ওইতেই লয় হয়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আবার ওইতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কী আছে, অত আমি জানি না। মহিমা-যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা তো শাস্ত্র লেখেন নাই। তাঁরা নিজের ভাবেই বিভোর, লিখবেন কখন!

বিকশিত ভারতের পথে দেশের সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেলের আদর্শ এবং প্রাসঙ্গিকতার ওপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ এপ্রিল ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আজ ১৭তম সিভিল সার্ভিসেস দিবস উপলক্ষে সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। সরকারি প্রশাসনে অসাধারণ কাজের জন্য ' সম্মান'ও প্রদান করেন তিনি। সমাবেশে তিনি সিভিল সার্ভিসেস দিবস উপলক্ষে সবাইকে অভিনন্দন জানান এবং সংবিধানের ৭৫ বছর উদযাপন এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এ বছরের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। ১৯৪৭-এর ২১ এপ্রিল সর্দার প্যাটেলের বিখ্যাত উক্তির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সর্দার প্যাটেল সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের ভারতের ইস্পাত কাঠামো বলে বর্ণনা করেছিলেন। আমলাতন্ত্র সম্পর্কে প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী বলেন, এতে শৃঙ্খলা, সততা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং দেশসেবার পরম নিষ্ঠার দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। বিকশিত ভারতের পথে দেশের সঙ্কল্পের ক্ষেত্রে সর্দার প্যাটেলের আদর্শ এবং প্রাসঙ্গিকতার ওপর গুরুত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী। সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাঁর সেই পরম্পরার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল বলে মন্তব্য করেন শ্রী মোদী।লালকেল্লা থেকে তাঁর ভাষণের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী, যেখানে তিনি আগামী এক হাজার বছরের জন্য ভারতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এই সহস্রাব্দের ২৫ বছর ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। শ্রী মোদী বলেন, আজ যে নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে, যা সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা আগামী এক হাজার বছরের রূপ গ৷ে দেবে। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক চাকায় যেমন একটি রথ চলতে পারে না, প্রচেষ্টা ছাড়া কেবল ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে কখনও সফলতা আসে না। উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে সম্মিলিত প্রয়াস এবং সঙ্কল্পের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি সকলকে এই স্বপ্ন পূরণে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে নিরলসভাবে কাজ করে যেতে বলেন। বিশ্বজুড়ে দ্রুত পরিবর্তনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরিবারের মধ্যেও যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনায় বোঝা যায় যে এই দ্রুত পরিবর্তনের পথে তাঁরা কতটা এগিয়ে যাচ্ছে। প্রতি ২-৩ বছর অন্তর যান্ত্রিক সরঞ্জামের দ্রুত বিবর্তন ঘটে চলেছে এবং শিশুরাও এই বর্ধিত পরিবর্তনের সঙ্গে বেড়ে উঠছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারতের আমলাতন্ত্র পুরনো কাঠামোর ওপর নির্ভর করে নীতি প্রণয়ন করতে পারে না। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া উল্লেখযোগ্য রূপান্তরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এটা এক বিরাট প্রয়াস। ভারতীয় সমাজ, যুব সম্প্রদায়, কৃষক, মহিলা - এঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, তাঁদের স্বপ্ন অসীম এবং সেই অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণতা দিতে প্রবল গতিতে কাজ করে হবে।

জ্বালানি সুরক্ষা, স্বচ্ছ জ্বালানি, ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নতি ও মহাকাশ ক্ষেত্রে সাফল্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আগামী বছরগুলিতে ভারতের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরতে তিনি আহ্বান জানান। ভারতকে দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতির দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের অপরিসীম দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। এ বছরের সিভিল সার্ভিসেস দিবসের বিষয় - ' সর্বাত্মক উন্নয়ন' নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, এটা কেবলমাত্র একটি বিষয় নয়, বরং দায়বদ্ধতা, দেশবাসীর প্রতি প্রতিশ্রুতি। ভারতের সর্বাত্মক উন্নয়ন মানে কোনো গ্রাম, কোনো পরিবার, কোনো ব্যক্তি পিছিয়ে থাকবে না। প্রকৃত অগ্রগতি বলতে সামান্য পরিবর্তন নয়, বরং তার পূর্ণাঙ্গ প্রভাবকে অর্জন করা। সর্বাত্মক উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এর অর্থ প্রতিটি গৃহে পরিশ্রুত পানীয় জল, প্রতিটি শিশুর উন্নত শিক্ষা, প্রতিটি উদ্যোগপতির আর্থিক সুযোগ, প্রতিটি গ্রামে ডিজিটাল অর্থনীতির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। তিনি বলেন, কেবলমাত্র প্রকল্পের শুরুতেই পরিচালন ব্যবস্থার গুণগত দিক ফুটে ওঠে না, বরং দেখতে হবে এইসব প্রকল্প মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা এবং তাঁদের জীবনকে তা কতখানি প্রভাবিত করছে। রাজকোট, গোমতি, তিনসুকিয়া, কোরাপুট এবং কুপওয়াড়ার মতো জেলাগুলিতে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাবের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সৌরশক্তি কাজে লাগানোয় বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদের হাজিরা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উদ্যোগের সঙ্গে সামিল হওয়ার জন্য জেলা এবং এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তিনি অভিনঃদন জানিয়েছেন। বিভিন্ন জেলা যে উল্লেখযোগ্য কাজের জন্য পুরস্কৃত হয়েছে তারও উল্লেখ করেন শ্রী মোদী।বিগত ১০ বছরের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের পথ থেকে ভারত প্রভাবমুখী রূপান্তরের পথে এগিয়ে গেছে। দেশের প্রশাসনিক মডেল এখন পরবর্তী পর্যায়ের সংস্কারের ওপর জোর দিচ্ছে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের ব্যবধান কমিয়ে আনতে প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনকে যুক্ত করা হচ্ছে। গ্রাম, শহর এমনকি প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে এই সংস্কারের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলির সাফল্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্লকগুলিও অনুরূপ সাফল্য অর্জন করেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২৩-এর জানুয়ারিতে এই কর্মসূচির সূচনা হয় এবং দু'বছরের মধ্যে তা অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে। এইসব ব্লকগুলিতে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সামাজিক উন্নয়ন এবং বুনিয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়নের সূচকের মধ্য দিয়েই এই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিকে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি রাজস্থানের টঙ্ক জেলার পিপলু ব্লকের কথা উল্লেখ করেন। এখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের গাণিতিক দক্ষতা ২০ শতাংশ থেকে ব৷ে ৯৯ শতাংশ হয়েছে। বিহারের ভাগলপুরের জগদীশপুর ব্লকে গর্ভবতী মহিলাদের প্রথম তিন মাসের নিবন্ধনের সংখ্যা ২৫ থেকে বেড়ে ৯০ শতাংশ হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মারোয়া ব্লকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ৩৩ শতাংশ থেকে বেড়ে এখন ১০০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ঝাড়খণ্ডের

গুরডিহ ব্লকে পাইপবাহিত জলসংযোগ ১৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০০ শতাংশ হয়েছে। তিনি বলেন, এগুলি কেবলমাত্র পরিসংখ্যান নয়, শেষ সীমা পর্যন্ত উন্নয়নকে পৌঁছে দিতে এগুলি সরকারি সঙ্কল্পের রূপদান বলা যেতে পারে। প্রকৃত সদিচ্ছা, পরিকল্পনা এবং তা রূপায়ণের মধ্য দিয়েই প্রত্যন্ত এলাকাতেও রূপান্তর ঘটানো সম্ভব বলে তিনি জানান।বিগত এক দশকে ভারতের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই রূপান্তরমূলক পরিবর্তন এবং দেশের সাফল্য এখন নতুন শিখরে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, ভারত এখন কেবলমাত্র তার আর্থিক বৃদ্ধির দিক থেকেই পরিগণিত হয় না, পরিচালন ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা এবং উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তা নতুন মাইলফলক রচনা করছে। তিনি বলেন, ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব এই উন্নয়নের পথে এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ। জি-২০-র ইতিহাসে এই প্রথম ৬০টি শহর জু৷ে ২০০টিরও বেশি বৈঠক হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে এক বৃহ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চেতনা। জনগণের অংশগ্রহণ কিভাবে জি-২০-কে এক গণ-আন্দোলনের রূপ দিয়েছে তার ওপর আলোকপাত করেন তিনি। বিশ্ব ভারতের নেতৃত্বকে স্বীকার করেছে। ভারত কেবল অংশ নিচ্ছে না, সে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে জানান শ্রী মোদী।সরকারি প্রশাসনিক দক্ষতা নিয়ে যে আলোচনার পরিসর বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক্ষেত্রে ভারত অন্যান্য দেশের থেকে ১০-১১ বছর এগিয়ে গেছে। তিনি বলেন, বিগত ১১ বছর ধরে বিলম্বকে নির্মূল করতে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। তিনি বলেন, ৪০ হাজারেরও বেশি বাধ্যবাধকতাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে ৩,৪০০-রও বেশি আইনি সংস্থানকে ফৌজদারি বিধির বাইরে নিয়ে আসা হয়েছে। এই সমস্ত সংস্কার করতে গিয়ে যে বাধা এসেছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন, সমালোচকরা এইসব পরিবর্তন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তবে সরকার এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেনি। নতুন সাফল্য পেতে এই জাতীয় নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, ব্যবসা ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্যের ফলে বিশ্বজুড়ে ভারতে বিনিয়োগ করার উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নতুন লক্ষ্য পূরণে রাজ্য, জেলা ও ব্লকস্তরে লালফিতের ফাঁসকে নির্মূল করার আহ্বান জানান তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিগত ১০-১১ বছরের সাফল্য উন্নত ভারতের শক্ত ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে। তবে তিনি বলেন যে সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বিশ্বে ভারত এখন সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ। ১০০ শতাংশ ন্যূনতম সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। উন্নয়নের পথে অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর জোর দিয়ে একেবারে শেষ সীমা পর্যন্ত সরকারি সুবিধাকে পৌঁছে দিতে হবে। সিভিল সার্ভিসকে সব সময়েই এই দ্রুত পরিবর্তন এবং মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিকে তাকিয়ে সমসাময়িক চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হবে এবং সব সময় প্রাসঙ্গিক থাকতে হবে। তিনি বলেন, উন্নয়নের নতুন মাইলফলক রচনা করতে হবে। ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত ভারতের স্বপ্নকে সাকার করতে অগ্রগতির পরিমাপ করতে হবে। বিগত এক দশকের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের বিষয়ে তিনি বলেন, দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটি গৃহ নির্মিত হয়েছে এবং আরও ৩ কোটি নির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে। ১২ কোটিরও বেশি গ্রামীণ বাড়িতে ৫-৬ বছরের মধ্যে পাইপবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল নিয়ে আসা হয়েছে। লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে যাতে প্রতিটি গ্রামের প্রতিটি গৃহ এই পাইপবাহিত পরিশ্রুত জলের সুবিধা পায়। বিগত ১০ বছরে দরিদ্র মানুষদের জন্য ১১ কোটিরও বেশি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে। এখন লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং গরিব মানুষদের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করার। দেশবাসীর উন্নত পুষ্টির প্রতি সরকারের নতুন সঙ্কল্পের ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, মানুষের কাছে সরকারি সুযোগ যাতে ১০০ শতাংশ পৌঁছয় এবং লক্ষ্য রাখতে হবে তাঁদের জীবনযাত্রায় যাতে তার প্রভাব ১০০ শতাংশই পড়ে। বিগত এক দশকে ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে নিয়ে আসাকে এক বিরাট সাফল্য বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশকে সম্পূর্ণ দারিদ্র্যমুক্ত করতে এই সাফল্য আস্থা যোগাচ্ছে। অতীতের আমলাতন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তা শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ ও গতিকে নিয়মতন্ত্রে বেঁধে রুদ্ধ করে দিয়েছে। তিনি বলেন, দেশ এখন এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। উদ্যোগের নতুন প্রয়াস এবং নতুন বাতাবরণ গড়ে তোলা হচ্ছে যাতে করে নাগরিকরা তাঁদের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারেন। সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের নিয়মতন্ত্রের মধ্যে আটকে না রেখে উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য পরিপূরকের ভূমিকা নিতে হবে। এমএসএমই ক্ষেত্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, ' ম্যানুফ্যাকচারিং'-এর সাফল্য লক্ষ্য করা যায় এমএসএমই ক্ষেত্রে। বৈশ্বিক পরিবর্তনের পথে এমএসএমই, স্টার্ট-আপ এবং ভারতের তরুণ উদ্যোগপতিদের সামনে অভূতপূর্ব সুযোগ এসেছে। বিশ্ব সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও বেশি প্রতিযোগিতামুখী মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বলেন, এমএসএমই ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এখন ছোট উদ্যোগপতিদেরই নয়, বরং তা বিশ্বস্তরের। তিনি বলেন যে একটা ছোট দেশ যদি শিল্পক্ষেত্রের সহায়ক সরঞ্জাম প্রদান করতে পারে, তাহলে ভারতীয় স্টার্ট-আপকেও তারা টপকে যেতে পারে। বিশ্বস্তরে এই প্রকৃষ্ট পন্থা কি সেদিকে তাকিয়ে ভারতকে ক্রমাগত নিজেদের মানোন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন, ভারতীয় শিল্পের লক্ষ্য যেমন হওয়া উচিত বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট পণ্য উপাদন করা, তেমনই আমলাতন্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক বাতাবরণ প্রদান করা। সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের দক্ষতা অর্জনের প্রতি জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তা কেবল প্রযুক্তিকে বোঝাই নয়, বরং অনেক দক্ষতার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকারের ক্ষেত্রে তা ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। নীতি নির্ধারণ এবং প্রকল্প ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রযুক্তি-বান্ধব হয়ে ওঠার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, প্রযুক্তি সহায়তায় তাকে সুগম করে তুলতে হবে। পরিসংখ্যান-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে নীতি-পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ যাতে ত্রুটিমুক্ত হতে পারে তা নিশ্চিত করা সম্ভব। কৃত্রিম মেধা এবং ফলিত পদার্থবিজ্ঞানে দ্রুত অগ্রগতির ওপর আলোকপাত করে তিনি বলেন, আগামীদিনে যে প্রযুক্তি ক্ষেত্রে রূপান্তর আসছে, তা ডিজিটাল এবং তথ্য যুগকেও ছাপিয়ে যাবে। শ্রী মোদী সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের প্রযুক্তিগত এই বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থেকে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে সর্বাত্মক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের দক্ষতাকে ভবিষ্য-বান্ধব সিভিল সার্ভিসের পথে গড়ে তুলতে তিনি ' কর্মযোগী' এবং ' সার্ভিস ক্যাপাসিটি' কর্মসূচির কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, দ্রুত পরিবর্তনশীল এই সময়ে বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনকে খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি গ্লোবাল সাউথের জন্য খাদ্য, জল এবং শক্তি সুরক্ষা মূল বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। চলতি সংঘর্ষ, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনধারণ এবং বেঁচে থাকাকে অনেক বেশি কঠিন করে তুলছে বলে তিনি জানান। অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে আন্ত ঃ যোগের গুরুত্বকে বুঝতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অতিমারী, সাইবার অপরাধ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনেক দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং এই সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলায় ভারতকে ১০ কদম এগিয়ে থাকতে হবে বলে তিনি জানান। স্থানীয় কৌশলগুলিকে গ৷ে তুলতে হবে এবং উদ্ভুত বিশ্ব পরিস্থিতিকে যাতে দক্ষতার সঙ্গে মোকাবিলা করা যায়, সেক্ষেত্রেও সক্ষম মোকাবিলা করতে হবে বলে তিনি জানান।লালকেল্লা থেকে যে ' প্রাণ'-এর কথা ঘোষণা করা হয়েছিল তা হল - উন্নত ভারত, দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি, ঐতিহ্যের প্রতি গর্ববোধ, ঐক্যের শক্তি এবং সততার সঙ্গে কর্তব্য পালন। এই সমস্ত লক্ষ্য পূরণে সিভিল সার্ভিস আধিকারিকরা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে তিনি জানান। সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ব্যক্ত করে তরুণ আধিকারিকদের যাত্রাপথে তাঁদের ব্যক্তিগত সাফল্যের পেছনে সামাজিক অবদানের কথাও উল্লেখ করেন শ্রী মোদী। তিনি বলেন, প্রত্যেকেরই উচিত নিজের সাধ্যমতো সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করা। সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের সামনে যে সুযোগ রয়েছে, দেশ তাঁদেরকে যে সুযোগ করে দিয়েছে, সেই দেশ ও মানুষের প্রতি তাঁদেরকে দায়বদ্ধ থাকার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের সংস্কারের পথে অগ্রবর্তী ভূমিকা নিতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুততার সঙ্গে পরিবর্তনের শরিক হতে হবে। পরিকাঠামো, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির লক্ষ্য, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা, দুর্নীতি নির্মূল, সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প, ক্রীড়া এবং অলিম্পিক ক্ষেত্রে লক্ষ্যসাধন - প্রতিটি ক্ষেত্রেই নতুন সংস্কারকে রূপায়ণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রযুক্তিচালিত বিশ্বে মানুষ যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তার গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে তিনি সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের আরও বেশি সংবেদনশীল হতে, দরিদ্রদের সমস্যা নিরসনে ব্রতী হতে এবং তাঁদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির প্রতি অগ্রাধিকার দিতে পরামর্শ দেন। ভাষণ শেষে ' দেব ভবঃ'র আদর্শকে ' দেব ভবঃ'-র ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। সিভিল সার্ভিস আধিকারিকদের তিনি কেবলমাত্র প্রশাসক হিসেবে নয়, বরং নব-ভারতের স্থপতি হিসেবে ভূমিকা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন।

'হিউম্যান কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবী,বাঙালি বাড়ির বউ অঙ্ক কষতেন মুখে মুখে

'হিউম্যান কম্পিউটার' শকুন্তলা দেবী ৃবাঙালি বাড়ির বউ অঙ্ক কষতেন মুখে মুখেসার্কাসের তাঁবুতে বাবার পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে তাসের খেলা শিখছে বছর পাঁচেকের ফুটফুটে মেয়েটা । বাবা সার্কাসের নাম করা খেলোয়াড়। শরীরী কসরত তো বটেই, তাসের ম্যাজিকে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।তুখোড় বুদ্ধি মেয়েরও। একবার দেখেই খেলা শিখে নেয়। তাসের সব ক'টা ম্যাজিকই আয়ত্তে চলে এসেছে। এখন বাবার কাছে নম্বরের ভেল্কি শিখছে সে। মুখে মুখেই যোগ-বিয়োগ, গুণ-ভাগ ঝটাপট করে ফেলতে পারে পাঁচ বছর বয়সেই। আঙুল গোনা তার ধাতে নেই। বাবা আদর করে ডাকেন ' (Human Calculator)।'শৈশবে বাবার দেওয়া সেই নামই পরবর্তী কালে একবাক্যে মেনে নেয় গোটা বিশ্ব। শকুন্তলা দেবী। বিশ্বে যাঁর পরিচিতি ' নামে। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তাঁকে নতুন নাম দিয়েছে, ' ।'শকুন্তলা দেবী আজ আর নেই। দেশের গর্ব নারী-শক্তির অনন্য প্রতীক শকুন্তলা দেবীর মৃত্যু হয়েছে ২০১৩ সালে। আজও তাঁর জন্মদিন ৪ নভেম্বরকে বিশেষ সম্মান দেয় গুগল ডুডল।তাঁর জীবনী নিয়েই সিনেমা বানিয়েছেন চিত্রপরিচালক অনু মেনন। নাম চরিত্রে বিদ্যা বালন। বিদ্যা বলেছিলেন, এমন এক জন নারীর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে তাঁকে, শিখতে হয়েছে অঙ্ক।গোঁড়ামির বাঁধন ভাঙতে শিখিয়েছিলেন বাবা১৯২৯ সালে বেঙ্গালুরুর গোঁড়া হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম। বাবা ছিলেন ধর্মের আস্ফালনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা এক বিপ্লবী। প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল পরিবারের অন্দরেই। সম্পন্ন ঘরের মায়া ছেড়ে সার্কাসের তাঁবুতে ঘুরে বেড়ানোতেই ছিল তাঁর আনন্দ। পারিবারিক ব্যবসায় যোগ না দিয়ে নাম কুড়িয়ে ছিলেন ম্যাজিসিয়ান হিসেবে। সংসার পাতেন সেই সার্কাসের টেন্টেই। মেয়েও ছোট থেকেই বাবার চিন্তাধারায় প্রভাবিত। অভাব থাকলেও, মুখে তার প্রকাশ নেই। শেখার তাগিদ অদম্য। অঙ্কের নম্বর চেনা শুরু বাবার কাছেই।শকুন্তলা দেবী জানিয়েছিলেন, তাঁর বাবা যখন তাসের ম্যাজিক দেখাতেন, প্রতিটা তাসের নম্বর তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। একটা সময় বাবা আবিষ্কার করেছিলেন, মেয়েকে তাসের খেলায় হারানো দুষ্কর। একরত্তি মেয়ে স্মরণ ক্ষমতায় টেক্কা দিয়েছে তার বাবাকেও। পাঁচ বছরের মেয়ের ব্যতিক্রমী মেধার কথা চাপা থাকে না। ছড়িয়ে পড়ে গোটা বেঙ্গালুরুতে।মহীশূর ইউনিভার্সিটিতে ১৮ বছরের ছাত্রের অঙ্ক কষে দেন ছ'বছরের শকুন্তলাশকুন্তলা তখন ছয়। স্কুলে-কলেজে মেয়েকে নিয়েই তাসের খেলা দেখিয়ে বেড়ান বাবা। সার্কাসের জীবন থেকে মেয়েকে দূরে রাখতে হবে। মহীশূর ইউনিভার্সিটিতে ছ'বছরের মেয়ের তাসের ম্যাজিক দেখে মুগ্ধ হলেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। মেয়ের মন তখন বোর্ডে লিখে রাখা জটিল অঙ্কের প্রশ্নের দিকে। গুটিগুটি পায়ে হেঁটে চক নিয়ে পুরো অঙ্কটা নির্ভুল ভাবে কষে দেয় সে। থতমত খেয়ে যান অধ্যাপক থেকে ক্লাসের ছাত্রছাত্রীরাও। জটিল এই সমস্যার সমাধান এই পুঁচকে মেয়ে করল কী ভাবে? বাবার মুখে গর্বের হাসি। মেয়ের কিন্তু হেলদোল নেই। ম্যাজিক দেখিয়ে সে বাবার হাত ধরে হাঁটা দিয়েছে আন্নামালাই ইউনিভার্সিটির দিকে। সেখানেও একই অবাক কাণ্ড। গড়গড়িয়ে মুখে মুখেই অঙ্ক কষে দিচ্ছে মেয়ে। ধীরে ধীরে ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দরাবাদ ও বিশাখাপত্তনমের একাধিক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়তে একই ভাবে নিজের কেরামতি দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় একরত্তি শকুন্তলা।বাবার হাত ধরে লন্ডনে, শকুন্তলা তখন ১৫, আন্তর্জাতিক স্তরে মিলল খ্যাতিপ্রথাগত স্কুলের শিক্ষা শকুন্তলা দেবীর হয়নি। নিজের শিক্ষক নিজেই ছিলেন তিনি। পাশে পেয়েছিলেন বাবাকে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেয়েকে নিয়ে ' শো' করেছিলেন বাবা। পয়সা রোজগারের জন্য নয়, শকুন্তলার প্রতিভাকে পরিচিতি দিতে। ঠোক্কর খেয়েছিলেন বিস্তর, অবিশ্বাস করেছিলেন অনেকেই। বেঁচে থাকার লড়াইটা তখনই শিখে নিয়েছিলেন কিশোরী শকুন্তলা। ১৯৪৪ সাল। বাবার হাত ধরে দেশের বাইরে পা রাখলেন শকুন্তলা। প্রথম ট্রিপ লন্ডনে। একটা ক্যুইজ কনটেস্টে বাকিদের হারিয়ে পুরস্কার জিতে নিলেন শকুন্তলা। বাড়ল আত্মবিশ্বাস। শুরু হলো বিশ্বের নানা দেশে ভ্রমণ।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হংকং, জাপান, শ্রীলঙ্কা, ইতালি, কানাডা, রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন, মরিশাস, ইংেদানেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার বিভিন্ন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে নিজের স্কিল দেখিয়ে দিলেন শকুন্তলা। অবাক হলেন নামী দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-গবেষকরা। ১৯৫৫ সালে বিবিসি-র শো-য়ে শকুন্তলার মুখোমুখি হলেন সঞ্চালক লেসলি মিশেল। খুঁজে খুঁজে সবচেয়ে শক্ত অঙ্কের হিসাব নিয়ে এসেছেন তিনি। শকুন্তলাকে ভুল প্রমাণ করতেই হবে। শুরু হলো ঠাণ্ডা যুদ্ধ।শকুন্তলা ততদিনে অনেক সাবলম্বী। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, গ্রামের সেই লাজুক মেয়েটি আর নেই। মিশেলের প্রশ্নের উত্তর কয়েক সেকেন্ডে দিয়ে দিলেন শকুন্তলা। কিন্তু মিশেল নাছোড়। বললেন, ভুল উত্তর। পরে ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটারে সেই হিসেব ফেলে দেখা গেল, শকুন্তলার উত্তরই সঠিক। ক্যালকুলেটর এই হিসেব কষতে সময় নিয়েছিল তিন মিনিট। শকুন্তলা নিয়েছিলেন কয়েক সেকেন্ড। মাথা নোয়ালেন বিবিসি-র সঞ্চালক। শকুন্তলার নাম হলো ' ১৯৭৭ সাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে ' মেথোডিস্ট ইউনিভার্সিটি'তে ডাক পড়ল শকুন্তলার। ততদিনে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে গোটা মার্কিন মুলুকে। ২০১ ডিজিটের নম্বরের ২৩তম রুট করতে বলা হলো তাঁকে। শকুন্তলা কষে দিলেন ৫০ সেকেন্ডে। তাজ্জব হলেন অধ্যাপক। কারণ প্রবলেমটা বোর্ডে লিখতে তাঁর সময় লেগেছিল ৪ মিনিট। কম্পিউটার সেটা সলভ করেছিল ১-২ মিনিটে।বিশ্ব রেকর্ড করলেন শকুন্তলা দেবী, নাম হলো 'হিউম্যান কম্পিউটার'১৯৮০ সালের, ১৮ জুন। শকুন্তলা দেবীর অঙ্কের-ম্যাজিক দেখতে ইম্পেরিয়াল কলেজ অব লন্ডনের ক্লাস ঘরে ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। অধ্যাপক বোর্ডে দু'টো সংখ্যা লিখে দিলেন। দুটোই ১৩ নম্বরের সংখ্যা। গুন করতে হবে। ৭,৬৮৬,৩৬৯,৭৭৪,৮৭০২,৪৬৫,০৯৯,৭৪৫,৭৭৯। শকুন্তলা দেবী সময় নিলেন ২৮ সেকেন্ড। কোনও কম্পিউটারের সাহায্য নয়।স্রেফ মুখে মুখেই অঙ্ক কষে উত্তর দিলেন ১৮,৯৪৭, ৬৬৮, ১৭৭,৯৯৫, ৪২৬,৪৬২,৭৭৩,৭৩০ (Human Calculator)। হাততালি দিয়ে উঠলেন ক্লাসে উপস্থিত পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা। ' বুলেটিন' দৈনিকে ছবি দিয়ে ফলাও করে বার হলো শকুন্তলা দেবীর ব্যতিক্রমী প্রতিভার কথা। এর পরেও চমক দিয়েছেন বহুবার। ১৯৮২ সালে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম উঠল অঙ্কের-জাদুকর শকুন্তলী দেবীর। বিশ্বে পরিচিতি হলো ' (Human Computer) নামে।মেয়ের মগজে? শকুন্তলা দেবীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সাইকোলজির অধ্যাপক আর্থার জেসন। নানা রকম জটিল অঙ্কের সমস্যা দিয়ে তিনি নিশ্চিত হন, এই মেয়ের ব্রেন কাজ করে অসামান্য ক্ষিপ্রতায়। ১৯৯০ সালে ' জার্নালে তিনি লেখেন, ৬১,৬২৯,৮৭৫ এর ৩ বর্গমূল এবং ১৭০,৮৫৯,৩৭৫ এর ৭ বর্গমূল করতে দেওয়া হয়েছিল শকুন্তলা দেবীকে। জেসন যতক্ষণ নোটবুকে সংখ্যাগুলো তুলেছিলেন, তার অনেক আগেই সঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছিলেন শকুন্তলা দেবী।' অপরাধ নয়' শকুন্তলা দেবী লড়াই শুরু করেছিলেন ১৯৭৭ সালেইকলকাতার আইএএস অফিসার পরিতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শকুন্তলা দেবীর। সেটা ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি। বাঙালি পরিবারের বউ শকুন্তলা সব আদব কায়দাই রপ্ত করেছিলেন। জীবনও চলছিল চেনা ছন্দেই। তাল কাটে কয়েক বছর পরে। শকুন্তলা বুঝতে পারেন, তাঁর স্বামী আদতে সমকামী। ১৯৬৫-৭০ সালে সমকামিতা তখন আইনের চোখেই নয়, সমাজের চোখেও ' অপরাধ।' যৌন পছন্দকে তাঁর মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয়নি দেশ। সমকামিতাকে মানসিক অসুস্থতা বলেই দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এগিয়ে এলেন শকুন্তলা দেবী। সংসার ভাঙল ঠিকই, তবে আদর্শ মচকাল না। সমকামিতার লড়াইয়ে স্বামীর পাশেই দাঁড়ালেন। শুরু হলো এক অন্য পথ চলা।সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছিলেন শকুন্তলা দেবী। তাঁদের মানসিকতা নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেন তিনি। এই গবেষণার ফসল হলো তাঁর প্রথম বই ' ওয়ার্ল্ড অব হোমোসেক্সুয়ালস।' সমকামিতা যে অপরাধ নয়, সমকামীদের যাপন-পদ্ধতি শুধু আলাদা, এই বইয়ের প্রতি পাতায় সেটাই বুঝিয়েছিলেন শকুন্তলা দেবী। পরবর্তী কালে আন্তর্জাতিক মহলেও স্বীকৃতি পায় এই বই। বলা হয়, এলজিবিটি কমিউনিটির উপর এত বিস্তারিত তথ্য আগে কেউ লেখেননি। অঙ্কের-জাদুকর শকুন্তলা দেবীর জীবন খুব একটা বাঁধাধরা গতে ছিল না। অঙ্কের হিসাব (Human Computer) চটজলদি মেলাতে পারলেও, জীবনের হিসেবে তিনি নানা চড়াই-উরাই পেরিয়েছেন। পরিস্থিতি তাঁকে করে তুলেছিল বজ্র-কঠিন, মানবিকতার আদর্শ রূপ। দারিদ্র শিখিয়েছিল কী ভাবে লড়াই করতে হয়। দুর্যোগের মেঘ গাঢ় হলেও, জীবনের উপর আস্থা হারাতে নেই। আর এখানেই তাঁর সাফল্য, বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি।

আনন্দ বিহার টার্মিনাল ও যোগবানীর মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্য একটি গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ২২ এপ্রিল ঃ এই ২০২৫ সালের আসন্ন গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আনন্দ বিহার টার্মিনাল এবং যোগবানীর মধ্যে আরও একটি অতিরিক্ত গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই ট্রেন পরিষেবা উভয় দিক থেকে ১২টি করে ট্রিপের জন্য থাকবে। অতিরিক্তভাবে, সময়ানুবর্তিতা বৃদ্ধি এবং ট্রেন চলাচলকে উন্নত করার করার লক্ষ্যে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রঙিয়া ডিভিশনে দুটি মুখ্য ট্রেনের সময়সূচী সংশোধন করেছে, যা ২৯ এপ্রিল ২০২৫ থেকে যাত্রা শুরু করা ট্রেনের জন্য কার্যকর হবে। ট্রেন নং. ১২৪২৩ ডিব্রুগড় - নিউ দিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৩২৪৭ কামাখ্যা - রাজেন্দ্র নগর ক্যাপিটাল এক্সপ্রেসের জন্য সময়সূচী সংশোধন করা হয়েছে। ফলে এই অঞ্চলে ভ্রমণের সুবিধা বৃদ্ধি ও সংযোগ এবং গতিশীলতার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ সাধন করবে। ট্রেন নং. ০৪০৯৪ (আনন্দ বিহার টার্মিনাল - যোগবানী) সামার স্পেশাল ২৪ এপ্রিল থেকে ১০ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ২৩.৫৫ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল থেকে রওনা হয়ে শনিবার ০৭.৩০ ঘণ্টায় যোগবানী পৌঁছবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ০৪০৯৩ (যোগবানী - আনন্দ বিহার টার্মিনাল) সামার স্পেশাল ২৬ এপ্রিল থেকে ১২ জুলাই, ২০২৫ পর্যন্ত প্রত্যেক শনিবার ০৯.৩০ ঘণ্টায় যোগবানী থেকে রওনা হয়ে রবিবার ১৬.০০ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার টার্মিনাল পৌঁছবে। ট্রেনটি উভয়দিকে গাজিয়াবাদ, কানপুর সেন্ট্রাল, লখনউ, বারাণসী জং., বালিয়া, ছাপড়া জং., বারাউনি জং., খাগরিয়া জং., কাটিহার জং., ফরবেসগঞ্জ হয়ে চলবে। ট্রেনটিতে ২০টি কোচ থাকবে। সংশোধিত সময়সূচী অনুসারে, ট্রেন নং. ১২৪২৩ রাজধানী এক্সপ্রেস এখন রঙিয়া জংশনে ০৭.৩৮ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০৭.৪০ ঘন্টায় ছাড়বে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১৩২৪৭ ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এখন নিউ বঙাইগাঁও - এ ০৮.৩০ ঘন্টায় পৌঁছাবে এবং ০৮.৩৫ ঘন্টায় ছাড়বে। এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের শোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হচ্ছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্কুলে প্রজেক্ট জমা দিয়েও, কাউন্সিল পোর্টালে অনুপস্থিত, ফাইন হাজার

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২২ এপ্রিল ঃ এ যেন একুশে আইন। ছাত্ররা প্রজেক্ট খাতা জমা দিয়েও, কাউন্সিল পোর্টালে অনুপস্থিত। শুধু তাই নয়, স্কুল থেকে ফোন করে হাজার টাকা জরিমানা আনার কথা বলা হয়। আর তাতেই ক্ষোভ বেড়েছে পড়ুয়া থেকে অভিভাবকদের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের রামপুরহাট শহরের শতাব্দী প্রাচীন রামপুরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে। জানা গেছে, আর্টস, কমার্স ও সায়েন্স মিলে মোট চারজন ছাত্রের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে। তাদের মধ্যে এক ছাত্র এবার পরীক্ষায় বসে নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র ও অভিভাবক এদিন স্কুলে বলেন, নির্দিষ্ট দিনে প্রজেক্টের খাতা জমা দিয়েও যদি, একটি বিষয়ে অনুপস্থিত দেখানো হয় এবং অন্যায়ভাবে হাজার টাকা জরিমানা করা হয় তাহলে পরীক্ষার ফল নিয়ে কী হবে সেই আশঙ্কায় আছি। স্কুল বলছে, কাউন্সিল পোর্টালের ভুল। কিন্তু আমরা কী করে কাউন্সিল পর্যন্ত পৌঁছাবো? রামপুরহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল আলম বলেন, ঘটনাটা সত্য। আগে জরিমানা অর্থ কম ছিলো। এখন সেটা বৃদ্ধি পেয়েছে। টাকাটা স্কুল নেয় না। কাউন্সিল নেয়। আমাদের স্কুল থেকে বর্ধমানে কাউন্সিলের দফতরে ফাইন সহ অন্যান্য ডকুমেন্ট নিয়ে যাওয়া হবে। দেখা যাক কী হয়।

বিজ্ঞপ্তি

27.04.2024 তারিখে 100-15/22/2024 নং মেমোয় প্রকাশিত আমমোক্তার নামা মূলে মিউটেশনের নিয়মাবলী, - আমমোক্তার গ্রহীতা প্রদীপ গুছাইত পিতা বৈদ্যনাথ গুছাইত, সাং G.I.P. কলোনী, থানা - জগাছা, জেলা- হাওড়া, আমমোক্তার দাতাগণ আশুরা বেগম, হোসেনা খাতুন, মানসুরা বেগম, সপুরা বেগম, হাজেরা মল্লিক, করিম আলি মোল্লা, মনির আলি মোল্লা ও আজিজুল মোল্লা সাং - দঃ সন্তোষপুর, থানা- জে.বি.পুর, জেলা- হাওড়া, 2022 সালে DSR-I, হাওড়া রেজিস্ট্রি অফিসে 10-4022/2022 ও 10-4032/2022 নম্বর আমমোক্তারনামা দুইটি রেজেস্ট্রি হয়েছিল, মৌজা-সাদতপুর, জে.এল- ৫৭ নম্বর হাল ১৩৪, ১৯৭, ৩৪৪, ৬৬৭, ৬৮১, ৯৬৪ ও ৭৪৯ নং খতিয়ানে হাল এল.আর.১৪০৮ ও ১৪০৯ নং দাগে মোট ৬৪.৩৬ শতক সম্পত্তি আমমোক্তার নিয়ে 2022 সালে DSR-I হাওড়া রেজেস্ট্রি অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত 30-8219 নং দলিলে ক্রয় করেন (1)সুকদেব মন্ডল পিতা হারাধন মন্ডল (2) টুসি মন্ডল স্বামী সুকদেব মন্ডল এবং ঐ একই অফিসে রেজেস্ট্রিকৃত 30-8218 নম্বর দলিলে ক্রয় করেন (3) বরুন কোলে পিতা অনিল কোলে (4) চন্দনা কোলে স্বামী বরুন কোলে সর্ব্ব সাং - G.I.P কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া।

স্বাঃ অলোক কুমার ভট্টাচার্য্য
এ্যাডভোকেট, হাওড়া জাজেস কোর্ট

e-Tender
Kalekhantala-II Gram Panchayat
Parulia, Purba Bardhaman.
NIT no.132/NIT/CFC/K2GP/2025(1nos Road) date 22/04/2025 Published on eNIT site on 23/04/2025 Fund:15th CFCG Untied (24-25) For Details,Please Visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

বর্ধমানে বিতর্কিত অবৈধ বহুতল ভাঙার কাজ শুরু করল পৌরসভা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ এপ্রিল ঃ বারংবার নিষেধ উপেক্ষা করে চলছিল অবৈধভাবে বহুতল নির্মাণের কাজ, একপ্রকার বাধ্য হয়েই বর্ধমান শহরের কালীবাজার মোড়ের কাছে নির্মিয়মাণ একটি আটতলা বিল্ডিং ভাঙতে শুরু করলো বর্ধমান পৌরসভা। মঙ্গলবার সকাল থেকে পুলিশ ও পৌর আধিকারিকদের উপস্থিতে বিল্ডিংটি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট ভবেশ চন্দ্র মণ্ডল ও পুরসভার ল'অফিসার তন্ময় তা এর উপস্থিতিতে ওই বিল্ডিংয়ের উপর থেকে ভাঙার কাজ শুরু করা হয়েছে। পৌরসভার ল'অফিসারের দাবি, পৌরসভার পক্ষ থেকে এই নির্মিয়মাণ বহুতলের অবৈধ অংশ ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই নির্দেশ অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বহুতল ভাঙার অধিকার বর্ধমান পৌরসভার রয়েছে কি না, তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করছে বহুতলের মালিক তুহিন কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৪ এপ্রিল সে বিষয়ে হাইকোর্টে শুনানি রয়েছে বলে দাবি মালিক পক্ষের। অন্যদিকে, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার জানিয়েছেন, অবৈধভাবে বহুতল টি নির্মাণ করা হচ্ছে বলে জানতে পেরে নির্মাণ বন্ধের জন্য এই নিয়ে ৪ বার নোটিশ করা হয়েছিল পৌরসভার পক্ষ থেকে। সেই নোটিশ কে গুরুত্ব না দিয়ে নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল মালিকপক্ষ। তিনি নিজে গত ডিসেম্বরের ৩ তারিখ পৌর আধিকারিকদের নিয়ে পরিদর্শন করে মালিকপক্ষকে দেখা করার নির্দেশ দিলেও কর্ণপাত করেনি তারা, এমনকি কোন কাগজপত্রও দেখাতে পারেন নি। বর্ধমান পৌরসভার কাছে জি প্লাস থ্রি অর্থাৎ চারতলা বিল্ডিং এর অনুমোদন নিয়ে আটতলা বিল্ডিং এর নির্মাণ করে যান মালিকপক্ষ। এরপর ৪ এপ্রিল বিল্ডিংটি ভাঙার নির্দেশ দেয় পৌরসভা। সেই নোটিশের পরিপেক্ষিতে হাইকোর্টের দারস্থ হন বহুতলের মালিক তুহিনকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

Cooch Behar Municipality
CORRIGENDUM
Following changes have been made for **Tender Id: 2025_MAD_833722_1** e-bid submission end date - **24-04-2025** e-Bid opening date - **26-04-2025** Details information will be available from the website
— (i) **http://wbtenders.gov.in**
(ii)www.coochbeharmunicipality.com
Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality

CORRIGENDUM NOTICE
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No. WBMAD/DKM/CP/e-NIT-03/2025-26 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-05/2025-26** Bid submission closing date(Online) - **29/04/2025 instated of 22/04/2025** and Bid Submission opening date (Online) **02/05/2025** instated of **24/04/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
Udaynarayanpur, Howrah
PRESS NOTICE
E-Tender No.-WB/HWH/UNPUR/NIET-1/BDO/25-26, **Dt.-21/04/2025** for 10 nos. scheme within the jurisdiction of Udaynarayanpur Development Block. **Tender ID-2025_ZPHD_837527_1 to 2025_ZPHD_837527_10**. Detail information will be available from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Block Development Officer
Udaynarayanpur Dev. Block

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ই-টেন্ডার/২০২৫/১৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দক্ষিণ পূর্ব রেল, খড়গপুর-৭২১৩০১ উল্লেখিত **তারিখে ১৫.০০ টার** আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং **খোলা হবে ১৫.৩০ টায়: ক্রম. নং.; টেন্ডার নং.; কাজের বর্ণনা; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য; খোলার তারিখ; কাজ সমাপ্তির সময়কাল: (১); ই-কেজিপি-এইচকিউ-১৪-২০২৫**; এডিইএন/সেটেলমেন্ট/খড়গপুরের আওতাধীন (তৃতীয় কল) ৩য় এভিনিউতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ; ₹ **৩৭,৫৭,২৫০.৮৮**; ₹ **৭৫,২০০.০০**; ০৭.০৫.২০২৫; ০৬ মাস **(২); ই-কেজিপি-সাউথ-১৯-২০২৫**; কাজগুলির সম্পাদন (i) বক্স পুশিং পদ্ধতি দ্বারা বাংরিপোসি-রূপসা জং -এ সেকশনে জোগল-জুগপুরা রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে হাওড়া থেকে ২২৮ কিলোমিটার দূরে, পোল নং আরবি ১৫/১০ এবং আরবি ১৫/০৯ -এর মধ্যে ওয়ে লিভ সুবিধার জন্য বাইশিঙ্গা ব্রাঞ্চ ক্যানেলের আরডি ৬২২২৫এম -এ রেলওয়ে সেতু নির্মাণ আরবিপিওয়াই-১৫এ (১X ৬.০এমX ২.৫০এম আরসিসি বক্স)। (ii) এডিইএন/বিএলএস-এর অধীনে বক্স পুশিং পদ্ধতি দ্বারা বাংরিপোসি-রূপসা জং সেকশনে বেতনোটি-কৃষ্ণচন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে হাওড়া জংশন পোল নং আরবি২৮/১৬ এবং আরবি২৯/০১ থেকে কিমি ২৪২-এ ওয়ে লিভ সুবিধার জন্য নুয়াগাঁও ডিস্ট্রিবিউটরির আরডি ৭২৩-এ রেলওয়ে সেতু নির্মাণ আরবিপিওয়াই ২১-এ (১X৪.১৩৪এমX২এম আরসিসি বক্স)। ₹**৯,৪০,৪০,৮৯৪.৭৫**; ₹ ৬,২০,২০০.০০; ০৮/০৫/২০২৫; ১২ মাস। **টেন্ডার নথির খরচ :** ₹ ০.০০ (ক্রম নং ১ ও ২-এর জন্য); **টেন্ডার শুরুর তারিখ: ক্রম নং ১-এর জন্য ২৩/০৪/২০২৫** থেকে এবং **০৭/০৫/২০২৫** তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত; **ক্রম নং ২-এর জন্য ২৪/০৪/২০২৫** থেকে এবং **০৮/০৫/২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের টেন্ডার জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না।
দ্রষ্টব্য: সম্ভাব্য দরদাতারা সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। **(PR-70)**

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN - 067/DGP/2025-26
For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for CONSTRUCTION OF CC DRAIN. Source of Fund: 15th F.C. Document download/sell starting(online) from **17.04.2025 up to 24.04.2025 at 18.00 Hrs.** Last date of submission of Bid(online) **24.04.2025 18.00 Hrs.** Bid Opening date for Technical Proposals(Online): **25.04.2025 at 14.00 Hours.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

NOTICE INVITING EOI cum TENDER
Notice Inviting Expression of Interest cum tender (e-NIT No. 02 of 2025-26/PO/BCW/JAL, Dt. 22-04-2025) for preparation of Detailed Project Report (DPR) of different community development schemes within the district of Jalpaiguri. Last date of bid submission is **29-04-2025 up to 17:00 hours**. For details, please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD. Jalpaiguri

গ্রেপ্তার তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ এপ্রিল ঃ অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে লুকিয়েছিল তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ এলাকায় হানা দেয়। গ্রেপ্তার করা হয় তিন বাংলাদেশিকে। পাকড়াও করা হয়েছে দালাল ওই ব্যক্তিকেও। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার হাঁসখালিতে। কী কারণে ওই তিনজন এদেশে ঢুকেছিল? পুলিশ সেসব জানার চেষ্টা করছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার গভীর রাতে নদিয়ার হাঁসখালির ভারত- বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ওই তিনজন এদেশে অনুপ্রবেশ করেন। ওই এলাকার বাসিন্দা আমির হোসেন নামে এক ব্যক্তি দালাল হিসেবে কাজ করে বলে অভিযোগ। ওই ব্যক্তির বাড়িতেই তিনজন লুকিয়েছিল বলে খবর। এদিকে সেই কথা পুলিশের কাছে পৌঁছে যায়। এরপরেই ওই এলাকায় হানা দেয় হাঁসখালি থানার পুলিশ। তিনজনকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা। এদেশে ঢোকার কোনও বৈধ কাগজপত্রও তাদের থেকে পাওয়া যায়নি। এরপরেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। জেরায় জানা গেছে, ধৃত অনুপ্রবেশকারীদের নাম আলামিন এস কে, মাকছুদুল মোল্লা ও আদরি শেখ। দালালের মাধ্যমেই ওই তিনজন এদেশে অনুপ্রবেশ করে বলে খবর। গত কয়েক মাস ধরে নদিয়ার সীমান্ত এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান চলছে পুলিশের। রানাঘাট পুলিশ জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে এখনও অবধি তিনশোর বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী গ্রেপ্তার হয়েছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওইসব এলাকায় ধারাবাহিকভাবে অভিযান চলবে। এদিন ওই ধৃত চারজনকে আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের জেরা করে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। সেই কথা জানা গেছে।

একই সঙ্গে চাকরিহারা ৬ শিক্ষক, ধুঁকছে জঙ্গলমহলের স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২২ এপ্রিল ঃ আদালতের নির্দেশে মুখ থুবড়ে পড়তে চলেছে জঙ্গলমহলের তিন জেলার সীমান্তবর্তী ঝিলিমিলি স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগ। বিজ্ঞান বিভাগেরই ৬ জন শিক্ষক সহ মোট ৯ জন শিক্ষক চাকরি হারানোয় চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে স্কুলের প্রায় দেড় হাজার পড়ুয়া। জঙ্গলমহলের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম এই তিন জেলার সীমানাবর্তী স্কুল ঝিলিমিলি। এ রাজ্যে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশের পর চূড়ান্ত সঙ্কটে পড়েছে বাঁকুড়া জেলার অন্যতম নামী এবং বড় এই স্কুল। স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ৬ শিক্ষকের পাশাপাশি এই স্কুলের ৯ শিক্ষকের চাকরির ভবিষ্যত এখন ঝুলে রয়েছে আদালতে। এদিকে এক সঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগের এত জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে যাওয়ায় স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের পঠন পাঠন কীভাবে চলবে তা ভেবেই কিনারা করতে পারছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে স্কুলের প্রায় ১৪০০ পড়ুয়া। বাঁকুড়ার একেবারে দক্ষিণ সীমানায় অবস্থান রানিবাঁধ ব্লকের ঝিলিমিলির। ঝিলিমিলির একদিকে পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান ব্লক অন্যদিকে ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি ব্লক। এই তিন জেলারই সীমানাবর্তী গ্রামগুলির ১৪০০- র বেশি পড়ুয়ার কাছে অন্যতম ভরসার জায়গা ঝিলিমিলি হাইস্কুল। অর্থনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া আদিবাসী প্রধান ওই এলাকার পড়ুয়াদের লেখাপড়া অনেকাংশেই স্কুল নির্ভর। ২০২০ সালে বিজ্ঞান বিভাগের ৬ জন শিক্ষক নতুন করে এই স্কুলে আসায় পড়ুয়াদের কথা চিন্তা করে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগ চালু করা হয় এই স্কুলে। কয়েকবছর ধরে সেই বিভাগ সফলভাবে চলার পর সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে বড় ধাক্কা খেল স্কুল। আদালতের নির্দেশে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত এই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ৬ শিক্ষক সহ মোট ৯ জন চাকরি হারিয়েছেন। আদালতের নির্দেশের পর ওই শিক্ষকরা সেভাবে আর স্কুলমুখো হননি। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে চলবে স্কুল? কীভাবেই বা চালানো যাবে বিজ্ঞান বিভাগ? আশঙ্কায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। স্কুলে এতদিন মোট ২৫ জন শিক্ষক ছিলেন। যা পড়ুয়ার সংখ্যার অনুপাতে বেশ কম। সেই ২৫ জনের মধ্যে ৯ জন শিক্ষক চাকরি হারানোয় স্কুলের সামগ্রীক পঠন পাঠনই বা কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে তা নিয়েও শঙ্কায় স্কুল কর্তৃপক্ষ। আদালতের রায়ের পর নিজেদের পঠন- পাঠনের ভবিষ্যত নিয়েও চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে স্কুল পড়ুয়ারা।

গরমে ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পানীয় জলসঙ্কট

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২২ এপ্রিল ঃ ফুলিয়া ব্লক প্রাথমিক হাসপাতাল বর্তমানে জল শূন্য। সমস্যায় হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসা রোগী ও রোগী পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল সংকট রয়েছে পাশাপাশি হাসপাতালের মেল ও ফিমেল ওয়ার্ডের শৌচালয়ে নেই জল। হাসপাতালের বাইরে থেকে জল কিনে এনে ব্যবহার করতে হচ্ছে রোগীদের। আর তাতেই সমস্যায় পড়ছেন হাসপাতলে চিকিৎসা নিতে আসা রোগী ও তার পরিবার। হাসপাতালের চিকিৎসাধীন রোগী ও তার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ দীর্ঘ ২৫ দিন ধরে শৌচালয় নেই জল। বাইরে থেকে জল কিনে এনে শৌচালয় ব্যবহার করতে হচ্ছে। ডায়রিয়া ও ট্রাইফয়েড সহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীরা ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। বর্তমানে জলের অভাবে সমস্যায় পড়ছেন। বারংবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ হাসপাতালের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে, হাসপাতালে নেই কোন পরিষেবা। এছাড়াও অভিযোগ করছেন হাসপাতালের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক দীর্ঘদিন ধরেই তিনি হাসপাতালে আসেন না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে হাসপাতালের চিকিৎসা উপর নির্ভরশীল একাধিক দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী পরিবারগুলো চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। হাসপাতালের জল সংকটের খবর সংগ্রহ করতে গেলে আমাদেরকে দেখে তড়িঘড়ি শৌচালয় জলের ব্যবস্থা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে হাসপাতাল চত্বরে রয়েছে একাধিক পানীয় জলের কল ও সজল ধারা প্রকল্প। প্রত্যেকটি পানীয় জলের কল ও সজল ধারা প্রকল্প অকেজ হয়ে পড়ে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তার ফলেই পানীয় জল পাচ্ছেন না হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা। এই দরিদ্র পরিবারগুলো যারা হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল তারা অর্থের অভাবে ওষুধ পর্যন্ত কিনতে পারেন না, তাদেরকেও পানীয় জল কিনে পান করতে হচ্ছে। হাসপাতালের জলের সংকটের খবর পেতেই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। তিনি সরোজমিনে হাসপাতাল চত্বর খতিয়ে দেখেন এবং রোগীদের সমস্যার কথা শোনেন। এখন দেখার যে হাসপাতালে কত তাড়াতাড়ি এই সংকট মেটে।

কাফ সিরাপ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি থেকে রায়গঞ্জে পাচার হচ্ছিল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাদক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল ভক্তিনগর থানার এন্টি ক্রাইম উইং। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ ভক্তিনগর থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে শিলিগুড়ির পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস থেকে রায়গঞ্জে পাচার হচ্ছে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। অভিযানে মিলে গেল সাফল্য। রায়গঞ্জের বাসিন্দা উত্তম সরকারকে প্রচুর কাফ সিরাপ সহ গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার এন্টি ক্রাইম উইং। জানা গেছে একটি সবজির ব্যাগে করে ওই কাফ সিরাপ ধৃত রায়গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছিল। পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস থেকে রায়গঞ্জে যাবার বাসের অপেক্ষা করছিল সে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন

কলকাতা, ২২ এপ্রিল ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ২১.০৪.২০২৫ থেকে ২৬.০৪.২০২৫ পর্যন্ত অগ্নি নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন শুরু করেছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে, দেশব্যাপী স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলিতে অগ্নি নিরাপত্তার নিয়মাবলী সম্পর্কে সচেতনতা, প্রস্তুতি এবং সম্মতি বৃদ্ধির জন্য অধিদপ্তর, জেনারেল ফায়ার সার্ভিসেস, সিভিল ডিফেন্স, হোম গার্ড এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সাথে সমন্বয় করে। ''একত্রিত হয়ে আগুন জ্বালান, একটি অগ্নি নিরাপদ ভারত'' এই প্রতিপাদ্যটি প্রধান প্রশাসনিক ভবনের সামনে স্থানীয় দমকল কর্তৃপক্ষের অগ্নি দমন ব্যবস্থার উপর একটি প্রদর্শনীর মাধ্যমে শুরু হয়েছিল, যা শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, জিএম / এসইআর, শ্রী সৌমিত্র মজুমদার, এজিএম/ এসইআর, ডঃ অঞ্জনা মালহোত্রা, পিসিএমডি/ এসইআর, সদর দপ্তরের সমগ্র মেডিকেল ভ্রাতৃত্ব এবং সমস্ত বিভাগের প্রধান এবং তাদের কর্মীরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই অনুষ্ঠানের পরে নয়াদিল্লির স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, একটি ওয়েবিনারের মাধ্যমে একটি প্যান ইন্ডিয়া শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এই অনুষ্ঠানে সেন্ট্রাল হাসপাতাল অডিটোরিয়াম এবং এসইআর-এর বিভাগগুলির চিকিৎসা কর্তৃপক্ষ এবং সদর দপ্তরে তাদের নিজ নিজ বিভাগের পিএইচওডি এবং তাদের কর্মকর্তা ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সপ্তাহব্যাপী এই কর্মসূচিতে অগ্নি নিরাপত্তা সম্মতি এবং নিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনীয়তার উপর আরও ওয়েবিনার থাকবে। সমস্ত বিভাগীয় রেলওয়ে হাসপাতালগুলির পাশাপাশি সেন্ট্রাল হাসপাতাল, গার্ডেন রিচে দিনব্যাপী অগ্নি নির্বাপণ মক ড্রিলেরও পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি একটি পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা এবং একটি অগ্নি নিরাপত্তা কুইজের মাধ্যমে শেষ হবে। অগ্নি নিরাপত্তার প্রতি আমাদের সম্মিলিত প্রতিশ্রুতি পুনঃপ্রয়োগ করে অগ্নি-নিরাপদ ভারতের দিকে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সমগ্র অনুশীলনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **26.04.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **07.05.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল - 1ম তলা, মৃদয় হাউস, সেন্ট জন'স অ্যাম্বুলেন্সের বিপরীতে, গ্রাম ও পো-আগোরি, পিএস-সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া-7113023**

শাখার নাম: হাওড়া-ডোমজুর জিএল, তালুকা -ডোমজুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL33063507, GL33087542.
শাখার নাম: হাওড়া-লিলুয়া জিটি রোড জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23976255, GL24753384, GL25349192, GL26064798, GL26294559, GL26493227, GL26565051, GL28709611, GL29557098, GL29758047, GL30666505, GL30847590, GL30978347, GL30987750, GL32272457, GL32276431, GL32285780, GL32487639, GL32498771, GL32638412, GL32697395, GL32707954, GL32838011, GL32858243, GL33366917, GL33372050, GL33506403, GL33508561, GL34196635, GL34213262, GL34226291, GL34243641.
শাখার নাম: হাওড়া-ময়দান জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30870049, GL32461670, GL32472246, GL33953102.
শাখার নাম: হাওড়া-রামরাজতলা, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23805775, GL32616708, GL32634482, GL32966828, GL32983660, GL33249278, GL33264587, GL33306765, GL34143702.
শাখার নাম: হাওড়া-সালকিয়া গোলাবাড়ি জিএল, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32650230, GL32664654, GL32837872, GL32857805, GL32967429, GL33411193, GL33429905, GL34974795.
শাখার নাম: হাওড়া-সাঁকরাইল জিএল, তালুকা -উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25562339, GL27714688, GL28232488, GL28380265, GL29220907, GL31842815, GL31853280, GL31984096, GL32204039, GL32228359, GL32272289, GL32286383, GL32725260, GL32744204, GL32874656, GL32885866, GL32891499, GL32893290, GL33127840, GL33147855, GL33244762, GL33266280, GL33315673, GL33320270, GL33339500, GL33351930, GL33389697, GL33395750, GL33402675, GL33432086, GL33480481, GL33658142, GL33680944, GL33716730, GL33778215, GL34333641.
শাখার নাম: হাওড়া-শিবপুর, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25060462, GL25103682, GL25222018, GL30976468, GL30987229, GL32460720, GL32472536, GL32970827, GL32986614, GL33338101, GL33353716, GL33918690, GL33943933.
শাখার নাম: হাওড়া-শ্যামপুর সোহো জিএল, তালুকা - শ্যামপুর-।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25377229, GL32331294, GL32340967, GL32574642, GL32584609, GL32632132, GL32637169, GL33014707, GL33497044, GL33512854, GL33790660, GL35078988.
শাখার নাম: হাওড়া-উলুবেড়িয়া জিএল, তালুকা - উলুবেড়িয়া–।
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31052396, GL31073776, GL31884618, GL31904424, GL32178950, GL32184039, GL32199303, GL32199385, GL32202103, GL32260918, GL32285615, GL32505135, GL32527918, GL32735133, GL32745549, GL32796917, GL32800855, GL32970022, GL32986114, GL33063330, GL33086449, GL33303325, GL33318146, GL34263317.
শাখার নাম: কলকাতা-আন্দুল রোড, তালুকা - বালি জগাছা
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL30839160, GL30852146, GL32296912, GL32332039, GL32341867, GL32515955, GL32528134, GL32677204, GL32690392, GL32706917, GL32721048, GL32741396, GL32970062, GL32989441, GL33070715, GL33088507, GL33436812, GL33459606, GL33469344, GL33687364, GL33709373, GL33928520, GL34073800, GL34084575, GL34298372, GL34319348, GL34326461.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 23.04.2025
স্থান: হাওড়া

Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

বন দপ্তরের উদ্যোগে খানাকুলে অজানা জন্তুকে ধরার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খাঁচা পাতা হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২২ এপ্রিল ঃ প্রশাসন ও বনদফতরের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে অজানা জন্তুকে ধরার জন্য গ্রামে খাঁচা পাতা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই অজানা প্রাণীর কামড়ে জখম হয়েছেন তিন গ্রামবাসী। অজানা জন্তুর আতঙ্কে ঘুম উড়েছে এলাকাবাসীদের। শুধু আতঙ্ক নয়, গ্রামবাসীদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে ওই অজানা জন্তুর। ঘটনাটি ঘটেছে খানাকুলের ঠাকুর চক্রানু উত্তরপাড়া কালীমন্দির এলাকায়। আক্রান্ত ব্যক্তিদের খানাকুল গ্রামের হাসপাতালের প্রতিষেধক দেওয়া হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, দিন দুয়েক এক ধরে ওই অজানা জন্তুকে নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। ভয়ে আতঙ্কে এলাকার চাষীরা খেতে চাষ করতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। জন্তুটি যে কী সে ব্যাপারে গ্রামবাসীরা নিশ্চিত ভাবে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। কারোর দাবি সেটি শেয়াল কারোর দাবি বন-বিড়াল। যখন গ্রামবাসীদের মধ্যে একজন জানান ক্ষেতের কাজের সময় পিছন থেকে এসে জন্তুটি হাতে কামড়ে আবার জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। বনদফতর সূত্রে খবর, খাল সংলগ্ন এলাকাটির চারিদিকে জঙ্গল রয়েছে। বাড়ির বাইরে শিশুদের একা ছাড়তে বারণ করা হয়েছে এবং অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এমনটাই জানান হয়েছে। অদ্ভুত প্রাণীদের উপর যাতে কোনও অত্যাচার না হয় সে ব্যাপারে গ্রামবাসীদের মধ্যে মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে। জন্তুটিকে ধরার জন্য বিভিন্ন জায়গায় খাঁচা পাতা হয়েছে। মুরগির টোপ দিয়ে রাখা হয়েছে যাতে ধরা পড়ে সেই অজানা জন্তু! তবে ইতিমধ্যে এলাকার মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য এবং আতঙ্ক রয়েছে মানুষের মনে। নতুন করে কেউ যাতে আক্রান্ত না হন সেই কারণে সন্ধ্যের পর বাড়ির বাইরে একেবারেই বেরোচ্ছেন না মানুষজন।

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত,
হরিপাল, হুগলি
দরপত্র আহ্বান বিজ্ঞপ্তি নং
248/JGP/2025 তারিখ **22.04.2025**
অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত SBM & 15 th CFC তহবিল হইতে **2025-26** অর্থবর্ষের জন্য ফিল্টার চেম্বার নির্মাণের উদ্দেশ্যে **Online** দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখঃ **29.04.2025 12.00** টা পর্যন্ত।
Website: https://wbtenders.gov.in
প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ফ্যাসন ও রূপচর্চা

ত্বক এবং কেশচর্চার দারুণ টিপস

সামাণ্য যত্নেই আপনিও পেতে পারেন সেই জৌলুস

চৈত্রের অবসানে আসলো নতুন বছর-পয়লা বৈশাখ। বছরের শুরুর দিনে আমবাঙালি মেতে ওঠে হরেক পার্বনে। পুজো থেকে হালখাতা, প্রভাতফেরী, জলসা, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া সবমিলিয়ে জমজমাট উদযাপন। এই ভ্যাপসা গরমে সব অনুষ্ঠানে নিজেকে পারফেক্টরূপে অনন্যা করে তুলতে চাই একটু বিশেষ নজরদারি। কয়েকদিনের সামাণ্য যত্নেই আপনিও পেতে পারেন সেই জৌলুস। কিন্তু কীভাবে সহজে ত্বকের জেল্লা বাড়াবেন?

এর জন্য আপনি ঘরেই তৈরি করে ফেলতে পারেন একাধিক রূপটান। যেমন কফি-দই প্যাক, কলা-অ্যালোভেরা হেয়ার মাস্ক, চালের গুঁো- হলুদের বডি স্ক্রাব। বা।তিতে চটজলদি তৈরি করে ফেলুন এই প্যাক গুলি।

কফি-দই প্যাক- উপকরণ ২ টেবিল চামচ কফি পাউডার, ১২ টেবিল চামচ বেসন, ১ টেবিল চামচ দই, ১ চা চামচ মধু।

পদ্ধতি- সবকটি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে। এটির প্রলেপ মুখে লাগিয়ে অন্তত ২০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। উল্লেখ্য কফির মধ্যেকার ক্যাফেন ও ক্লোরজেনিক অ্যাসিড ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়, বেসন প্রাকৃতিক উপায়ে মৃত কোষ অপসারণ করে, দই শুস্ক ত্বককে মসৃণ করে, ত্বকের প্রদাহ প্রশমন করে এবং মধু ত্বকের বলিরেখা হ্রাস করে ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে সাহায্য করে। কলা-অ্যালোভেরা হেয়ার মাস্ক- উপকরণঃ ১ পাকা কলা, ২ টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল, ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল, ১ টেবিল চামচ মেয়োনিজ।

পদ্ধতি- উপকরণ গুলি মিক্সিতে পেস্ট করে একটি মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে। সেটি চুলের গোড়ায় ভালোভাবে লাগিয়ে অন্তত আধ ঘণ্টা রেখে ভালো ভাবে শ্যাম্পু করে নিতে হবে। উল্লেখ্য কলার পটাশিয়াম, কার্বোহাইড্রেট চুলকে নরম মোলায়েম করে। অ্যালোভেরা চুলের তৈলাক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণ করে, মাথার ত্বকে যেকোনও ধরণের সংক্রমণ প্রতিরোধ করে চুলের বৃদ্ধি ঘটায়। নারকেল তেল চুলের গোড়া মজবুত করে। মেয়োনিজ চুলকে মোলায়েম করে চুলের উজ্জ্বলতা বাড়ায়।

চালের গুঁড়ো- হলুদের বডি স্ক্রাব- উপকরণঃ ৫ টেবিল চামচ মুগ ডালের গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ চালের গুঁড়ো, ৪ টেবিল চামচ মালাই, ২ টেবিল চামচ টমেটোর খোসা, ১২ চা চামচ হলুদ। সবকটি উপকরণ দিয়ে মসৃণ পেস্ট তৈরি করে নিয়ে বডি স্ক্রাব হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মুগ ডাল ও চাল গুঁড়ো দেহের মৃত কোষ অপসারণ করে, ত্বকের ময়লা দূর করে। টমেটোর খোসা ত্বককে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি থেকে রক্ষা করে এবং হলুদ ও মালাই ত্বককে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে তোলে।

ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে হামলা করবে মার্কিন সেনা! গর্জন ট্রাম্পের

২২ এপ্রিল ঃ আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে ইরান। শোনা যাচ্ছে, শিগগিরি হয়তো এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে দুই দেশ। কিন্তু তার আগেই তেহরানকে ফের হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। পরিস্কার জানালেন, যদি ইরান তাদের কথা না শোনে, সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে সেনা নামাতেও পিছপা হবে না আমেরিকা। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্পকে বলতে শোনা গিয়েছে, ইরানকে পরমাণু অস্ত্র থেকে সরে আসতেই হবে। ওদের কাছে কোনও পরমাণু অস্ত্র থাকা চলবে না। এরপরই তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয় তেমন হলে কি মার্কিন সেনা ইরানের পরমাণু ঘাঁটিতে হামলা চালাতে পারে? জবাবে ট্রাম্প বলেন, অবশ্যই পারে। সেই সঙ্গেই তাঁর হুঁশিয়ারি, ইরান যেহেতু পরমাণু অস্ত্র তৈরিতে প্রায় সফল হয়েই গিয়েছে তাই তাদের দ্রুত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদিও ইরান বরাবরই এই দাবিকে অস্বীকার করেছে। ইরানকে আগেও একাধিকবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, ট্রাম্পের চূড়ান্ত লক্ষ্যই হল ইরান যাতে কখনওই পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে তা নিশ্চিত করা। আপাতভাবে সেজন্য কূটনৈতিক পথই অবলম্বন করতে চান তিনি। কিন্তু আলোচনায় সুরাহা না হলে সব পথই খোলা আছে। তাঁর কথায়, উনি ইরানকে পরিস্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন,

সব পথই খোলা রয়েছে। ইরানকে এবার বেছে নিতে হবে তারা কী চায়। হয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দাবি মেনে নাও অথবা নরকে যাও। প্রেসিডেন্ট এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। এব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর। এদিনও সেই একই মেজাজে দেখা গেল ট্রাম্পকে। এই পরিস্থিতিতে তেহরান কী জবাব দেয় সেদিকে তাকিয়ে ওয়াকিবহাল মহল।

হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য বন্ধ করল মার্কিন প্রশাসন

২২ এপ্রিল ঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসন না মানায় আমেরিকার অন্যতম অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর নেমে এল শাস্তির খাঁড়া। সম্প্রতি প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলি আগ্রাসন নিয়ে পড়ুয়াদের বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল একাধিক মার্কিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এরপরেই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ বিরোধী নির্দেশিকা জারি করে মার্কিন প্রশাসন। সেই নির্দেশিকা মানতে নারাজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এরপরেই তাদের ২২০ কোটি ডলার সাহায্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। ইজরায়েল-হামাসের যুদ্ধে গত দেড় বছরে কমপক্ষে ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া কয়েক লক্ষ। ১৮ মাসের যুদ্ধে গাজায় অন্তত ১৫ হাজার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। জখম ৩৪ হাজার। অন্তত ১০ লক্ষ শিশু ঘরছাড়া! এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে গোটা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ। পশ্চিম বিশ্বের শিক্ষিত সমাজও ব্যতিক্রম নয়। আমেরিকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও প্যালেস্টাইনের সমর্থনে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। যা একেবারেই না পসন্দ ট্রাম্প প্রশাসনের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইহুদি-বিদ্বেষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ইহুদি-বিদ্বেষ বন্ধ করার জন্য কী কী করণীয়, সে বিষয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল সরকারের তরফে। যা মানতে নারাজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। উলটে সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বিশ্বখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি। এরপরেই হার্ভার্ডকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ট্রাম্প প্রশাসন। বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ২২০ কোটি ডলারের সাহায্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই ২২০ কোটি ডলারের সাহায্য বন্ধের পাশাপাশি পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ৬ কোটি ডলারের একটি চুক্তিও স্থগিত রাখা হচ্ছে। এরপরেও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট অ্যালেন এম গার্বার মাথা নত করতে রাজি নন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয. নিজের স্বাধীনতাকে সঁপে দেবে না বা নিজের সাংবিধানিক অধিকারকেও ত্যাগ করবে না।

মেহুল চোকসিকে ভারতে ফেরানো সম্ভব?

২২ এপ্রিল ঃ শনিবার বেলজিয়ামে গ্রেপ্তার হয়েছেন ঋণখেলাপি মামলায় পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসি। সূত্রের খবর, ভারতের তরফে অনুরোধের পরেই পলাতক হিরে ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এবার তাঁকে দেশের মাটিতে ফেরানোই লক্ষ্য দিল্লির। প্রশ্ন হল, কীভাবে চোকসির প্রত্যর্পণকে বাস্তবায়িত করা হবে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।

সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের অভিযোগ পলাতক হিরে ব্যবসায়ী চোকসির বিরুদ্ধে। ২০১৮ সালে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা করে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। এখন তাঁকে ভারতে ফেরানোর প্রশ্নে ১২৪ বছরের ভারত-বেলজিয়াম সম্পর্কের কথা উঠছে। শুরুটা ঔপনিবেশিক আমলে। ইউরোপের এই দেশটির সঙ্গে ১৯০১ সালে একটি চুক্তি করেছিল ব্রিটেন। এরপর ১৯৫৮ সালে পুরনো চুক্তির সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করা হয়। ছয় দশক পরে ২০২০ সালে মোদি সরকার বেলজিয়ামের সঙ্গে নতুন

করে প্রত্যর্পণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০২০ সালের চুক্তি অনুসারে ভারত এবং বেলজিয়াম কিছু ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের প্রত্যর্পণের বিষয়ে একমত হতে পারে। কোনও অপরাধের জন্য দুই দেশেই এক বছরের জেল বা তার চেয়েও বেশি শাস্তি হলে সেই অভিযুক্তকে প্রত্যর্পণ করা যাবে। কর, রাজস্ব, অর্থনৈতিক অপরাধের ক্ষেত্রে প্রত্যার্পণ মান্যতা পাবে। বেলজিয়াম তাদের নাগরিকদেরও প্রত্যর্পণ করতে পারে, কিন্তু তা করতে তারা বাধ্য নয়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতির বিচারে প্রত্যর্পণের অনুরোধ বাতিল হতে পারে। রাজনৈতিক অপরাধীর ক্ষেত্রে খারিজ হতে প্রত্যার্পণের অনুরোধ। এছাড়া সামরিক অপরাধ, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতপাতের ভিত্তিতে কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে আবেদন খারিজ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, চোকসির ক্ষেত্র কোনও বাঁধাই কার্যকর হবে না। যেহেতু এক্ষেত্রে কর, রাজস্ব বা অর্থনৈতিক অপরাধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও চোকসির ক্ষেত্রে ভারতে প্রতারণা, দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ রয়েছে। অতএব, মেহুল চোকসি ভারতে প্রত্যর্পণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ত্রিভাষা নীতির নামে তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্রঃ স্ট্যালিন

চেন্নাই, ২২ এপ্রিল ঃ ত্রিভাষা নীতি ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মঙ্গলবার বিধানসভায় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী স্ট্যালিন বলেছেন, ত্রিভাষা নীতির নামে তামিলনাড়ুতে হিঃদি চাপিযে .দেওয়ার চেষ্টা করছে কেন্দ্র। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, নিট পরীক্ষার কারণে আমরা অনেক শিক্ষার্থী হারিয়েছি। আমরা ক্রমাগত নিট পরীক্ষার বিরোধিতা করে আসছি। ত্রিভাষা নীতির নামে, কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যেহেতু আমরা জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রত্যাখ্যান করেছি, তাই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে ২৫০০ কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত দেয়নি। এই পরিস্থিতিতে, শিক্ষাকে রাজ্য তালিকার আওতায় আনতে হবে।

রুশ হামলার পর ট্রাম্পকে ইউক্রেনে ডাক জেলেনস্কির

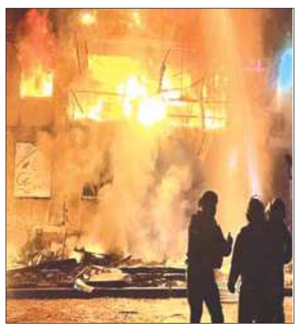

২২ এপ্রিল ঃ নামেই আলোচনা চলছে যুদ্ধবিরতি নিয়ে। ইউক্রেনে হামলার ধার এতটুকু কমায়নি রাশিয়া। রবিবার ইউক্রেনের উত্তর-পূর্বের শহর সুমিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় রুশ ফৌজ। যার জেরে কার্যত নরকে পরিণত হয়েছে শহরটি। এখনও পর্যন্ত প্রাণ গিয়েছে ৩৪ জনের। আহত শতাধিক। রাস্তায় ছা।য়ে ছিটিয়ে রয়েছে মৃতদেহ। ভেঙে প।ছে একের পর এক বহুতল। রাশিয়ার হামলার পর ধবংসের এই ছবি দেখার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইউক্রেনে আসার ডাক দিলেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে তিনি বলেন, আসুন দেখে যান পুতিন কী হাল করেছে আমাদের।

এই মুহূর্তে আমেরিকার মধ্যস্থতায় রাশিয়া ও ইউক্রেনের শান্তি আলোচনা চলছে। যুযুধান দু'দেশই লড়াই থামাতে শর্তসাপেক্ষে রাজি হয়েছে। কিন্তু এই আলোচনার মাঝেও যুদ্ধের ঝাঁজ কমেনি। সুমি শহরে ভয়াবহ রুশ হামলার পর ট্রাম্পকে কিয়েভে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জেলেনস্কি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আমি চাই, যুদ্ধজর্জর এলাকাগুলো এসে দেখে যান ট্রাম্প। তিনি দেখুন পুতিন কী হাল করেছে। দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন পুতিন কী করছে, কী চায়। কোনও কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, কোনও রকম সমঝোতার পথে হাঁটার আগে এখানে এসে নিরীহ মানুষগুলোর সঙ্গে কথা বলুন। নিজের চোখে হাসপাতাল, চার্চগুলোর দশা দেখুন। নিষ্পাপ শিশুগুলোর মুখের দিকে তাকান। জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত সুমিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৩৪ জন। মৃতদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। আহতের সংখ্যা ১১৭। রাশিয়ার এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন, ট্রাম্পের সমস্ত কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করছেন পুতিন। নিন্দা করে ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি বলেছেন, এই হামলা ভয়ংকর। কাপুরুষের মতো আক্রমণ করা হয়েছে। দ্রুত যুদ্ধবিরতির দাবি জানিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারও। এদিকে, রাশিয়ার এই হামলা নিয়ে মুখ খুলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের উপর এহেন আক্রমণ ভয়ংকর। রাশিয়াকে এর জবাব দিতে হবে। ফলে এবার মস্কোর বিরুদ্ধে তিনি আদৌ কোনও পদক্ষেপ করেন সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলের প্রসঙ্গত, দু'দিন আগেই শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ। ট্রাম্পও এই বিষয়ে পুতিনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে আলোচনা প্রক্রিয়া যখন ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ে এই হামলা প্রশ্ন তুলছে রাশিয়া কী আদৌ শান্তি চায়? প্রশ্ন সেখানেই।

মে মাসের মধ্যে আগরতলা শহরের কভার ড্রেন নির্মাণ শেষ হবেঃ মেয়র

আগরতলা, ২২ এপ্রিল ঃ বৃষ্টির জল নিষ্কাশনে রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নির্মীয়মান কভার ড্রেনের কাজ মে মাসের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। মঙ্গলবার রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড এলাকায় নির্মীয়মান কভার ড্রেনের কাজ পরিদর্শন শেষে একথা জানান পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিন তিনি বনমালীপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। গত রবিবার রাতে ভারী বর্ষণে রাজধানীর বিভিন্ন রাস্তায .জল জমে যায়।এর মধ্যে অন্যতম ছিল বনমালীপুরের বিভিন্ন এলাকা সহ লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড এলাকা। সংশ্লিষ্ট এলাকায় কভার ড্রেনের নির্মাণ কাজ চলছে। মঙ্গলবার সকালে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে মেয়র এর সাথে ছিলেন স্মার্ট সিটি প্রজেক্ট এর আধিকারিক শৈলেশ কুমার যাদব, বনমালীপুর এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক সুবল কুমার দে, সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত কর্পোরেটর সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এদিন রাজধানীর লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড এলাকায় নির্মীয়মান কভার ড্রেনের কাজও পরিদর্শন করেন মেয়র। পরিদর্শনকালে মেয়র জানান, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি রোড এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার বাড়ির সামনের নির্মীয়মান কভার ড্রেনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে। ড্রেনের লেভেল এবং গুণগতমান বজায় রেখে কাজ চলছে। তিনি জানান, বনমালীপুরে রবিবারের ভারী বর্ষণের ফলে কোন কোন এলাকায় জল জমে। কেন এই ধরনের ঘটনা, তা খতিয়ে দেখে প্রযোজনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মেয়র আরো জানান, শহরে বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন এলাকার কভার ড্রেনের নির্মাণ কাজ চলছে। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলে মে মাসের মধ্যে এই নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে যাবে। লেভেল এবং গুণগতমান বজায় রেখেই কভার ড্রেনগুলির নির্মাণ কাজ চলছে বলে জানান মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার।

দৃষ্টি অবহেলা মোকাবেলায় লেন্সকার্ট ফ্রি লেন্স রিপ্লেসমেন্ট প্রোগ্রাম চালু

২২ এপ্রিল ঃ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় এখনও পুরনো চশমার প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করে চলেছেন-নিজেদের ইচ্ছায় নয়, বরং লেন্স রিপ্লেসমেন্ট প্রায়শই ব্যয়বহুল এবং অসুবিধাজনক বলে মনে করা হয়। তবে, চক্ষু স্বাস্থ্য পেশাদাররা সতর্ক করে দিয়েছেন যে লেন্স আপডেট স্থগিত করলে দীর্ঘস্থায়ী চোখের চাপ, মাথাব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি এবং উপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে।৪০ বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। অনেকেই প্রেসবায়োপিয়ায় আক্রান্ত হতে শুরু করেন- এটি একটি প্রাকৃতিক, বয়স-সম্পর্কিত অবস্থা যেখানে চোখের লেন্স ফ্লেক্সিবিলিটি হারায়, যার ফলে কাছের বস্তুগুলিতে ফোকাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংশোধন না করা হলে, প্রেসবায়োপিয়া দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা এবং জীবনের মানকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করতে পারে।নতুন লেন্স এবং ফ্রেমের দাম বেশি হওয়ায় প্রেসক্রিপশন আপডেট পেতে প্রায়শই বিলম্ব হয়, যার দাম ১,৫০০ থেকে ৫,০০০ এরও বেশি হতে পারে। চোখের স্বাস্থ্যসেবার এই অবহেলিত সমস্যা সমাধানের জন্য, লেন্সকার্ট একটি ফ্রি লেন্স রিপ্লেসমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করেছে - এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় চোখের যত্নকে আরও সহজলভ্য করার জন্য ডিজাইন করা একটি প্রথম ধরণের উদ্যোগ। লেন্সকার্টের দেশব্যাপী ২০০০ স্টোর জুড়ে উপলব্ধ, এই প্রোগ্রামটি প্রফেশনাল ফিটিং সহ মাত্র ১৯৯ টাকায় যেকোনো ব্র্যান্ডের ফ্রেমের জন্য ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট লেন্স অফার করে।গ্রাহকরা তাদের বর্তমান ফ্রেমগুলি নিয়ে যেকোনো লেন্সকার্ট স্টোরে যেতে পারেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে নতুন লেন্স পেতে পারেন।

ত্রিপুরায় ছয়টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা

আগরতলা, ২২ এপ্রিল ঃ শিক্ষার সামগ্রিক বিকাশ ছা।া একটি রাজ্য কিংবা দেশ কখনো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে কোন প্রকার খামতি রাখছে না ত্রিপুরা সরকার। মঙ্গলবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমতলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এদিন ভার্চুয়েল মাধ্যমে আরও ৫টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। শিক্ষা ছাড়া জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিক্ষার সামগ্রিক বিকাশ ছাড়া একটি রাজ্য কিংবা দেশ কখনো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে না। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে কোন প্রকার খামতি রাখছে না রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার আমতলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেঃদ্র কুমার, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন সি শর্মা, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভুলন সাহা এবং বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুণগত শিক্ষা প্রদানে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার আধুনিকিকরণের উপর নজর দিচ্ছে কেঃদ্রীয় এবং রাজ্য সরকার। সেই মোতাবেক ২০২০ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতি চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্যেও বিদ্যালয় এবং কলেজ স্তরে এই শিক্ষা নীতি কার্যকর করা হয়েছে। একই সাথে রাজ্যের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কলারশিপ ও শিক্ষা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্য করছে রাজ্য সরকার। সেই সাথে রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে প্রায় ১৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৪টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে এডুকেশন হাব তৈরি করতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজ্যে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। সেই সাথে মহিলা কলেজ এবং টিআইটি'কেও বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমবাসা, কাকড়াবন এবং করবুকে নতুন তিনটি ডিগ্রি কলেজ স্থাপনেরও প্রস্তাব রাখা হয়েছে চলতি বাজেটে। একই সাথে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের আরও ৩০টি বিদ্যালয়ে নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এদিন আমতলি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধনের পাশাপাশি ভার্চুয়েল মাধ্যমে হেনরি ডিরোজিও একাডেমী, গান্ধীগ্রাম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তালতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ইন্দ্রনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং নন্দননগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরও নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সাথে ধরিত্রী দিবস উপলক্ষে কিওআর কোডও উন্মোচন করা হয় এই অনুষ্ঠানে। এই কিওআর কোডের মাধ্যমে বিভিন্ন গাছের নাম, প্রজাতি, বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা সম্পর্কে তাক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীরা।

Name Change

I, Tapati Mondal (Old Name) W/O– Ganapati Mandal resident of Karbala Road, Panchanantala, Hatinagar, Murshidabad, West Bengal, Pin-742102 do hereby decrale that I have changed my name from Tapati Mondal to Tapati Mandal and hencefort I shall be known as Tapati Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 28/03/2025 . My name Tapati Mandal & Tapati Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Nazma Mondal (Old Name) W/O– Mirjaruk Mondal resident of Vill- Brajanathpur, Po- Pipulbaria, Ps- Murutia, Dist-Nadia, West Bengal, Pin- 741152 do hereby decrale that I have changed my name from Nazma Mondal to Nazma Mandal and hencefort I shall be known as Nazma Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/04/2025. My name Nazma Mandal & Nazma Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Abdul Wohab (Old Name) S/O– Umar Ali resident of Vill- Pathanpara Po & Ps- Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin- 742148 do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Wohab to Md Abdul Wohab Ali and hencefort I shall be known as Md Abdul Wohab Ali (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/04/2025.My name Md Abdul Wohab Ali & Abdul Wohab both are same and one identical person.

Notice

ABUL KASHEM MOLLA S/O- GOLAM ROSUL MOLLA VILL- THARAHADHIA ,P/O- PAKAPOLERHAT,P/S- KASHIPUR, DIST - SOUTH 24 PARGANAS,PIN-700135 Had purchased a land/property,schedul below from chin deed Holders - MD MONIRUL ISLAM,S/O- ABDUL MOJIT MOLLA,VILL -GOCHURIYA,P/O -PITHAPUKUR ,P/S-KASHIPUR,DIST- SOUTH 24 PARGANAS,PIN -700135 Had a Purchased a land/property, schedule below, from power of attorney holder DABJANI ROY CHOUDHARY C/O-UDITANDU MUKHERJEE POA NO - 273/2018 A.D.S.R Bhangar chin deed -6364/2018 A.D.S.R Bhangar Men Deed no -1301/2020/A.D.S.R Bhangar.If any body has any objection on mutation of said land property please inform office of BL & LRO, Block Bhangar-ll ,in writing or over email B.L.R.O BHN@GMAOL.COM within one month from the date of this advertisement land schedule mouza -TARAHADHAYA J/L NO- 13.DAGE NO-539 Area 2.30 Satak, under LR khatian no - 341

Name Change

I DIPESH CHANDRA SAHA S/o LT BHUPESH CHANDRA SAHA RESIDENT AT NANIGOPAL SAHA ROAD SAKTINAGAR DIST NADIA PIN 741102 CHANGED MY NAME AND SHALL HENCED FORTH BE KNOWN AS DIPESH SAHA AS DECLARED BEFORE THE EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT VIDE AFFIDAVIT NO. SL.-2 DATED ON 21-04-25. DIPESH CHANDRA SAHA AND DIPESH SAHA IS SAME AND IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Jashimuddin Mondal (old name) S/O Abul Fazal Mondal, residing at Vill-Laskarpota Pantua, P.O.- Bargharia, P.S.- Swarupnagar, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743247, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jasimuddin Mondal (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 22/04/2025. Jasimuddin Mondal (new name) and Jashimuddin Mondal (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Md Noushad Alam (old name) S/O Shahe Alam, residing at 11/H/7, Topsia Road, Gobinda Khatick, Circus Avenue, Kolkata- 700046, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Naushad Alam (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 22/04/2025. Naushad Alam (new name) and Md Noushad Alam (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Jhantu Karmakar (old name) S/O Jiban Krishna Karmakar, residing at South Srirampur Purbasthali, Purba Bardhaman, Pin-741316, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jhantu Krishna Karmakar (new name) as declared before the notary public at kolkata, dated 22/04/2025. Jhantu Krishna Karmakar (new name) and Jhantu Karmakar (old name) both are same and identical person.

Name Change

I , Hasna Begam W/O- Sekh Nowser Ali resident of Vill- Puriha, P.O.- Kaiyar, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN- 713423, have changed my name and shall henceforth be known as 'HASNABANU SEKH' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 10/04/2025. That Hasna Begam and Hasnabanu Sekh are same and one identical person.

Name Change

I , SK Kanchan S/O- SK Nurul Islam resident of Vill- Sanko, P.O.- Sanko, P.S.- Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, have changed my name and shall henceforth be known as 'KANCHAN SEKH' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 21/04/2025. That SK Kanchan and Kanchan Sekh both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Sk Nasiruddin (পুরাতন নাম) পিতা Ala Uddin Sekh ঠিকানা Vill - Jayer, P.o - Jayer, P.s - Pandua, District- Hooghly, Pin- 712149 West Bengal India Ld.Judicial Magistrate (First Class) at Hooghly Dated 16-04-2025 এর Affidavit no 2948 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sekh Nasir Uddin (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sekh Nasir Uddin (নতুন নাম) ও Sk Nasiruddin (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Tahara Bibi, Tahara Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Abijul Mondal ঠিকানা Vill - Sonekpur, P.o - Sonekpur, P.s - Gopalnagar, District- North 24 Parganas, Pin- 743701 West Bengal India Ld. Additional Chief Judicial Magistrate (First Class) at Bongaon, North 24 Parganas Dated 04-04-2025 এর Affidavit no 3832 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tahuri Bibi Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tahuri Bibi Mondal (নতুন নাম) ও Tahara Bibi, Tahara Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Sova Rani Biswas (পুরাতন নাম) স্বামী Late Dasharath Biswas ঠিকানা Vill - Sanekpur, P.o - Sanekpur, P.s - Gopalnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743701 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-04-2025 এর Affidavit no 25/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shobha Biswas (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shobha Biswas (নতুন নাম) ও Sova Rani Biswas (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

সুচিকিৎসা পড়ুন

Name Change

I, Chinu Lata Baidya (Old Name) W/O–Kamal Baidya resident of Vill- Purnanayar , PO- Rajarmath Ps-Chakdaha Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741222 do hereby decrale that I have changed my name from Chinu Lata Baidya to Kakoli Baidya and hencefort I shall be known as Kakoli Baidya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/04/2025 . My name Kakoli Baidya & Chinu Lata Baidya both are same and one identical person.

Name Change

I, Abu sekh (Old Name) S/O– Kalimuddin Sk resident of Gopinathpur Dakshinpara, Ps- Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742134 do hereby decrale that I have changed my name from Abu sekh to Abubakkar Sk and hencefort I shall be known as Abubakkar Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 22/04/2025.My name Abubakkar Sk & Abu sekh both are same and one identical person.

Name Change

I, Sariful (Old Name) S/O– Yasin Momin resident of Vill- Bahanna Bighi, Po- Baliadanga, Ps- Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Sariful to Sariful Momin and hencefort I shall be known as Sariful Momin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on22/04/2025.My name Sariful Momin & Sariful both are same and one identical person.

Name Change

I , Sekh Naosera Ali S/O- Sekh Fakir Mohammad resident of Vill- Puriha, P.O.- Kaiyar, P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN- 713423, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH NOWSER ALI' vide an affidavit before the Notary public at Purba Bardhaman on 10/04/2025. That Sekh Naosera Ali and Sekh Nowser Ali both are same and one identical person.

Name Change

I, KONIKA BISWAS (Old Name) W/O GANESH BISWAS Residing at Vill - Naraharipur, P.o - Khalitpur, P.s - Petrapole, District - North 24 Parganas, Pin - 743405, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KANIKA BISWAS (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 22-04-2025. KONIKA BISWAS (Old Name) and KANIKA BISWAS (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ICHANUR KABIR (Old Name) S/O LATE HAZIDAR RAHAMAN MOLLA Residing at Vill - Khayerpur, P.o - Polerhat, District - Kolkata, Pin - 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ICHANUR KABIR MOLLA (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 22-04-2025. ICHANUR KABIR (Old Name) and ICHANUR KABIR MOLLA (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, RUPA BIBI (Old Name) W/O ICHANUR KABIR MOLLA Residing at Vill - Khayerpur, P.o - Polerhat, District - Kolkata, Pin - 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as RUPA BEGAM (New Name) as declared before the Notary public govt of India at Kolkata vide affidavit dated 22-04-2025. RUPA BIBI (Old Name) and RUPA BEGAM (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Tapan Kumar Nandan (Old Name) S/o Baski Nandan Residing at Gholsara, Sinet, Dadpur, District - Hooghly, Pin - 712305 West Bengal, India. shall henceforth be known as Tapan Nandan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 26/2025 Date 22-04-2025. Tapan Kumar Nandan (Old Name) and Tapan Nandan (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Ashoke Banerjee alias Asok Banerjee S/o Late Monoranjan Banerjee Residing at 7, Banerjee Para Lane, P.o - Dhakuria, P.s - Kasba, District - Kolkata, Pin- 700031 West Bengal India shall henceforth be known as Ashok Banerjee. I declare that Ashoke Banerjee, Asok Banerjee and Ashok Banerjee is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-04-2025.

Name Change

I, Anindya Shubhra Dutta alias Aninda Subha Dutta S/o Late Pratul Chandra Dutta Residing at Samiran Appt, Flat-402, 4th Floor,68, Dumdum Park, P.o - Bangur Avenue, P.s - Lake Town, District - South 24 Parganas, Pin-700055, West Bengal India shall henceforth be known as Anindya Subhra Dutta. I declare that Anindya Shubhra Dutta, Aninda Subha Dutta and Anindya Subhra Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-04-2025.

ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারে ধৃত তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান

মৌ দত্ত, কোচবিহার, ২২ এপ্রিল ঃ কিছুদিন আগেই কোচবিহার জেলার শীতলকুচি এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে জাল মাদক তৈরীর সরঞ্জামসহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছিল শীতলকুচি থানার পুলিশ। এবার নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট পাচার করতে গিয়ে এসটিএফএর হাতে ধৃত দিনহাটার গীতালদহ ১নং গ্রাম

পঞ্চায়েতের তৃণমূল চেয়ারম্যান তথা এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিজলি খাতুনের স্বামী মাফুজার রহমান। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি এসটিএফ গতকাল রাতে কোচবিহার শহরের গুঞ্জবাড়ী এলাকা থেকে এক মহিলা সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে প্রায় দশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে এই নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে এসে তা দিনহাটা সিতাই এর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে খবর। গ্রেপ্তারের পর তাদের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই পাঁচজনের বিরুদ্ধে মাদক মামলায় মামলা রুজু করা হয়। মঙ্গলবার সকালে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার কর কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দেন। এই ঘটনা চাউর হতেই ব্যাপক রাজনৈতিক চাপানোতর তৈরি হয় কোচবিহার জেলা জুড়ে। দলবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সিতাই বিধানসভার গীতালদহ ১ নং অঞ্চলের তৃণমূল নেতা মাফুজার রহমান সিরাজুল হককে ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কার করলো তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক এক বিবৃতিতে সেই কথা জানালেন। তিনি বলেন - দল বিরোধী কার্যকলাপ এবং সামাজিক অধঃপতন যা আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে তাতে এই ধরনের কর্মীদের আমরা দলে রাখতে চাই না। তাই ছয় বছরের জন্য দল থেকে তাদের বহিষ্কার করা হলো তারা যদি আদালতে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারেন তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসে আসার জায়গা থাকবে অন্যথায় এই ধরনের কর্মীদের দলে কোন জায়গা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গতকাল রাতেই গীতালদহ এক অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মাফুজার রহমানকে ইয়াবা ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করেছে এস টি এফ। এরপরই তার সাথে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের তথ্য সামনে আনে বিজেপি। এই ঘটনা রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সন্ধ্যের পর কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাকে দল থেকে বহিষ্কারের কথা জানানো হয়। মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধৃত তৃণমূল নেতার ছবি বিভিন্ন তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতাদের সাথে রয়েছে তা নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা বিরাজ বোস বলেন - ধৃত মাফুজার রহমান আন্তর্জাতিক চোরাচালানের সাথে যুক্ত। ২০১৪ সালে একটি স্মাগলিং এর মামলায় বাংলাদেশ জেল খেটেছেন এই কুখ্যাত তৃণমূল নেতা। মঙ্গলবার দুই বিজেপি নেতা উৎপল দাস এবং অজয় রায় কে পাশে বসিয়ে রীতিমতো ছবি এবং তথ্যসমৃদ্ধ কাগজপত্রাদি দেখিয়ে এই গুরুতর অভিযোগ আনেন বিরাজ বোস। তিনি আশঙ্কা করেন এই সমস্ত ব্যক্তির বাংলাদেশের আই কার্ড রয়েছে কারণ বাংলাদেশে এদের অবাধ যাতায়াত। এদের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে দুষ্কৃতি ঢোকানো হয় ভারত ভূখণ্ডে। ভোটের সময় এই বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের এখানে এসে অপকর্ম করে আবার বাংলাদেশের চলে যায় এইসব তৃণমূল নেতাদের সাহায্য নিয়েই। যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ কিছুটা হালকা ভাবে ঘুরিয়ে দেন। প্রথমে তিনি বলেন এই বিষয়টি এখনো তার জানা নেই তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। পাশাপাশি তিনি এও বলেন যদি ধৃত ব্যক্তি দলের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তবে তার বিরুদ্ধে দলগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আইনগত যা ব্যবস্থা নেওয়ার পুলিশ নিচ্ছে এতে বাধার কিছু নেই। তবে কখনো শীতলকুচি কখনো বা কোচবিহার শহর থেকে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য সহ তৃণমূল নেতৃত্বদের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় রীতিমতো অস্বস্তিতে শাসক শিবির। বিভিন্ন সময়ে বিএসএফ সীমান্তের বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্য সহ একাধিক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে। ঠিক এরই মাঝে সীমান্তবর্তী এই এলাকার থেকে বারবার তৃণমূল নেতৃত্বদের নাম মাদকদ্রব্য পাচারের সাথে জড়িয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য কোচবিহারের রাজনীতিতে। আগামী বছর বিধানসভা ভোট তার আগে এখানে ঘটনায় রীতিমতো সিঁদুরে মেঘ দেখছে শাসক দল।

হাতির আক্রমণে প্রাণ গেল যুবকের! শোকের ছায়া বড়দিঘি বনবস্তিতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২২ এপ্রিল ঃ হামলায় মৃত্যু হল নন্দু খেরিয়া (৩৬) নামে এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত ১০টা নাগাদ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হঠাৎ করেই লাটাগুড়ির জঙ্গল থেকে একটি দাঁতাল হাতি ঢুকে পড়ে বড়দিঘি এলাকায়। হাতি আসার খবর ছড়িয়ে পড়তেই গ্রামবাসীরা চিৎকার-চেঁচামেচি করে, টর্চ জ্বালিয়ে হাতিটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করেন। এই সময় হাতিটি নন্দু খেরিয়ার দিকে আক্রমণ করে। শুঁড় দিয়ে তুলে তাঁকে বাড়ির সামনেই আছাড় মারে। তৎক্ষণাৎ লোকজন এগিয়ে এলে হাতিটি জঙ্গলের দিকে ফিরে যায়। আহত অবস্থায় নন্দু খেরিয়াকে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার পরে গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বন দফতরের পক্ষ থেকে হাতির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও গ্রামবাসীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ক'দিন আগেই লোকালয় বাইসনের হামলা ঘটেছিল। ঘটনাস্থল ছিল জলপাইগুড়ি রায়পুর চা-বাগান। ওই চা-বাগান থেকে দুটি বাইসন বেরিয়ে এসে ঢুকে পড়েছিল রংধামালি এলাকায়। দুজনকে আহত করেছিল প্রাণীটি। সাম্প্রতিক সময়ে বাইসনের হামলায় এই নিয়ে আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল সেখানে তিন। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় আহতদের। রংধামালি এলাকার বাসিন্দা গোবিন্দ বিশ্বাস এবং গোলক মণ্ডল আহত হয়েছেন বলে খবর। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিলেন বনদফতরের কর্মীরা। সাতসকালে বাইসনের হামলা জলপাইগুড়ি শহর-সংলগ্ন রায়পুর চা-বাগান এলাকায়। দুটো বাইসন চা-বাগানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আহত এক মহিলা এবং দুই পুরুষ। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধীন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনাস্থলে বনদফতর। গুরুতর আহত মহিলার নাম দেমনি চিক বারাইক (আনুমানিক ৬০) বাড়ি ভগদ লাইন, রায়পুর চা বাগান এলাকা। হাসপাতালে নিয়ে আসার পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited by the undersigned for Hiring of Diesel Motor Cab/Maxi Cab with (Bharat stage-VI), purchased on or after 01.01.2025 with commercial permit, on daily rate basis inclusive of fuel and lubricant. Details of which are as noted below: **N.I.Q. No: 01 of 2025-26** of E.E.(A-I) Malda(A-I) Division, Malda. Collection of Tender Documents: **Upto 29.04.2025 Time: 11:00 to 17:30 Hrs.** Dropping of Tender Documents: **30.04.2025 Upto 14:00 Hrs.** Opening of Tender: **30.04.2025 at 15:00 Hrs**. Details will be available at the office of the undersigned.

Sd/- Executive Engineer (A-I)
Malda (A-I) Division, Malda.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform the General Public that following share certificate of BATA INDIA LTD, having its Registered Office at, 27B, Camac Street, 1st Floor, Kolkata, KOLKATA – 700016, registered in the name of the following shareholder/s have been lost by him/ Claimant.

S.no	Name of the Shareholders	Folio No	Certificate Nos	Distinctive Number (s)	Shares of Rs.5/-
1.	LAWRENCE JOSEPH MATHIAS	0006773	720428	126543309-126543652	344/-

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificates.
Any person who has any claim in respect of the said share certificate/s should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents, Link In time India Private Limited 247 Park, C-101, 1 ST Floor, L.B.S Marg, Vikroli (W), Mumbai-400083 TEL: 8108116767, within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate/s.

Place : Mumbai
Date : 23/04/2025
Name of Legal Claimant
ANAND J MATHIAS

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **26.04.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **07.05.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **বীরভূম-বোলপুর জিএল - 1ম তলা, বোলপুর শ্রীনিকেতন রোড, পো ও পিএস - বোলপুর, জেলা - বীরভূম, পিন - 731204, সিপিআইএম পার্টি অফিসের পাশে, পশ্চিমবঙ্গ**

শাখার নাম: বীরভূম-বোলপুর জিএল, তালুকা - বোলপুর শ্রীনিকেতন
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32614022, GL32787976, GL32800921, GL33809111, GL34016088.
শাখার নাম: বীরভূম-মুরারাই বাস স্ট্যান্ড জিএল, তালুকা - মুরারাই-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32938919, GL32957464, GL33132282, GL33150122, GL33214455, GL33238275, GL33439859, GL33459327, GL33487450, GL33500536, GL33516665, GL33518107.
শাখার নাম: বীরভূম-নলহাটি জিএল, তালুকা - বীরভূম
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24254451, GL24533533, GL24811653, GL24924313, GL25345409, GL32797873, GL33013047, GL33016161, GL33976214, GL33997055.
শাখার নাম: বীরভূম-রামপুরহাট জিএল, তালুকা - রামপুরহাট – I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25479293, GL29510109, GL30769572, GL30771721, GL31870724, GL31954095, GL32050302, GL32150660, GL32173775, GL32320863, GL32342815, GL32351706, GL32371060, GL32406329, GL32416650, GL32441133, GL32454595, GL32472788, GL32757593, GL32773961, GL32875416, GL32896259, GL33001736, GL33015558, GL33072899, GL33087270, GL33204101, GL33209840, GL33214453, GL33275947, GL33276755, GL33292781, GL33307785, GL33323562, GL33363954, GL33372937, GL33441372, GL33459879, GL33612716, GL33699864, GL33790127, GL34056883, GL34059537, GL34122345, GL34177098, GL34220603, GL34245678.
শাখার নাম: বীরভূম-সাঁইথিয়া জিএল, তালুকা - সাঁইথিয়া
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25263674, GL25310011, GL25420228, GL25469884, GL29304045, GL29411802, GL32207631, GL32231059, GL32275736, GL32286374, GL32335345, GL32523114, GL32527132, GL32881597, GL32894493, GL32898834, GL32913082, GL32919409, GL32926902, GL32965570, GL32981272, GL32985759, GL32987413, GL33031162, GL33032974, GL33034469, GL33037284, GL33055699, GL33058059, GL33058516, GL33058682, GL33130628, GL33297306, GL33320949, GL33344493, GL33351099, GL33361259, GL33373246, GL33421372, GL33429262, GL33485928, GL33496284, GL33512686, GL33512914.
শাখার নাম: বীরভূম-সিউড়ি, তালুকা - সিউড়ি-I
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL31004269, GL32433577, GL32441560, GL32885725, GL32894032, GL33061764, GL33271757, GL33291492, GL33365471, GL33369072, GL33372092, GL33372407, GL33500483, GL33512836, GL33957575, GL34148769, GL34287754, GL34338526.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 23.04.2025
স্থান: বীরভূম
Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

বীরভূমের রাজনীতিতে বড়সড় 'সমীকরণ' বদলের ইঙ্গিত!

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ এপ্রিল ঃ

বীরভূমের রাজনীতিতে বড়সড় 'সমীকরণ' বদলের ইঙ্গিত! এবার জেলা পরিষদের কো-মেন্টর পদে অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বুদ্ধদেব হাঁসদা। আর সেই নিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা। এবার কি তাহলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ওরফে কাজল শেখের গতিবিধির উপর নজর রাখতে এই উদ্যোগ? এমনই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জেলার রাজনৈতিক মহলের অন্দরে। গতকাল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর থেকে এই নির্দেশিকা আসে। সেই নির্দেশিকা আসার পরেই শুরু হয়েছে চাপা গুঞ্জন। মনে করা হচ্ছে, কাজল শেখের উপর নজরদারি রাখতেই ঘুরপথে অনুব্রত-র এই সিদ্ধান্ত। আর তাতে শিলমোহর দিয়েছে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত অনুব্রতহীন বীরভূমের জেলা সভাধিপতি হন কাজল শেখ। কিন্তু অনুব্রত মণ্ডল জেল থেকে ফিরতেই শুরু হয়েছে ক্ষমতার লড়াইয়ের চাপানউতোর।

মোবাইল চোর সন্দেহে ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২২ এপ্রিল ঃ মোবাইল চোর সন্দেহে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন। এই ঘটনায় সোমবার রাতের পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার মফস্বল থানার বোঙ্গাবাড়ি গ্রামে। মৃত ব্যক্তির নাম রামচন্দ্র মাহাতো (৪৯)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। ময়নাতদন্তের পর গত রাতে পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ নিয়ে এলাকায় ফেরেন। দেহ নিয়ে পুরুলিয়া মফস্বল থানায় এসে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি একসময় নিয়ন্ত্রণে আনতে র‍্যাফ ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন হয় থানার সামনে। পুলিশ দফায় দফায় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে। পুলিশের আশ্বাসে শেষপর্যন্ত শান্ত হন বিক্ষোভকারীরা। রাতেই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে বলে খবর।

Khandari Gram Panchayet.
Jambedia, Barjora, Bankura
Notice Inviting e-Tender No-18/KGP/2024-25

Pradhan Khandari GP has invited a percentage rate e-Tender for total 1 (one) no. work. Last date of documents downloads and bid submission is **29th April, 2025 at 18:55 hrs** & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Khandari Gram Panchayat

বিদ্যমান ভিনাইল মোড়ক সরানো

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০২-ভিনাইল-এনজেপি-২৫; তারিখ ঃ ১৬-০৪-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রম নংঃ ১; কাজের নাম ঃ** নিউ জলপাইগুড়িতে - প্রেরকের চাহিদা অনুযায়ী মসৃণ ফিনিশিং এবং কাস্টমাইজড ডিজাইনিং সহ শৌচাগারের ভেতরে, শৌচাগারের বাইরে, দরজার অংশ, ভেস্টিবুলের অংশ এবং লাগেজ ছাদের অংশে বিদ্যমান ভিনাইল মোড়ক সরানো এবং নতুন ভিনাইল মোড়ক লাগানো। মেক/ব্র্যান্ড - ডুরোফ্লেক্স অথবা ৩এম। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২৪,৭২,৮৫৩/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৪৯,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৯-০৫-২০২৫ **তারিখে** ১৫:৩০ টা। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে সর্বপ্রথম ড্রোন-বেস্‌ড পরীক্ষামূলক সাফাই অভিযান উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২২ এপ্রিল ঃ ট্রেনের কোচ এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা উন্নত করা দিকে একটি অগ্রণী পদক্ষেপ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশনে তার সর্বপ্রথমবারের মতো ড্রোন-বেস্‌ড পরীক্ষামূলক সাফাই অভিযান চালায়। এই অভিযানে বিশেষভাবে স্টেশন চত্বরে উঁচু এবং পৌঁছানো কঠিন পরিকাঠামোগুলির পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে ট্রেনের কোচের ছাদ এবং বর্হিভাগের পরিচ্ছন্নতার উপর জোর দেওয়া হয় ও স্বচ্ছতা স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করার ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করা হয়। পরীক্ষামূলক পরিচ্ছন্নতার সময় কামাখ্যা কোচিং ডিপো সিক লাইন, আন্ডারফ্লোর হুইল লেদ শেড এবং কামাখ্যা

স্টেশনের বাইরের গম্বুজ অংশ এবং বেশ কয়েকটি ট্রেনের কোচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অভিযান নির্ভুলতা এবং সহজভাবে উঁচু পরিকাঠামোগুলিত পৌঁছানো ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করার ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তি্র দক্ষতাকে কার্যকরভাবে প্রদর্শন করে। এই পদক্ষেপটি উন্নতমানের পরিচ্ছন্নতার জন্য উদ্ভাবনী, প্রযুক্তিগত অভিযান গ্রহণ করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অবিরত প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে, যার লক্ষ্য রেলওয়ে চত্বরে দক্ষতা, নির্ভুলতা এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নত করা। এই পাইলট প্রদর্শনের সাফল্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নেটওয়ার্কের অধীনে অতিরিক্ত মুখ্য স্টেশন এবং ট্রেনগুলিতে ড্রোন-বেস্‌ড পরিচ্ছন্নতার ব্যাপক বাস্তবায়নের দরজা খুলে দেয়। এটি ভারতীয় রেলওয়ের অত্যাধুনিক, স্মার্ট রক্ষণাবেক্ষণ অনুশীলনগুলিকে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গির অনুরুপ যা আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বহনক্ষম, প্রযুক্তি-চালিত উদ্ভাবনের সাথে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে, যা যাত্রী এবং রেল কর্মীদের উভয়ের জন্য একটি পরিস্কার, সুরক্ষিত এবং আরও দক্ষ রেলওয়ে পরিবেশ তৈরি করে।

গরমের মরসুমে বৃদ্ধি পায় মুরগির স্ট্রোক, সর্দি লাগা ও ডিহাইড্রেট

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ এপ্রিল ঃ বর্তমান সময়ে বহু কৃষক বাড়তি আয়ের জন্য কৃষি কাজের পাশাপশি বিভিন্ন প্রতিপালন করেন। এরমধ্যে পোল্ট্রি মুরগি প্রতিপালন হল অন্যতম। তবে এই পোল্ট্রি মুরগি প্রতিপালনের মাধ্যমে যেমনি ভাল পরিমাণ আয় করা সম্ভব। তেমনি গরমের মরসুমে এই মুরগি প্রতিপালনের ক্ষেত্রে বেশকিছু সমস্যা দেখা যায়। এই সমস্যা গুলির কারণে মুরগি প্রতিপালনে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাইতো এই বিষয় গুলির ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। গরমের মরসুমে পোল্ট্রি মুরগির বেশ কিছু অসুখ দেখতে পাওয়া যায়। কোচবিহারের দেওচড়াই এলাকার এক কৃষক জানান, বেশ কিছুটা সময় ধরে তিনি এই পোল্ট্রি মুরগি প্রতিপালনের সঙ্গে যুক্ত। এই প্রতিপালনে আর্থিক লাভ রয়েছে অনেকটাই। তবে গরমের মরসুমে এই প্রতিপালনে মুরগির বেশ কিছু অসুখ দেখতে পাওয়া যায়। এই অসুখ গুলির মধ্যে অন্যতম হল মুরগির স্ট্রোক। এছাড়াও মুরগির সর্দি লাগা থেকে শুরু করে ডিহাইড্রেট হয়ে যাওয়া দেখতে পাওয়া যায়। ফলে এই সময়ে মুরগির বিশেষ কিছু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন রয়েছে। না হলে মুরগি মরে গিয়ে প্রতিপালনে লাভের চাইতে ক্ষতি বেশি হয়ে যাবে। পোল্ট্রি মুরগির চিকিৎসক জানান, দশ দিন বয়সী পোল্ট্রি মুরগির বাচ্চাদের থেকে অসুখ হওয়ার শুরু হয়। তাই সেই সময় থেকে বিশেষ খেয়াল রাখা উচিত। গরমের সময় মুরগির ওজন বেশি হওয়ার কারণে স্ট্রোকের সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। যেমন ম্যাক্সকুল-পি (ভেট) মুরগির হিট স্ট্রোক নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে মুরগির গরমের সর্দি লাগার সমস্যা থাকে। এছাড়াও ডিহাইড্রেট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে মুরগির জলে স্যালাইন ওয়াটার মেশাতে হবে। এছাড়া দিনের গরম সময়ে ফ্যান চালাতে হবে। গরমের সময় পোল্ট্রি মুরগির প্রতিপালনের ওপর এই সমস্ত বিষয়গুলিতে বিশেষ নজর রাখতে হবে। তবেই পোল্ট্রি মুরগি পালনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ আয় পাওয়া সম্ভব হবে। যে সমস্ত মানুষেরা পোল্ট্রি মুরগি পালনে আগ্রহী রয়েছেন। তাঁরা অবশ্যই এই সকল বিষয়গুলি খেয়াল রেখে তারপর পোল্ট্রি মুরগি পালন করবেন। তবে সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে মুর্শিদাবাদ

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২২ এপ্রিল ঃ হিংসার আতঙ্ক ভুলে ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে মুর্শিদাবাদ, ইতিমধ্যেই খুলেছে বাজার, দোকানপাট। টানা ১০-দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে স্কুলও খুলেছে মুর্শিদাবাদে। দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু করেছেন স্থানীয় মানুষজন। সুরক্ষা ব্যবস্থা এখনও আঁটোসাঁটো রয়েছে মুর্শিদাবাদে। ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময় গত ১১ এপ্রিল হিংসা ছড়িয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকায়। অনেক বাড়িতে আগুন, ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের বাড়িতেও লুটপাটও চালানো হয় বলে অভিযোগ। তবে, ধীরে ধীরে শান্তি ফিরছে মুর্শিদাবাদে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, আমরা এখানে শান্তি ও সম্প্রীতি চাই। এখানে একটি স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প স্থাপন করা হলে ভালো হবে। এক সপ্তাহ পর গতকাল স্কুল আবারও খুলেছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় হিংসার কারণে স্কুলগুলি বন্ধ ছিল। এর আগে কখনও এমন কিছু ঘটেনি।

IIFL FINANCE
CIN: L67100MH1995PLC093797
Regd. Office: IIFL House, Sun Infotech Park, Road No. 16V, Plot No.B-23, Thane Industrial Area, Wagle Estate, Thane - 400604
Tel: (91-22) 41035000 • Fax: (91-22) 25806654
E-mail: reach@iifl.com • Website: www.iifl.com

সোনার অলঙ্কারের ই-অকশন-এর পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সকল সুনির্দিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে সকল জনসাধারণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, আমরা, আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড (''আইআইএফএল'') সেইসব ডিফল্ট গ্রাহকদের সোনার অলঙ্কার নিলাম করছি যারা বারবার নোটিস ও রিমাইন্ডার পাঠানোর পরেও তাদের লোন রেগুলারাইজ করেননি বা বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেননি। নিম্নোক্ত লোন অ্যাকাউন্টে বন্ধক রাখা সোনার অলঙ্কারগুলির সর্বজনীন নিলাম **শ্রীরাম অটোমল ইন্ডিয়া লিমিটেড** এর মাধ্যমে তাদের অনলাইন নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://gold.samil.in** এর মাধ্যমে **26.04.2025 তারিখে দুপুর 2:00 থেকে বিকাল 5:00 টার মধ্যে** এর মধ্যে পরিচালিত হবে। স্থান বা তারিখের পরিবর্তন (যদি থাকে) নিলাম কেন্দ্রে প্রদর্শিত হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল নিলাম প্ল্যাটফর্মে পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিলাম না হওয়া সোনার অলঙ্কারগুলি নিলাম প্ল্যাটফর্ম এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে বিশদ বিবরণ প্রদর্শনের পর পরবর্তী কার্যদিবসে নিলাম করা হবে। যদি শাখা পর্যায়ে নিলাম করা না যায়, তাহলে নির্দিষ্ট জেলা কেন্দ্রে জেলা পর্যায়ে আর কোনো বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই **07.05.2025** এ পুনরায় নিলাম করা হবে। যদি কোনো কারণবশত এখানে উল্লিখিত তারিখে ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হতে না পারে বা যদি নিলাম একই দিনে সম্পূর্ণ হতে না পারে, তাহলে আইআইএফএল পরবর্তী যেকোনো তারিখে এবং / অথবা নিলাম কেন্দ্রে একই শর্তাবলী সহ উল্লিখিত নিলাম পরিচালনা করার বা নিলাম সম্পন্ন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। গ্রাহক যদি জীবিত না থাকেন, সেক্ষেত্রে নিলাম সংক্রান্ত সমস্ত শর্ত মনোনীত / আইনগত উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

জেলা কেন্দ্র: **পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল - আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, 1ম তলা, ডেবরা, পো-পিএস-ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর-721126**

শাখার নাম: মেদিনীপুর-সিকে রোড জিএল, তালুকা - গড়বেতা-III
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL23498841, GL24739445, GL25018945, GL25099355, GL25240029, GL25454440, GL29271771, GL32386905, GL32410498, GL32730487, GL33008180, GL33015101, GL33040993, GL33055710, GL33215207, GL33236173, GL33362732, GL33372035.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ডেবরা জিএল, তালুকা– কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24864996, GL32873938, GL33439359.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-ঘাটাল কোন্নগর জিএল, তালুকা- ঘাটাল
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL24744144, GL32131983, GL32146484, GL32355041, GL33142355, GL33150736, GL33315809.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-কেশপুর সোহো জিএল, তালুকা-কেশপুর
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL32940467, GL32975605, GL32976720, GL33220146, GL33237412, GL33300247, GL33325494, GL33357218, GL33444536, GL33480027, GL34240046.
শাখার নাম: পশ্চিম মেদিনীপুর-তেমাথানি সোহো জিএল, তালুকা - সবাং
গোল্ড লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর: GL25019672, GL25147763, GL32670371, GL32691522, GL33358265, GL33373278, GL33384863.

ই-অকশন ''যেখানে যেরকমভাবে আছে'', ''যেমতাবস্থায় আছে'' এবং ''যা আছে'' ভিত্তিতে পরিচালনা করা হবে এবং আইআইএফএল উল্লিখিত সোনার অলংকারের গুণমান, বিশুদ্ধতা, ক্যারেটেজ, ওজন বা ভ্যালুয়েশনের বিষয়ে কোনো প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি দেয় না। ই-অকশন প্রক্রিয়া এবং এই ধরনের ই-অকশন অনুসারে বিক্রয় (যদি হয়ে থাকে) শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে যেমনটি আইআইএফএল তার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে আরোপ করা উপযুক্ত বলে মনে করবে। আইআইএফএল, কোনও পূর্ব নোটিশ ছাড়াই তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে, নিলাম তালিকা থেকে যে কোনও অ্যাকাউন্ট এবং কোনও কাজকে স্থগিত করতে পারে বা অপসারণ করতে পারে এবং তাই কোনও কারণ না জানিয়ে তারা যে কোনও একটি বা সমস্ত বিড বা অফার প্রত্যাখ্যান করতে পারে। খেলাপি করা ঋণগ্রহীতার বিবরণ, বন্ধক রাখা অলঙ্কার এবং অন্যান্য বিবরণ সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রদর্শিত হয়েছে। খেলাপি ঋণগ্রহীতার(দের) কাছে সাম্প্রতিকতম সুদ এবং সমস্ত প্রযোজ্য চার্জ সহ সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার এবং এই নোটিশ প্রকাশের পরেও তাদের ঋণ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার বা সেটি নিয়মিত করার বিকল্প রয়েছে নিলামের তারিখ পর্যন্ত, কিন্তু এগুলি করতে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত সোনার অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে দেওয়া হবে এবং বাকি বকেয়া (যদি থাকে) সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে। তবে, এই প্রকাশনার পরে ক্লোজ বা রেগুলারাইজ করা লোন গুলোকে তাদের উপযুক্ত পাবলিকেশন চার্জ বহন করতে হবে। অকশনের অতিরিক্ত অর্থ ফেরতের জন্য ঋণগ্রহীতাদের তাদের লেটেস্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ জমা / আপডেট করার অনুরোধ করা হচ্ছে, যদি থাকে।
বিস্তারিত তথ্য ও শর্তাবলীর জন্য আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসে যোগাযোগ করুন।

তারিখ: 23.04.2025
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর
Sd/
অনুমোদিত স্বাক্ষর
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Director General (S&D), KMC** invites e-tender online item wise rate in two bid system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-1/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Repairing and replacement of worn out components of 240 cusec capacity KSB make submersible pump and supply & fitting fixing flap shutter in front of delivery line of pump unit B at BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **9,400.00**; Period of completion : **25 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.05.2025 - 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **26.04.2025 at 5 pm**.

(2) NIT No. : KMC/BDPS/J-6/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Repairing, fitting, fixing of C.I. Penstock Gate (1000mm X 1000mm) over intake point-1 at JDPS under BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **08.05.2025 upto 5 pm**; The bid forms and other details are available on and from **22.04.2025 - 5 pm**. The website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/S_D/UDPS/P-2/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and commissioning with replacement of worn out components of 55 cusec capacity pump unit No. 2 at UDPS**; Estimated Amount : **Open quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of completion : **14 Days**.

(4) NIT No. : KMC/S_D/RAJA/CLG/25-26 (1st Call)
Name of work : **Cleaning of clogged materials from the submersible pumps as and when required at Chakgaria, Rajapur, Jorabridge and Rajdanga Drainage Pumping Station**; Estimated Amount : ₹ **3,60,021.00**; Earnest Money : ₹ **7,500.00**; Period of completion : **150 Days**; Last date and time of submission of bid : **05.05.2025 - 5 pm (For Sl. No. 3 & 4)**.

(5) NIT No. : KMC/S_D/KMPS/P-6/25-26 (1st Call)
Name of work : **Repairing and commissioning with replacement of worn out components 35 cusec capacity SWF pump unit No. 6 at KMPS**; Estimated Amount : **Open quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of completion : **14 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.05.2025 - 5 pm (For Sl. No. 5)**; The bid forms and other details are available on and from **25.04.2025 (5 pm) (For Sl. No. 3 to 5)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 to 5)**; For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen **(For Sl. No. 3 to 5)**.

The **Executive Engineer (W/S), S.S.Unit, KMC** invites e-tender online system for the following works :

(1) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-115/01/25-26/L1/05
Name of work : **Expansion of water supply network by laying 100mm dia D.I. pipe near 837 M.G. Road in Ward No. 115, Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **1,27,336.58**; Earnest Money : ₹ **2,600.00**; Period of completion : **14 Days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-122/01/25-26/M41/04
Name of work : **Maintenance of water pipelines, street taps, cut and flush and allied works at Sodepur 1st Lane, Sodepur 2nd Lane (Bangal Para), U.A.K. Sarani, K.K. Road, Sodepur Road and adjacent locations in Ward No. 122, Br.-XIII**; Estimated Amount : ₹ **2,78,989.01**; Earnest Money : ₹ **5,600.00**; Period of completion : **30 Days**.

(3) NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-132/01/25-26/R-2/06
Name of work : **Replacement of 100mm dia C.I. pipe by laying 100mm dia D.I. pipe at Harisava Road near H/No. 12 to 24/2, Maya Dasi Road near H/No. 24 to 95, Pathak Para Road near H/No. 96 to 94/4 in Ward No. 132, Br.-XIV**; Estimated Amount : ₹ **2,87,562.98**; Earnest Money : ₹ **5,800.00**; Period of completion : **21 Days**; Last date of submission of bid : **02.05.2025 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; Tender will be opened on : **05.05.2025 - 2 pm (For Sl. No. 1 to 3)**; The bid forms and other details are available on and from **24.04.2025 (10 am) (For Sl. No. 1 to 3)**; The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3)**.

The **Dy. C.E. (M) (S&D), KMC** invites e-tender online item wise rate in two bid systems for the following work :
NIT No. : KMC/DG(S_D)/BDPS/S-4/25-26 (1st Call)
Name of the work : **Repairing of 900mm dia delivery valve for pump unit No. D at BDPS old building**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : ₹ **6,000.00**; Period of completion : **20 Days**; Last date and time of submission of bid : **06.05.2025 at 12 Noon**; The bid forms and other details are available on and from **26.04.2025 at 5 pm** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following work :
NIT No. : EE/GRW/PH-IV/69/2024-25
Name of work : **Installation of insertion type flowmeter on 1800 mm dia Raw Water pipeline with supply, fitting-fixing of RTU and UPS system alongwith allied works at the backside of Filter House at WTP-IV, GRWW**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **7,000.00**; Period of completion : **12 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **03.05.2025 at 2 pm / 05.05.2025 at 2 pm**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following works :

(1) NIT No. : EE/GRWW/PH-IV/73/2024-25
Name of work : **Replacement of damaged and worn out driving gear head and ancillary spare parts by new ones for central scrapper mechanism of flocculator No. 6 at WTP-IV, GRWW**; Estimated Amount : **Quotation**; Earnest Money : ₹ **5,000.00**; Period of completion : **14 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **03.05.2025 at 2 pm / 05.05.2025 at 2 pm**.

(2) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/222
Name of work : **Renovation of masonry valve chamber of Y-connection point of SS grid with ancillary work on Santoshpur Road**; Estimated Amount : ₹ **1,67,279.00**; Earnest Money : ₹ **3,346.00**; Period of completion : **15 Days**.

(3) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/224
Name of work : **Development of surface area at the Western Side of 18 MG SUGR for proper pipe stacking inside GRWW Clear Water Complex**; Estimated Amount : ₹ **2,44,686.00**; Earnest Money : ₹ **4,895.00**; Period of completion : **15 Days**.

(4) NIT No. : EEWS/KMC/GRWW/24-25/228
Name of work : **Jungle cutting and uprooting of small plants from the northern side surface area of 18 MG Reservoir inside GRWW Clear Water Complex**; Estimated Amount : ₹ **1,41,598.00**; Earnest Money : ₹ **2,835.00**; Period of completion : **15 Days**; Last date and time of receipt / opening of tender (Online) : **06.05.2025 at 2 pm / 08.05.2025 at 2 pm (For Sl. No. 2 to 4)**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4)**.

95/25-26

সুপার কাপের দিকে তাকিয়ে সমর্থকরা, মহামেডানের অনুশীলনে নতুন বিদেশি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গত আইএসএলে খেলার সুযোগ পেয়েছিল কলকাতার তৃতীয় প্রধান। আর সেই নিয়ে ব্ল্যাক প্যান্থার্স ব্রিগেডের সমর্থকদরে মধ্যে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল। আইএসএলের প্রথম দুই-তিনটি ম্যাচে ভাল পারফর্ম করলেও ক্রমশ ব্যর্থতার সরণিতে প্রবেশ করে শতাব্দী প্রাচিন মহামেডান ক্লাব। প্রধানত ক্লাবের সঙ্গে ইনভেস্টরদের সমস্যাই প্রভাব ফেলে ফুটবলারদের পারফরম্যান্সে। ফুটবলারদের বেতন নিয়েও দেখা দেয় সমস্যা। টাকা না পেয়ে দেশে ফিরে যান রুশ কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। ক্লাবের বেতন সমস্যা এখনও মেটেনি। এর মধ্যেই আবার শুরু হয়ে গিয়েছে সুপার কাপ। মরশুমের শেষ টুর্নামেন্ট সুপার কাপ। সাদা-কালো ব্রিগেডের সভ্য-সমর্থকরা দলের চরম বিপদের দিনেও ক্লাবের পাশে থাকেন, এটাই ঐতিহ্য। আইএসএলে ক্রমাগত ব্যর্থতার সময়ও তাঁরা ফুটবলারদের পাশে ছিলেন। তাঁরা বারবার ক্লাব ও ইনভেস্টরদের আবেদন করেছেন সমস্যা মেটানোর জন্য। বাধ্য হয়ে তাঁরা বিক্ষোভ পর্যন্ত দেখিয়েছেন। এই আবহের মধ্যেও মহামেডান সমর্থকরা সুপার কাপ নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। তবে ময়দানের এই বড় ক্লাবের নাটকের

যবনিকা পতন যেন কিছুতেই হচ্ছে না। ক্লাবের হয়ে কোন কোন ফুটবলার সুপার কাপ খেলতে ভুবনেশ্বর যাবেন, তা-ও এখনও নিশ্চিত নয়। এরই মধ্যে মহামেডান অনুশীলনে দেখা গেল এক নতুন বিদেশিকে। দিল্লি এফসিতে খেলা ক্যামেরুনের এই ফুটবলারের নাম জুনিয়র এনগুয়েনে। উইংয়ের ফুটবলার তিনি। সাদা-কালো কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু জানান, এক কর্তার অনুরোধে অনুশীলনে নেমেছিলেন এই ফুটবলার। তাঁকে সুপার কাপে খেলাতে চেষ্টা করছেন সাদা-কালো কর্তারা। আগামীকাল (বুধবার) মহামেডান ফুটবলাররা উড়ে যাবেন ভুবনেশ্বরে। সোমবার অনুশীলনে ছিলেন আইএসএল খেলা দুই বিদেশি মার্ক সামারবাক ও ফ্লোরেন্ত ওগিয়ের। তবে ওগিয়ের শেষ পর্যন্ত যাবেন কি না, সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। সুপার কাপ নিয়ে মহামেডান ক্লাবের সহ-সভাপতি কামরুদ্দিন বলছেন, ''আমরা সুপার কাপ খেলব। বিদেশিরা খেলতে পারলে ভাল, না হলেও অসুবিধা নেই।'' তবে মহামেডান হেডস্যার মেহরাজের চিন্তা ডিফেন্স নিয়ে। সেরকম কোনও ডিফেন্সের ফুটবলার নেই। সাদা-কালো ব্রিগেডের প্রথম ম্যাচে প্রতিপক্ষ নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড।

সপ্তম স্থানে থেকেও জটিল অঙ্কে প্লে-অফের আশা জাগাচ্ছে কেকেআর

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল ২০২৫-এর প্লে-অফে পৌঁছানোর সম্ভাবনা বড় ধাক্কা খেয়েছে। সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে গুজরাট টাইটান্সের (জিটি) বিরুদ্ধে অজিঙ্কা রাহানের নেতৃত্বাধীন কেকেআর ৩৯ রানে পরাজিত হয়েছে। এটি কেকেআর-এর ৮ ম্যাচে পঞ্চম হার। এর ফলে তারা ৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলে সপ্তম স্থানে রয়েছে। এই পরাজয়ের পর কেকেআর-এর প্লে-অফে যাওয়ার

জন্য বাকি ছয়টি ম্যাচের সবকটিতে জয়ের প্রয়োজন। যদি তারা ৫টি ম্যাচ জিততে পারে, তবুও নেট রান রেট এবং অন্যান্য দলের ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হবে। ৪টি ম্যাচ জিতলে প্লে-অফের সম্ভাবনা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তবে গাণিতিকভাবে সামান্য সম্ভাবনা থাকবে।

আইপিএল ২০২৫-এর প্লে-অফ যোগ্যতার নিয়ম- আইপিএল ২০২৫-এ দশটি দল দুটি গ্রুপে বিভক্ত, প্রতিটি গ্রুপে পাঁচটি দল। প্রতিটি দল ১৪টি ম্যাচ খেলবে-নিজ গ্রুপের চারটি দল এবং অন্য গ্রুপের একটি দলের সঙ্গে দুটি করে ম্যাচ, বাকি চারটি দলের সঙ্গে একটি করে ম্যাচ। জিতলে ২ পয়েন্ট, ড্র হলে ১ পয়েন্ট। পয়েন্ট সমান হলে নেট রান রেট (এনআরআর) টাইব্রেকার। শীর্ষ চারটি দল প্লে-অফে উঠবে।

প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা- চলতি মরশুমে কেকেআরের এখনো প্লে-অফে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, তাদের বাকি ছয়টি ম্যাচের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটিতে জিততে হবে। ১৪ পয়েন্টে সম্ভাবনা থাকলেও, এনআরআর এবং অন্য দলের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে।

কেকেআরের বাকি ম্যাচ- ২৬ এপ্রিলঃ পাঞ্জাব কিংস (কলকাতা), ২৯ এপ্রিলঃ দিল্লি ক্যাপিটালস (দিল্লি), ৪ মেঃ রাজস্থান রয়্যালস (কলকাতা), ৭ মেঃ চেন্নাই সুপার কিংস (কলকাতা), ১০ মেঃ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ (হায়দরাবাদ), ১৭ মেঃ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (বেঙ্গালুরু)।

যোগ্যতার সম্ভাবনা- প্রথম দুটি ম্যাচ-পাঞ্জাব কিংস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস-কঠিন, কারণ এই দলগুলি শীর্ষে রয়েছে। পরের তিনটি ম্যাচ-রাজস্থান, চেন্নাই, হায়দরাবাদ-সহজ, কারণ কেকেআর এদের বিরুদ্ধে জিতেছে। শেষ ম্যাচটি আরসিবি'র বিরুদ্ধে নির্ধারক হতে পারে। নেট রাট রেট (০.২১২) উন্নত করতে বড় জয় প্রয়োজন। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দিলে কেকেআর প্লে-অফে উঠতে পারে।

রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগে তোলপাড়

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আইপিএল ২০২৫ মরসুমে রাজস্থান রয়্যালস নিয়ে বিস্ফোরক খবর সামনে এসেছে। ক্রিকেট মহারথী রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে থাকা এই দলটি এখন ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে। জয়পুরে ১৯ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের (এলএসজি) বিরুদ্ধে ২ রানে হারের পর এই গুঞ্জন তীব্র হয়। ১৮১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে আরআর শেষ ওভারে মাত্র ৯ রানের প্রয়োজনে হেরে যায়। আভেশ খানের অসাধারণ শেষ ওভারে ম্যাচের ফলাফল উলটে যায়, যা সমর্থক ও রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (আরসিএ) মধ্যে সন্দেহ জাগায়। আরসিএ-র সরকার-নিযুক্ত অ্যাড-হক কমিটির আহ্বায়ক এবং শ্রীগঙ্গানগরের বিধায়ক জয়দীপ বিহানি এই হার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, ''নিজেদের ঘরের মাঠে শেষ ওভারে এত কম রান দরকার হলে কীভাবে হার সম্ভব? এর পিছনে কিছু গোলমাল আছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, আরআর আরসিএ-কে এড়িয়ে জেলা পরিষদের সঙ্গে স্টেডিয়াম সংক্রান্ত

লেনদেন করছে। বিসিসিআই আইপিএল ২০২৫-এর জন্য আরসিএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করলেও, বিহানি বলেন, এমওইউ না থাকার কথা বলে কীভাবে জেলা পরিষদকে প্রতি ম্যাচের জন্য টাকা দেওয়া হচ্ছে?'' আইপিএল ২০২৫-এ রাজস্থান রয়্যালসের পারফরম্যান্স এমনিতেই হতাশাজনক। আট ম্যাচে মাত্র দুটি জয় নিয়ে তারা পয়েন্ট টেবিলের নিম্নাংশে অবস্থান করছে। এই ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ তাদের সংকটকে আরও গভীর করেছে। রাহুল দ্রাবিড়, যিনি তার সততার জন্য বিখ্যাত, এখন তার দলের কৌশল ও খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্নের মুখে। এই ম্যাচে অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন চোটের কারণে খেলতে পারেননি। ফলে দলে নেতৃত্বের শূন্যতা স্পষ্ট হয়। ধ্রুব জুরেল এবং শিমরন হেটমায়ার শেষ দিকে দায়িত্ব নিলেও আভেশ খানের নিখুঁত ইয়র্কারের সামনে তারা ব্যর্থ হন। হেটমায়ার আউট হন, আর আভেশ মাত্র ৬ রান দিয়ে এলএসজি-কে অবিশ্বাস্য জয় এনে দেন। ম্যাচ ফিক্সিংয়ের আলোচনা সর্বত্র হলেও, আভেশ খানের বোলিং প্রশংসার দাবিদার। চরম চাপে তিনি নিখুঁত ডেলিভারি দিয়ে প্রমাণ করেছেন কেন তিনি আইপিএল ২০২৫-এর শীর্ষ ডেথ ওভার বোলারদের একজন। তার এই পারফরম্যান্স শুধু ম্যাচ জিতিয়েছে নয়, রাজস্থানের ডাগআউটে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। তবে, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন, এই হারের পিছনে কি শুধুই আভেশের দক্ষতা, নাকি অন্য কোনও কারণ আছে? এই বিতর্কের মধ্যেও একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত ঘটেছে। আরআর-এর ১৪ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশী আইপিএলের সর্বকনিষ্ঠ অভিষিক্ত খেলোয়াড় হয়েছেন। কিন্তু ম্যাচ ফিক্সিংয়ের অভিযোগ এই তরুণের অভিষেকের আলো ম্লান করে দিয়েছে। সমর্থকরা উদ্বিগ্ন যে, মাঠের বাইরের এই রাজনীতি তার প্রতিভার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

লক্ষ্য সুপার কাপ, চোট সারিয়ে বাগান অনুশীলনে মিডিও গ্লেন মার্টিন্স

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ শুরু হয়ে গিয়েছে কলিঙ্গ সুপার কাপ ২০২৫। কলকাতার তিন প্রধান এই টুর্নামেন্টে খেললেও প্রথম ম্যাচেই হেরে প্রতিযোগিতার বাইরে মশালবাহিনী। এখনও অভিযান শুরু করেনি ময়দানের বাকি দুই প্রধান মোহনবাগান ও মহামেডান। চার্চিল ব্রাদার্স টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নেওয়ায় মোহনবাগান সরাসরি নামবে শেষ আটের ম্যাচে। সেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলকে হারানো কেরালা ব্লাস্টার্স। তবে সুপার কাপে তারকাদের নামাবে না গঙ্গা পাড়ের ক্লাব। পরের বছরের জন্য রিজার্ভ বেঞ্চ তৈরি করার লক্ষ্যে তারা জুনিয়রদের খেলাবে। বিদেশিদের মধ্যে থাকছেন পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো রুইজ। এএফসি কাপের জন্য ম্যাকলরেনের প্রাক্তন এই সতীর্থকে সই করিয়েছিল মেরিনার্স। কিন্তু এএফসি কাপের ম্যাচ খেলতে ইরানে না যাওয়ার জন্য মোহনবাগানকে টুর্নামেন্ট থেকে বহিস্কার করা হয়েছিল। ফলে নুনোর গায়ে আর সবুজ-মেরুন জার্সি ওঠেনি। সুপার কাপে নামার আগে অনুশীলন ম্যাচ খেলে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছে বাগান। দলের প্রধান কোচ মোলিনা সুপার কাপে যাচ্ছেন না। দলের সঙ্গে যাচ্ছেন সহকারী কোচ বাস্তব রায়। পাশাপাশি অসুস্থতা কাটিয়ে আরেক সহকারি কোচ ডেগি কার্ডোজো যোগ দিয়েছেন মোহনবাগান অনুশীলনে। পাশাপাশি বহুদিন পর সোমবার পুরোদমে অনুশীলন করেছেন চোট সারিয়ে ওঠা মিডিও গ্লেন মার্টিন্স। তবে মোহনবাগান অনুশীলন দেখে এটা পরিষ্কার যে কামিন্স, দিমিত্রি, ম্যাকলরেন, স্টুয়ার্ট, অলড্রেডের মতো বিদেশিদের পাশাপাশি শুভাশিস, বিশালদের ছাড়াই সুপার কাপে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। এটা একটা বড় সুযোগ হয়ে দাঁড়াতে পারে সুহেল ভাটের মতো তরুণ প্রজন্মদের কাছে।

বাগান ম্যাচে অনিশ্চিত কেরালার এই তারকা ফুটবলার

কোচি, ২২ এপ্রিলঃ এই ফুটবল সিজনের শুরু থেকে ছন্দে নেই কেরালা ব্লাস্টার্স। পুরনো হতাশা ভুলে সিজনের শুরুতে সুইডিশ কোচ মিকেল স্ট্যাহরের হাতে দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হলেও কাজের কাজ তেমন কিছুই হয়নি। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ভালো পারফরম্যান্স করার লক্ষ্য ছিল নোয়া সাদাউদের। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। দেশের এই প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগের শুরুতেই ধাক্কা খেতে হয়েছিল শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির কাছে। সেই হারের হতাশা ভুলে কলকাতা ময়দানের অন্যতম প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে জয় আসলে ও বজায় থাকেনি ধারাবাহিকতা। সময় যত এগিয়েছে প্রভাব পড়েছে দলের পয়েন্ট টেবিলে। ধীরে ধীরে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙেছিল সমর্থকদের। যালফলে এই বিদেশি কোচ সহ সকল সাপোর্টিং

স্টাফেদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেরালা। পরবর্তীতে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে থেক্কাথারা পুরুযোথামণ টমাস টচর্জদের ততই আইএসএল অভিযান শেষ করে কেরালা। তবে সুপার কাপের আগেই নয়া কোচ নিয়োগ করেছে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাব। সেই অনুযায়ী ডেভিড কাতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে দলের দায়িত্ব। বলাবাহুল্য বিদেশি কোচের তত্ত্বাবধানে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পেয়েছে কেরালা। অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছে গতবারের সুপার কাপ জয়ী দল ইমামি ইস্টবেঙ্গলকে। অনবদ্য লড়াই করে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল জেসুস জেমিনেজরা। সেই সুবাদে এবার টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে কেরালা। আগামী ২৬ শে এপ্রিল বিকেলে সুপার কাপের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবে কেরালা। যেখানেই তাঁদের লড়াই করতে হবে এবারের আইএসএল জয়ী দল মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে। লড়াইটা যে খুব একটা সহজ হবে না সেটা বলাই চলে। সেই সমস্ত কিছু মাথায় রেখেই নিজেদের প্রস্তুত করছেন দলের সকল ফুটবলাররা। তবে এক্ষেত্রে চিন্তায় রাখছে আদ্রিয়ান লুনার চোট। উল্লেখ্য, গত ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ খেলতে গিয়েই চোট পেতে হয়েছিল এই উরুগুয়ান তারকাকে। যতদূর খবর, এই তারকার চোট খুব একটা গুরুতর না হলেও আসন্ন ম্যাচে হয়তো তাঁকে মাঠে পাবেনা কাতলার দল। লুনার অনুপস্থিতি নিঃসন্দেহে চাপে রাখতে পারে দলের আপফ্রন্টকে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই জয় ছিনিয়ে নিতে চাইবেন বাস্তব রায়।

'আমি এখন আর টেনিসকে মিস করি না'

মাদ্রিদ, ২২ এপ্রিলঃ বিশ্ব টেনিস জগতে সর্বকালের সেরা প্লেয়ারদের মধ্যে অন্যতম রাফায়েল নাদাল। এই স্প্যানিশ তারকা জিতেছেন একাধিক ট্রফি। এই ৩৮ বছরের তারকার ঝুলিতে রয়েছে ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম। এর মধ্যে ১৪টি গ্র্যান্ড স্লাম এসেছে ফরাসি ওপেন থেকেই। এক সময় কিংবদন্তি রজার ফেডেরার বনাম রাফায়েল নাদালের ম্যাচ দেখার জন্য মুখিয়ে থাকত পুরো বিশ্ব। সদ্য অবসর নিয়েছেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল। গত বছর নভেম্বরে ডেভিস কাপ খেলে টেনিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন নাদাল। সোমবার মাদ্রিদে লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে স্পোর্টস আইকনে সম্মানিত করা হয় নাদালকে। সেই অনুষ্ঠানে নাদাল বলেছেন, ''সত্যি বলতে আমি টেনিসকে একটুও মিস করছি না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম বা টেনিসের সঙ্গে লড়াই করেছিলাম বলে আমি খেলা ছেড়েছি সেটা মোটেও না। আমি চাইলে খেলা চালিয়ে যেতেই

পারতাম। টেনিস আমাকে সারা জীবন খুশি রেখেছে এবং সব কিছু দিয়েছে। যখন তুমি বুঝতে পারো যে তুমি আর পারছো না, তখন থেমে যাওয়াই উচিত। তাই আমি অবসরের সিদ্ধান্ত নিই।'' নাদাল নিজের অবসর পরবর্তী জীবন নিয়েও বলেছেন, ''আমি এখন আর টেনিসকে মিস করি না। কারণ, মানসিকভাবে বুঝতে পেরেছি যে আমার শরীর আর খেলার জন্য প্রস্তুত নয়। আমি এখন আর টেনিসের ম্যাচ ও খুব বেশি দেখি না। তবে হাতে গোনা কিছু ম্যাচ দেখি। তার রেজাল্টে নজর রাখি। কারণ, আমি চিরকালই খেলাধুলোর প্রতি খুব আগ্রহী।'' চোটের কারণে বহুদিন টেনিস কোর্টের বাইরে থাকার সময়ের কথা প্রসঙ্গে নাদাল বলেছেন, ''আমার সেই সময় যেটা খুব খারাপ লাগতো তা হল, আমি যখন নিজের বাড়ির সোফায় বসে ভাবতাম যে আমি আবার খেলতে পারব। তখন আমি দেখলাম যে ম্যাচের জন্য যতটা ফিট হওয়া দরকার আমার শরীর তার জন্য তৈরি নয়। তখন আমি খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই।''

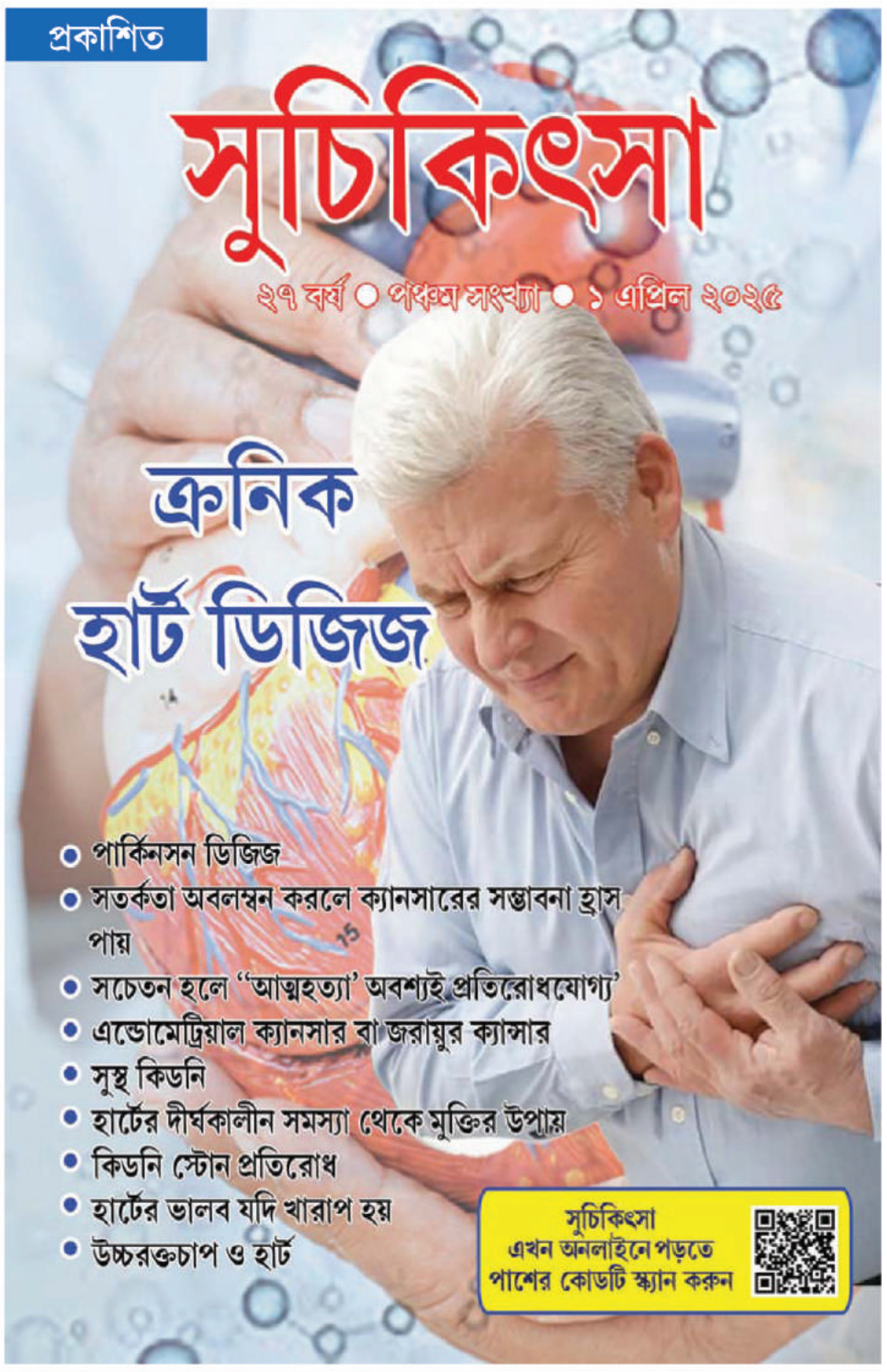

লাল-হলুদ জার্সিতে শেষবার মাঠে নামলেন স্প্যানিস ডিফেন্ডর হেক্টর ইউস্তে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ এপ্রিলঃ ইমামি ইস্টবেঙ্গলের এবারের ফুটবল মরসুম শুরু হয়েছিল রক্ষণভাগে শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে, এবং সেই লক্ষ্যে দলে যোগ দিয়েছিলেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার হেক্টর ইউস্তে। ষষ্ঠ বিদেশি খেলোয়াড় হিসেবে তাঁকে দলে টানার ঘোষণায় লাল-হলুদ সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, গত মরসুমে হেক্টর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের হয়ে খেলেছিলেন। সেখানে তিনি রক্ষণভাগে অটল থাকার পাশাপাশি সুযোগ বুঝে আক্রমণে উঠে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন। তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্সের জোরে মোহনবাগান একাধিক ম্যাচে অভূতপূর্ব সাফল্য পায়, এমনকি লিগ শিল্ড জয়ের পথে আনোয়ার আলির সঙ্গে তিনি রক্ষণভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু নতুন মরসুমে মোহনবাগানের ম্যানেজমেন্ট জোসে মোলিনার নেতৃত্বে হেক্টরকে রিলিজ করে দেয়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইস্টবেঙ্গল তাঁকে দলে টেনে নেয়। লাল-হলুদ ব্রিগেডের পরিকল্পনা ছিল হেক্টরের অভিজ্ঞতার উপর ভর করে রক্ষণভাগ মজবুত করে নতুন মরসুমে দাপট দেখানো। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল হোঁচট খায়। সেদিনই হেক্টর প্রথমবার লাল-হলুদ জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন, কিন্তু দলের পরাজয় ঠেকানো সম্ভব হয়নি। এই হতাশা কাটিয়ে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) দাপট দেখানোর লক্ষ্য থাকলেও সেখানেও দলের রক্ষণভাগের দুর্বলতা বারবার সামনে এসেছে। এএফসি টুর্নামেন্টেও দলের এই দুর্বল পারফরম্যান্স সমর্থকদের হতাশ করেছে। কলিঙ্গ সুপার কাপে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনা থাকলেও সেটি বাস্তবায়িত হয়নি। প্রথম ম্যাচেই ছিটকে যায় ইস্টবেঙ্গল। আর সেই ম্যাচেই লাল-হলুদ জার্সিতে নিজের ক্যারিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন হেক্টর ইউস্তে। গত মরসুমে মোহনবাগানের হয়ে দুরন্ত ফর্মে থাকলেও এবার ইস্টবেঙ্গলে তিনি প্রথম থেকেই ছন্দহীন ছিলেন। নিজেকে মেলে

ধরার চেষ্টা করলেও তিনি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। এবার তিনি সব ধরনের প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। হেক্টর ইউস্তে, যিনি ১৯৮৮ সালের ১২ জানুয়ারি স্পেনের কার্টাগেনায় জন্মগ্রহণ করেন, ফুটবল জীবন শুরু করেছিলেন স্থানীয় ক্লাব ফুয়েন্তে আলামো এবং রিয়াল মুর্সিয়ার যুব দলের মাধ্যমে। পরবর্তীতে তিনি কার্টাগেনা এফসি-তে যোগ দেন এবং ২০০৮-০৯ মরসুমে দলটিকে সেগুন্দা ডিভিশনে ফিরিয়ে আনতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্পেনের বিভিন্ন ক্লাব যেমন উদি সালামানকা, রেসিং দে সান্তান্দার, হারকিউলিস সিএফ এবং গ্রানাডা সিএফ-এর হয়ে খেলেছেন তিনি। ২০১৪ সালে তিনি লা লিগায় গ্রানাডার হয়ে অভিষেক করেন। পরে তিনি আরসিডি মায়োর্কায় যোগ দেন এবং সেখানে নিয়মিত খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ২০১৭ সালে তিনি সাইপ্রাসের ক্লাব অ্যাপোলন লিমাসোল এফসি-তে যোগ দেন এবং পরে এসি ওমোনিয়ার হয়ে খেলেন, যেখানে তিনি দুটি সাইপ্রিয়ট কাপ এবং ২০২১ সালে সাইপ্রিয়ট সুপার কাপ জয় করেন। ভারতে আসার আগে তিনি উয়েফা ইউরোপা লিগ এবং ইউরোপা কনফারেন্স লিগের গ্রুপ পর্বে অংশ নিয়েছিলেন। ২০২৩ সালে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর তিনি দ্রুত দলের রক্ষণভাগের মেরুদণ্ড হয়ে ওঠেন। তাঁর শান্তশিষ্ট খেলার ধরন, বল বিতরণের দক্ষতা এবং সেট-পিসে রক্ষণাত্মক কার্যকারিতা তাঁকে বিশেষ করে তুলেছিল। ইস্টবেঙ্গলে তাঁর সময়টা সফল না হলেও, হেক্টরের ফুটবল ক্যারিয়ারে অভিজ্ঞতার কমতি ছিল না। ২০২৪-২৫ আইএসএল মরসুমে তিনি ১৮টি ম্যাচে ১,৩৫৪ মিনিট খেলেছেন, একটি অ্যাসিস্ট করেছেন এবং চারটি হলুদ কার্ড পেয়েছেন। তবে দলের সামগ্রিক পারফরম্যান্স এবং তাঁর নিজের ফর্ম তাঁকে পছন্দসই ফলাফল এনে দিতে পারেনি। ৩৭ বছর বয়সে হেক্টর ইউস্তে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন, তবে তাঁর ক্যারিয়ারের উত্তরাধিকার থেকে যাবে। স্পেন থেকে সাইপ্রাস, এবং সেখান থেকে ভারত-তাঁর ফুটবল যাত্রা ছিল বৈচিত্র্যময় এবং চ্যালেঞ্জে ভরপুর। মোহনবাগানের সমর্থকদের কাছে তিনি 'স্প্যানিক রক' হিসেবে স্মরণীয় থাকবেন, যিনি দলের সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য তাঁর সময়টা হয়তো হতাশার ছিল, কিন্তু তাঁর পেশাদারিত্ব এবং প্রচেষ্টা কখনো প্রশ্নের মুখে পড়েনি। ফুটবলের মঞ্চে হেক্টর ইউস্তের বিদায় একটি যুগের অবসান। তাঁর এই অবসরের মধ্য দিয়ে ভারতীয় ফুটবল একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে হারাল, যিনি মাঠে নিজের সর্বস্ব দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে তিনি কোচিং বা অন্য কোনো ভূমিকায় ফুটবলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন কিনা, তা সময়ই বলবে। তবে, তাঁর অবদান এবং স্মৃতি ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com